উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮০,২১৮.৩৭ (+১০০৫.৮৪)
নিফটি : ২৪,৩২৮.৫০ (+২৮৯.১৫)

মর্মাহত ওমর
পহলগামে জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে পর্যটকদের। তাঁদের বাঁচাতে না পারায় এবার আক্ষেপ ঝরে পড়ল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার গলায়। » ১১

রাফাল কিনতে চুক্তি
বায়ুসেনার পর এবার রাফাল যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। সোমবার ২৬টি রাফাল-এম কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে কেন্দ্র। » ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২১° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন

লন্ডনের শো বাতিল সলমনের » ১০

১৫ বৈশাখ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 29 April 2025 Tuesday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 339

১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে শতরান। আইপিএলে নজির রাজস্থান রয়্যালসের বৈভব সূর্যবংশীর। জয়পুরে সোমবার।

...তবে পরমাণু বোমা

যুদ্ধের জন্য তৈরি পাক ● বৈঠকে মোদি-রাজনাথ

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : আরও খাদের কিনারে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক। পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফের সোমবারের চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তিতে স্পষ্ট, যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে পাকিস্তান। প্রয়োজনে পরমাণু অস্ত্রও ব্যবহার করা হবে। ভারতের আক্রমণের সম্ভাবনা দেখছেন তিনি।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে আসিফ বলেছেন, 'কিছু যে একটা হবে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আমরা স্ট্র্যাটেজিগত কারণেই সেনাদের সংখ্যা বাড়িয়েছি সীমান্তে। আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করব।'

পাকিস্তানে যখন এই পরিস্থিতি, তখন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে দেখা করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রাজনাথ আগের দিন আলোচনা করেছিলেন সেনাপ্রধান অনিল চৌহানের সঙ্গে। সেই রিপোর্ট নিয়েই মোদি-রাজনাথ কথা হয়। যে বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও।

ভারত ও পাকিস্তানে যখন এমন সাজোসাজো রব, সে সময় আসরে নেমেছে চিন ও আমেরিকা। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারকে সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন পাকিস্তান ও ভারত দুটো দেশকেই সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন সোমবার।

মা রামসা ভারতীয়। তাঁর তিন সন্তান আবার পাকিস্তানি। দুই দেশের সিদ্ধান্তে আলাদা থাকতে হবে তাঁদের। আর তাই চোখেমুখে একরাশ হতাশা ও উদ্বেগ। সোমবার ওয়াঘা সীমান্তে। -এএফপি

পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য তারা উদ্যোগ নিতে রাজি। আমেরিকা আবার বলেছে, সন্ত্রাস দমনে তারা ভারতের পাশে থাকবে।

এদিকে, রবিবার আচমকাই ইসলামাবাদ ছেড়ে লাহোরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সোজা হাজির হন দাদা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের বাড়িতে। দুই ভাই দীর্ঘ বৈঠক করেন। ঘটনাচক্রে তারপর থেকে পাকিস্তান সরকারের তরফে কোনও ভারতবিরোধী বক্তব্য সামনে আসেনি। এদিকে, এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ মুনির সপরিবার দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে জানিয়েছে একাধিক সংবাদমাধ্যম। কেউ কেউ আবার দাবি করেছে, রাওয়ালপিন্ডির একটি সুরক্ষিত বাংকারে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। সোমবার পর্যন্ত জেনারেল মুনিরকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তাঁর অবস্থান নিয়ে নীরব পাক সেনাবাহিনী।

পাকিস্তানের সংবাদ সংস্থা 'দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন' দাবি করেছে, ভারতের সঙ্গে সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে শাহবাজকে সতর্ক করেছেন নওয়াজ। কূটনৈতিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা না গেলে পাকিস্তানের সামরিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন তিনি। শাহবাজ বা পাকিস্তান সরকারের অন্য মন্ত্রীরা যাতে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন করে কোনও মন্তব্য না করেন নওয়াজ সেই পরামর্শও দিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমটি দাবি করেছে।

এরপর বারোর পাতায়

বাড়ছে উত্তাপ

- ভারত যে কোনও সময় কিছু একটা করতে পারে বলে আতঙ্কিত পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী
- অস্তিত্ব বিপন্ন হলে নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহারের কথা খোয়াজা আসিফের মুখে
- এমন আবহে পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিফ মুনিরকে নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে
- পাকিস্তানকে সমর্থনের আশ্বাস চিনের বিদেশমন্ত্রীর
- সন্ত্রাস দমনে ভারতের পাশে থাকার বার্তা আমেরিকার
- সোমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং
- বৈঠকে হাজির ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল
- দুই দেশের গতিবিধিতেই যুদ্ধ নিয়ে চর্চা বাড়ছে

কথায় কথায়

ইতিহাস পালটে দিতে মরিয়া বিজেপি

আশিস ঘোষ

গোড়ার দিকে ছিলেন জওহরলাল নেহরু। যেখানে যত গোলমাল সেখানেই নেহরুর দোষ। যত দোষ সব নেহরু। তা সে অর্থনীতি হোক কিংবা বিদেশনীতি, কৃষি হোক বা শিল্প সবেতেই নেহরু। তিনিই যত নষ্টের গোড়া। কয়েক বছর এভাবে কাটিয়ে যখন ঠাহর হল দেখতে দেখতে রাজত্বের এক দশক পেরিয়ে গিয়েছে, লোকে আস্তেধীরে তাদের দিকেও আঙুল তুলছে, তখন আরও পিছনের দিকে এগিয়ে সোজা মোগল আমলে পৌঁছে গিয়েছে বিজেপি।

এখন তাদের চাঁদমারিতে ঔরঙ্গজেব। মাঝের আড়াইশো বছরের ইংরেজ আমল বেমালুম টপকে মোগল আমলের সঙ্গে লড়াই। এটা বেশ নাগপুরের সিলেবাসের সঙ্গে মিলে যায়। মোগল শাসকরা মুসলমান। তারা অত্যাচারী। অতএব ইতিহাসের পাঠ্য থেকে তো বটেই, লোকের স্মৃতি থেকেই মুছে দাও। চার-পাঁচশো বছর আগেকার চরিত্র নিয়ে হল্লা পাকিয়ে এখনকার সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দাও। আর সংখ্যালঘুদের ভয় পাইয়ে দাও।

তৃতীয়বার গদিতে বসে বিজেপি পুরোপুরি মন দিয়েছে হিন্দুত্বে।

এরপর বারোর পাতায়

ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৮ এপ্রিল : ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে রবিবার রাতে। কিন্তু সেই রাত থেকে সোমবার সকাল, কোনও কোনও জায়গায় এদিন সন্ধ্যা অবধি বিদ্যুৎ ছিল না। কোথাও ১২ ঘণ্টা, কোথাও ১৫ ঘণ্টা ধরে ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে শুরু করে কালচিনি, কুমারগ্রাম, বীরপাড়ার মতো জায়গায় বিদ্যুৎ নিয়ে সমস্যা হয়েছে। তারের ওপর গাছ বা গাছের ডালপালা ভেঙে পড়াতেই এই বিপত্তি।

রবিবার শেষ রাতে ঝড়-বৃষ্টিতে কুমারগ্রাম ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উত্তর ও মধ্য হলদিবাড়ি, চ্যাংমারি, দক্ষিণ রামপুর, বারবিশা পালপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর সুপারি সহ নানা ধরনের গাছ পড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। দিনভর বিদ্যুৎ না থাকায় বিপাকে পড়েন ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ। বিদ্যুৎকর্মীদের ৬টি দল দিনভর কাজ করছে ওই ব্লকে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা গিয়েছে কামাখ্যাগুড়িতেও। স্থানীয়রা বিদ্যুৎ দপ্তরে অভিযোগ জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি। কামাখ্যাগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অশ্বিনী সিংহ বলেন, 'ঝড়ে কামাখ্যাগুড়ি সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় গাছ পড়ে তার ছিঁড়ে গিয়েছে। এছাড়াও লাইনে বিভিন্ন রকম ত্রুটি দেখা দিয়েছে। সমস্যাগুলি খুঁজে খুঁজে চিহ্নিত করে সমাধান করা হচ্ছে। তাই কিছুটা বেশি সময় লাগছে।'

মেচপাড়া চা বাগান সহ কয়েকটি চা বাগানে আবার সোমবার বেলা ৩টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি। কোদালবস্তি, মেন্দাবাড়ির মতো বনবস্তিতেও এদিন দুপুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি। মধ্যরাতে বজ্রপাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে মেন্দাবাড়ির দক্ষিণ সাতালি গ্রামের একটি পরিবার। স্থানীয় রথীন বসুমাতার বাড়ির পাশে বাজ পড়ে মাটিতে গর্ত তৈরি হয়েছে।

গুয়াবরনগর পলাশপুল এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ। আলিপুরদুয়ার-১ ও ২ ব্লকে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয় দুপুরে। রাত থেকেই পলাশবাড়ি, মেজবিল, শিশাগোড়, যোগেন্দ্রনগর, শালকুমারহাট এলাকায় বিদ্যুৎ ছিল না। বিদ্যুৎ দপ্তরের মেজবিলের স্টেশন ম্যানেজার জীবানন্দ রায় বলেন, 'বড় কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে ঝোড়ো হাওয়ায় কিছু এলাকায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়েছে। সেসব ঠিক করা হচ্ছে।'

ঝড়ে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের চা বাগানগুলিতে একাধিক ছায়াগাছ ভেঙে বা উপড়ে পড়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

এডিশন স্পেশাল

জয় শ্রীরামের জবাব 'জয় জগন্নাথ'
» সাতের পাতায়

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ ৭ মে
» সাতের পাতায়

ভিডিও পোস্ট করে ধৃত বিজেপির সম্পাদক

আলিপুরদুয়ার, ও বারবিশা, ২৮ এপ্রিল : ফেসবুকে পোস্ট করা একটি ভিডিও'র প্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হল বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লব দাসকে। সোমবার তাঁকে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এদিকে, বিপ্লবকে গ্রেপ্তারির প্রতিবাদে সরব হয়েছে দল। বিকেলে বিজেপির নেতা-কর্মীরা আদালত চত্বর থেকে মিছিল শুরু করেন। আলিপুরদুয়ার থানার সামনে প্রতীকী অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। থানার গেটের সামনে বৃষ্টির মধ্যেই বসে অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

কোন ভিডিও নিয়ে এত জলঘোলা? পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুরুচিকর ছবি পোস্ট করেছিলেন বারবিশার এক বাসিন্দা। তা দেখে সেই ব্যক্তিকে 'শাস্তি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিপ্লবের বিরুদ্ধে। বারবিশার সেই বাসিন্দাকে জনসমক্ষে কান ধরে ওঠবস করানো হয়। তাঁকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ানোর পাশাপাশি এলাকাছাড়া করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপি'র আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক বিপ্লবের বিরুদ্ধে। সেই 'শাস্তি' দেওয়ার ভিডিও আবার ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি। ঘটনা জানতে পেরে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এবং এমন আপত্তিকর পোস্ট সমাজমাধ্যমে শেয়ার না করার জন্য সতর্ক করে দেয়। আর বিজেপির নেতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে।

বিপ্লবকে রবিবার রাতে বারবিশা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রাতেই বিজেপি নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ-আন্দোলন করতে পারে, এই আশঙ্কায় বারবিশা ফাঁড়ির নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়। কুমারগ্রাম, কামাখ্যাগুড়ি এবং ভাটিবাড়ি থেকে পুলিশকর্মীদের নিয়ে এসে বারবিশা ফাঁড়িতে মোতায়েন করা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মধ্যরাতেই বারবিশা ফাঁড়িতে চলে আসেন কুমারগ্রাম থানার আইসি, কামাখ্যাগুড়ি ও ভাটিবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ওসিরাও। সেখান থেকে তাঁকে আলিপুরদুয়ার থানায় নিয়ে আসা হয়। এদিন আলিপুরদুয়ার থানার নিরাপত্তাও ছিল আঁটোসাঁটো। মূল গেট বন্ধ রাখা হয়।

এরপর বারোর পাতায়

আর মাত্র ৫ বছর। তার মধ্যেই চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন টেসলা কর্তা এলন মাস্ক। তাঁর দাবি, অদূরভবিষ্যতে মানব সার্জনদের পেছনে ফেলবে রোবট সার্জন।

শুধু রোবট-সার্জনে ভরসা নেই ডাক্তারদের

উত্তরের চর্চায় এলন মাস্কের দাবি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মার্কিন সিনেমা 'এলিসিয়াম'-এ গুরুতর অসুস্থ একজনকে কয়েক সেকেন্ডে সুস্থ করে তুলেছিল একটি রোবোটিক মেশিন। আচ্ছা, বিষয়টিকে আরও একটু সহজ করে তোলা যাক। রজনীকান্ত ও ঐশ্বর্য রাই বচ্চন অভিনীত সিনেমা 'রোবট'-এর একটি দৃশ্য মনে পড়ে? যেখানে ঐশ্বর্যের দিদিকে ভর্তি করা হয়েছিল নার্সিংহোমে। চিকিৎসকরা জটিল শারীরিক সমস্যার কারণে নিরাপদ প্রসবের হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন সিনেমার চিত্রনাট্য অনুযায়ী, চিট্টি (রোবট চরিত্রে রজনীকান্ত) অসম্ভবকে সম্ভব করে। সুস্থভাবে পৃথিবীর আলো দেখে শিশুটি।

পর্দার বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য কি এবার বাস্তবের মাটিতে দেখা যাবে? বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি প্রশ্নাতীত। কিন্তু রোবটের মানব সার্জনদের ছাপিয়ে যাওয়া নিয়ে টেসলার কর্ণধারের মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে নতুনভাবে। এক্স হ্যান্ডেলে এলন মাস্ক দাবি করেছেন, 'কয়েক বছরের মধ্যে ভালো মানব সার্জনদের এবং

আগামী পাঁচ বছরে সেরাদের পেছনে ফেলবে রোবট।' এমনকি আগামীতে গোটা বিশ্বে স্বাস্থ্য পরিষেবায় আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর সাফল্য চোখধাঁধানো হতে চলেছে বলেও দাবি তাঁর।

ধরুন আপনাকে ওটিতে (অপারেশন থিয়েটার) নিয়ে যাওয়া হল। দেখলেন, ভেতরে আপনার পরিচিত সার্জন তো দূর, একজন চিকিৎসকও নেই সেখানে। রয়েছে রোবট এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। সেগুলোই আপনার অপারেশন করবে। কেমন অনুভূতি হবে? নেটদুনিয়ায় এসব নিয়ে চর্চা চলছে জোরদার।

এরপর বারোর পাতায়

সিগন্যাল ও টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর-এস-২০২৫-কে-৫, তারিখ : ২৫-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, কাজের নাম : সিঙ্গাবাদ স্টেশনে ছোট সিএসএল লাইনগুলিকে সম্পূর্ণ সিএসএল-তে সম্প্রসারণের জন্য সিগন্যাল ও টেলিকমের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮২,২৪,৭৯১.৩৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ১,৬৪,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহসম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০৫-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস এন্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT No : BANARHAT/EO/NIT-009/2024-25** Last date of online bid submission **05.05.25 Hrs 06:00 PM.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ চাইছে

শিলিগুড়ি অফিসের জন্য সাব-এডিটর এবং ডিটিপি অপারেটর

সাব-এডিটর

ন্যূনতম যোগ্যতা : স্নাতক। বর্তমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচেতন, সাবলীল বাংলা লেখার দক্ষতা, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষমতা, কম্পিউটারে পারদর্শিতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয় হলেও আবশ্যিক নয়। অনভিজ্ঞ প্রার্থীদের শিক্ষানবিশ হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মদক্ষ অবসরপ্রাপ্তরাও আবেদন করতে পারেন।

ডিটিপি অপারেটর

ইনডিজাইনে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যিক। ফোটোশপ এবং কোরেল ড্র জানা থাকলে তা অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

উভয় ক্ষেত্রে কর্মস্থল : শিলিগুড়ি
কাজের সময় : বিকেল তিনটে থেকে রাত এগারোটা।

যোগ্য ও আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ মে, ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

আজ টিভিতে

শুভলক্ষ্মীকে ঘিরে পূর্বস্মৃতি কি সত্যিই মনে পড়ল আদৃতের?
গৃহপ্রবেশ ধুন্ধুমার ৩ দিন রাত ৮.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ চাঁদের পাহাড়, দুপুর ১.৩০ সন্তান, বিকেল ৪.১৫ দুরন্ত প্রেম, সন্ধে ৭.১৫ তুমি আসবে বলে, রাত ৯.৩০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.৩০ মেজবউ, রাত ১০.০০ বাবা কেন চাকর, ১.০০ বসু পরিবার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ফিরিয়ে দাও, ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ বড়বউ, বিকেল ৪.১৫ ভিলেন, সন্ধে ৭.১৫ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.১৫ শিবাজি, ১.০০ ফাইট ১:১
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আমি যে তোমারই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্ত্রীর মর্যাদা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রেম বিভ্রাট
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৭ ভীমা, বিকেল ৩.০১ মেই, ৫.০৯ মর্দ, রাত ৮.৩০ অ্যাকশন রাউডি, ১১.০৯ ডেয়ারিং পুলিশওয়ালা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : বেলা ১১.০৯ রুস্তম, দুপুর ২.১০ গঙ্গাজল, বিকেল ৫.১৫ কোয়লা, রাত ৮.০০ করণ অর্জুন, ১১.৩৩ আজ কা শরিফজাদা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৫ রমন রাঘব ২.০, ২.১৪ মাডগাঁও এক্সপ্রেস, বিকেল ৪.৪৩ নীল বট্টে সন্নাটা, সন্ধে ৬.২৮ জনহিত মে জারি, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.১৬ উঁচাই
এমএনএক্স : দুপুর ১.২৮ মিট দ্য স্পারট্যান্স, ২.৪৩ সাউথ প', বিকেল ৪.৪১ দ্য ডার্কেস্ট আওয়ার, সন্ধে ৬.০৮ মডার্ন টাইমস, ৭.৩৬ ওয়াইল্ড কাউ, রাত ১০.৫৫ সাংহাই নাইটস।

সন্তান দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজ**

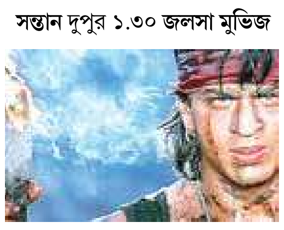

কোয়লা বিকেল ৫.১৫
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

জঙ্গল প্ল্যানেট সন্ধে ৭.০০ **অ্যানিমাল প্ল্যানেট**

পাহাড়ে তুষারপাত, সমতলে ঝড়-বৃষ্টি

তাপমাত্রার পতনে স্বস্তি

সানি সরকার ও শুভজিৎ দত্ত

শিলিগুড়ি ও নাগরাকাটা, ২৮ এপ্রিল : বৃষ্টির সঙ্গে পাহাড়চূড়ায় তুষারপাত। সমতলে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটে দিল উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। এক ধাক্কায় অস্বাভাবিক পারদ পতনে গ্রীষ্মকালীন পরিস্থিতি উধাও। কিছুটা বর্ষা, কিছুটা শীতের আবহ। যা অব্যাহত থাকবে আগামী ৪৮ ঘণ্টা। পরবর্তী সময়ে যে বৃষ্টির দেখা মিলবে না, তা নয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি হলেই, বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি চলবে লাগাতার, উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই। ঘটবে পারদ পতনও। উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশে বাতাসের উপরিভাগে ঘূর্ণাবর্ত তো রয়েইছে, তার মধ্যে পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাবে বাতাসের উপরিভাগে নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় এমন পরিস্থিতি। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'মূলত নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাবেই উত্তরবঙ্গে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আগামী দু'দিন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হবে। সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া। কিছুটা বৃষ্টি পাবে মালদা এবং দুই দিনাজপুরও।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল, সতর্কতা জারি করেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। কিন্তু কালবৈশাখীর তাণ্ডব যে এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে সেই আন্দাজ ছিল না কারও কাছে। তথ্য বলছে, গত ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি জেলার রামসাইয়ে ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫৭ কিলোমিটার এবং কিছুটা কমে কোচবিহারের দিনহাটায় তা ছিল ঘণ্টায় ৫৪ কিলোমিটার। দেখা গিয়েছে সাধারণ ঝড় পাহাড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু রবিবার রাতে কালিম্পং পাহাড়েও তীব্র গতিতে (ঘণ্টায় ৪১ কিলোমিটার) হাওয়া বয়ে গিয়েছে।

নগরাকাটা থেকে ভুটান পাহাড়ে তুষারপাতের মনোরম দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

ঝড়ের সঙ্গে বজ্রপাত সহ বৃষ্টি কার্যত নতুন করে পাহাড়ে ফিরিয়ে এনেছে শীতের দিনগুলি। যে কারণে গ্রীষ্মেও তুষারকণা আছড়ে পড়েছে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফুতে। হালকা তুষারপাত হয়েছে ফালুট সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। রবিবারের পর সোমবারও তুষারপাত হয়েছে উত্তর সিকিমের থাংগু, পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু, নাথু লা সহ বেশ কয়েকটি জায়গায়। স্বাভাবিকভাবে এমন আবহাওয়ায় খুশি পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই বাদ সেধেছে বৃষ্টি। সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত দার্জিলিংয়ে ২৯.৮, কালিম্পংয়ে ২৬.০, গ্যাংটকে ৪২.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। তবে তুষারপাত বা বৃষ্টির জন্য এদিন সিকিমের কোথাও যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়নি। গত বৃহস্পতিবারের প্রবল বর্ষণে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিমে ৩০ এপ্রিল থেকে পারমিট মিলতে পারে বলে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে লাচুংয়ে পর্যটক প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হলেও লাচেনে যথারীতি থাকবে নিষেধাজ্ঞা।

ঝোড়ো হাওয়া এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হাত ধরে তাপমাত্রার পতন ঘটেছে সমতলেও। রবিবার মাঝরাত থেকেই পালটে যেতে থাকে হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া। এই গ্রীষ্মেও কোচবিহারে ৪০.০, জলপাইগুড়িতে ৩৮.৮ এবং শিলিগুড়িতে ২৮.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মাঝরাতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, আবহাওয়া দপ্তরের তরফে এই তিন জেলার ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে লাল সতর্কতা জারি করা হয়। রবিবারের বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে সোমবারও। চলবে অন্তত আরও দু'দিন। ফলে, ততদিন অন্তত গরমের হাঁসফাঁস থেকে রক্ষা।

অন্যদিকে, তাপমাত্রা কমে বরফে ঢাকল লাগোয়া ভুটান পাহাড়ের চূড়া। সোমবার দিনের তাপমাত্রা একধাক্কায় ৫-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমল। ফলে ভরা বৈশাখে এমন অপ্রত্যাশিত শীতের আমেজকে সঙ্গী করে তুষারস্নাত পাহাড় দেখতে ডুয়ার্স ভ্রমণে আসা পর্যটকরা নাগরাকাটার জলঢাকার তীরে ভিড় জমালেন। ওই স্থানটি ডুয়ার্সের অন্যতম ভিউপয়েন্ট। এমনকি এদিন উত্তর ২৪ পরগনার খড়দা থেকে ডুয়ার্সে বেড়াতে আসা গণেশচন্দ্র সর্দারের কথায়, 'এ এক অসাধারণ উপলব্ধি। পাহাড়ের মাথায় তাজা বরফ।'

লেপার্ড ক্যাটের শাবক উদ্ধার

গয়েরকাটা, ২৮ এপ্রিল : গয়েরকাটার সমাজপাড়ার বাসিন্দা মহম্মদ ইদুর বাড়ি থেকে রবিবার রাতে উদ্ধার করা হয় একটি লেপার্ড ক্যাটের শাবক। প্রাণীটিকে প্রথমে চিতাবাঘের শাবক ভেবে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। পরে বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডে খবর দেওয়া হয়। বনকর্মীরা এসে প্রাণীটিকে উদ্ধার করে জঙ্গলে ছেড়ে দেন। বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'উদ্ধার হওয়া প্রাণীটি লেপার্ড ক্যাট প্রজাতির।'

উদ্ধার হওয়া লেপার্ড ক্যাটের শাবক।

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T. Memo No. 1703/KCK-IIIP SI No-01 to 07 Dated-28.04.2025, invited by the B.D.O, Kaliachak-III Dev. Block from Bonafide bidder. Last date of application on 12.05.2025 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
Block Development Officer
Kaliachak -III Development Block
Baishnabnagar, Malda

কর্মখালি

আশিঘর নরেশমোড়ে ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে শপ টু শপ সেলসম্যান ও ডেলিভারি বয় প্রয়োজন। এবং পিয়াজিও টাটা এসি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার প্রয়োজন। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। শিলিগুড়ি লোকাল হতে হবে। M : 9641075640, 9563622025. (C/116235)

•

ইসলামপুর, জলপাইগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড চাই। বেতন 12,500/-, PF+ESI, থাকা ফ্রী, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। ডাইরেক্ট জয়েনিং। M : 9775539686

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুবিধা ও অন্যান্য সুব্যবস্থা আছে। M-7863977242

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় H.S. পাশ কর্মঠ স্টাফ চাই। M-9641618231

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.Q No :- 1) WBMAD/JM/CH/eNIQ-13/2025-26 Memo No.211/JM Dated : 21/04/2025 (Tender ID : 2025_MAD_837125-1)
Last date of bidding (Online) dated : 08/05/2025 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

LEGAL NOTICE

Notice is hereby given to all concern that my client Smt. Pushpa Sharma Nepal, wife of Sri Ghanashyam Sharma Nepal desirous to sale her landed property measuring 3 Katha 8 Chhataks in Plot Nos. 687, 688 & 689 (R.S.), 3260 & 3263 (L.R.), Khatian No. 467 (R.S.), 7253 (L.R.), Mouza Siliguri (R.S.), Siliguri Uttar Paschim (L.R.), J.L. No. 110 (R.S.), 89 (L.R.), Ward No. 2 under Siliguri Municipal Corporation, within the jurisdiction of Police Station Siliguri now Pradhan Nagar, in the District of Darjeeling, Pin -734003 and my client has lost or misplaced her Original Title Deed being Deed No. I 2338 for the year 1995 and she lodge a General Diary before the Pradhan Nagar Police Station vide G.D. Entry No. 1139 dated 19-03-2025 by declaring the said fact. If any persons, bank or financial institution having any claim/objection over the aforesaid property may contact the undersigned within 7 (seven) days from the date of publication of this notice and on failure thereof, the property will be treated as free from all encumbrances.

Tapash Nandi (Advocate),Siliguri
(M):- 94341- 51274

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

তিস্তা-করলার ড্রেজিং ব্রাত্যই

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : আসন্ন বর্ষার আগে তিস্তা ও করলা নদীর ড্রেজিং নিয়ে কোনও সাড়াশব্দ করল না সেচ দপ্তর। এমনকি সোমবার সেচ দপ্তরের বৈঠকেও এবিষয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। এদিন সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির সেচ বিভাগকে নিয়ে জলপাইগুড়ির সেচ নিবাসে জরুরি রিভিউ বৈঠক ডাকেন। সেখানে বর্ষার আগে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজগুলি কী অবস্থায় রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে বৈঠকে তিস্তা বা করলা নদীর ড্রেজিং নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। কৃষ্ণেন্দু বলেন, 'তিস্তা নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক বড় প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। তবে তিস্তার ড্রেজিংয়ের বিষয়টি রাজ্য সরাসরি দেখছে। এছাড়া করলা নদীর খননের দায়িত্ব আমাদের উপর নেই।'

তিস্তা নদীবক্ষের অনেক এলাকাই ২০২৩ সালের সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর বালির চড়া পড়ে অগভীর হয়ে ওঠে। প্রথমে সেচ দপ্তর ৫৬৫ কোটি টাকার ডিপিআর বানিয়ে নিজেরাই ড্রেজিং করবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু পরে রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানিয়েছিলেন, তিস্তার বালি তোলার কাজটি তাঁরা বিনা খরচে রাজ্যের খনিজ উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে করবেন। যদিও পরবর্তীতে কোনও তৎপরতা দেখা যায়নি। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর ড্রেজিং প্রথমে সেচ দপ্তর করবে বলে ঠিক হয়েছিল। পরে মন্ত্রী ও সেচ দপ্তরের সচিব জেলা প্রশাসনকেই সেই দায়িত্ব দেন। কিন্তু তাও হয়নি। ফলে বর্ষায় তিস্তা ও করলা নদীর আশপাশের অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।।

এদিনের বৈঠকে দুই সেচ বিভাগের জুনিয়ার ও সহকারী ইঞ্জিনিয়ার থেকে মহকুমা এবং কার্যনির্বাহী সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে তিস্তা, মহানন্দা, পঞ্চনই, জলঢাকার মতো নদীর উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজের অগ্রগতির রিভিউ করা হয়েছে। কৃষ্ণেন্দু আরও জানান, আগামী মে মাসের মধ্যে এই দুই সেচ বিভাগের অধীনে ১০৮ কোটি টাকার ৬৭টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার সেচ বিভাগের অধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজগুলি রিভিউ করা হবে।

জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে পাখিরা অন্য জীবনে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'ধনধান্য পুষ্প ভরা' গানের এক জায়গায় লিখেছিলেন, 'তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে'। কিন্তু বর্তমান সময়ে নগরায়ণের কারণে যখন গাছ কিংবা জলাশয়ের সংখ্যা দিনের পর দিন কমেই চলেছে, তখন এর বাস্তবায়ন আদৌ কতটা সম্ভবপর সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু এরকম এক বাড়ি রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের চাপাতলি গ্রামে, যেখানে ভোরবেলা ঘুম ভাঙে অ্যাবটস ব্যাবলার, পাফ থ্রোটেড ব্যাবলারের মতো পাখিদের গানে। যেই বাড়ির বাগানে সারাদিন খেলে বেড়ায় ময়না, টিয়া, কোকিল, শালিক ছাড়াও কয়েক প্রজাতির বুলবুল ও পাপিয়া এবং তিনরকমের প্যাঁচা। অনেকেই মনে করেন, এই বাড়ির মালিকের নাম জীবনকৃষ্ণ হতে পারে কিন্তু এখানকার প্রকৃত বাসিন্দা পাখিরাই।

পাখিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় বাড়িতে প্রায় দেড়শো রকমের গাছ লাগিয়েছেন যাতে সেখানে পাখিরা নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। ফলাফল, সারাবছর ওই বাড়ির বাগানে কমবেশি প্রায় ৯০ রকমের পাখির দেখা মেলে। বছর ৬৫-র জীবনকৃষ্ণ কর্মজীবনে চাকরি করতেন সেরিকালচার বিভাগে। যদিও গাছ লাগানোর শখ সেই স্কুলজীবন থেকে। তাঁর কথায়, 'মা ছোটবেলায় গ্রামের বিভিন্ন পাখিদের চিনিয়েছিলেন। সেই থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে পাখি এবং প্রকৃতির প্রতি এক অন্যরকম ভালোবাসা তৈরি হয়ে গিয়েছে। প্রকৃতিকে বাঁচাতে হলে গাছ ও পাখিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তাই আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা।' গাছ লাগানো ছাড়াও একাধিক সুউচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণ করেছেন। কয়েকশো প্রকৃতি পাঠ শিবিরে অংশ নিয়ে নতুন প্রজন্মকে প্রকৃতিকে ভালোবাসার পাঠ দিয়েছেন।

পাখিপ্রেমী জীবনকৃষ্ণ রায় তাঁর বাড়ির সখের বাগানে।

এখনও সময় পেলেই নিজের গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে একদিন করে পাখি চিহ্নিতকরণ চলে। ইতিমধ্যেই গ্রামে প্রায় ১২৬ প্রজাতির পাখি চিহ্নিত হয়েছে। তাদের নাম, তালিকা ও বৈশিষ্ট্য রেকর্ড করে রাখা হয়েছে। তাদের বেশিরভাগের ঠিকানা অবশ্য জীবনকৃষ্ণেরই বাড়ি। তাঁর থেকেই জানা গেল, বাড়ির তিন বিঘা জমিতে প্রায় ৮০ রকমের ফুল গাছ, ৭০ রকমের ফল ও বড় গাছ, ২০ প্রজাতির ঔষধি ও ১০ রকমের লতাগুল্ম এবং কয়েক প্রজাতির ঘাস রয়েছে। আর এই ফুল ও ফলের টানেই বাড়িতে পাখিরা তো বটেই সেইসঙ্গে প্রজাপতি, মৌমাছিরও আনাগোনা লেগেই রয়েছে।

উত্তমের মডেল এবার মুম্বইয়ে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প থেকে দিবাং হাইড্রো পাওয়ার প্রোজেক্টের পর শিলিগুড়ির উত্তম দাসের কাঁধে মুম্বইয়ের সাইডুঙ্গায় একটি পিএসপি প্রোজেক্টের মডেল তৈরির ভার। গান্ধি সাগর পিএসপি প্রোজেক্টের মডেলও তাঁর হাতে তৈরি। মুম্বইয়ের প্রকল্পটির থেকে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবারই তাঁর তৈরি মডেল পৌঁছে যাচ্ছে মুম্বইয়ের প্রকল্প এলাকায়। জানা গিয়েছে, একটি প্রদর্শনীতে তাঁর তৈরি মডেল দেখে গুজরাটের একটি সংস্থা যোগাযোগ করে। তারাই সাইডুঙ্গায় বিদ্যুৎ তৈরির প্রকল্পটি গড়ে তুলবে।

তাঁর মডেলে সাইডুঙ্গায় পাহাড়ের ওপরে একটি রিজার্ভার তৈরি করে সেখান থেকে জল নীচের রিজার্ভারে নিয়ে আসা এবং ছেড়ে দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন, পাম্পের মাধ্যমে ওপরের রিজার্ভারে জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও থাকবে। উত্তমের বক্তব্য, 'আমি কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছি। সেইমতোই কাজ করেছি। কাজ দেখে সংস্থার কর্মকর্তারাও ভীষণ খুশি।'

স্মার্ট বাজারের পয়সা উশুল সেল

নিউজ ব্যুরো

২৮ এপ্রিল : অবশেষে অপেক্ষার অবসান। 'ফুল পয়সা উশুল সেল' নিয়ে চলে এসেছে স্মার্ট বাজার। আগামী ৩০ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত দেশের ৯৩০-এরও বেশি দোকানে এই সেল চলবে। গৃহস্থালির সরঞ্জাম থেকে শুরু করে জামাকাপড়ের ওপর রয়েছে দারুণ সব অফার। রিলায়েন্স রিটেইলের সিইও দামোদর মল বলেন, 'আমার সবাই সেল পছন্দ করি। স্মার্ট বাজারের এই সেল সকলের ক্যালেন্ডারে রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ক্রেতারা এখান থেকে মুখে হাসি নিয়ে ফিরবে।'

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করছেন। এলএইচবি রেকের আরএসএলআর সমূহ লিজে দেওয়ার জন্য চুক্তির বিশেষ শর্তাবলী সহ বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারের প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৫-৫এ। পার্সেল স্পেস ঃ** এলএইচবি রেক সমন্বিত ১৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১৫টি আরএসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ০৮.০৫.২০২৫ দুপুর ১টা। (HWH-49/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও কারণে মেজাজ হারিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **বৃষ** : নতুন বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পেতে পারেন। পাওনা আদায় হবে। **মিথুন** : অফিসে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। **কর্কট** : আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। পথে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **সিংহ** : সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। **কন্যা** : ব্যবসায় বাড়তি লাভ হবে। অন্যায় কাজ থেকে দূরে থাকুন। **তুলা** : শরীর খারাপ হতে পারে। মায়ের পরামর্শে পরিবারিক সমস্যা মিটবে। **বৃশ্চিক** : পাওনা আদায়ে জোরাজুরি করবেন না। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। **ধনু** : নতুন কাজের সুযোগ আসবে। খেলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ভালো সুযোগ পাবেন। **মকর** : ভালো কাজ করে সামাজিক স্বীকৃতি। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থব্যয়। **কুম্ভ** : রাজনীতির কারণে সমস্যা পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যাত্রার যোগ। **মীন** : নতুন কোনও চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৯ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫, ১৫ বহাগ, সংবৎ ২ বৈশাখ সুদি, ৩০ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৮।২৪। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ৯।৪৪। সৌভাগ্যযোগ রাত্রি ৬।৪২। বালবকরণ দিবা ৯।৩৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৮।২৪ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।৪৪ গতে নরগণ বিংশত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- চতুষ্পাদদোষ, রাত্রি ৮।২৪ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৮।২৪ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ৬।৪৬ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২৪ গতে ৮।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ৯।৪৪ গতে গর্ভাধান। বিবাহ- রাত্রি ৯।৪৪ গতে শেষরাত্রি ৪।১৯ মধ্যে ধনু মকর কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৭ গতে ১০।১৪ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ২।৩৬ মধ্যে ও ৩।২৯ গতে ৫।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ মধ্যে ও ৯।০ গতে ও ১১।১১ মধ্যে ১।২২ গতে ২।৪৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কেপমারদের হাতে জাল নোট

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : প্রথমে সহজ সরল মানুষকে চিহ্নিত করা। এরপর কখনও টাকা চারগুণ করে দেওয়ার প্রলোভন, কখনও বা মাদক জাতীয় কিছু খাইয়ে ব্যাগ নিয়ে চম্পট। এভাবেই ফালাকাটা ও কোচবিহারে একের পর এক ঘটছিল কেপমারির ঘটনা। অবশেষে ফালাকাটা থানার পুলিশের হাতে রবিবার রাতে ধরা পড়ল মনোজ মিয়াঁ (৪০) ও সুনীল শা (২৬) নামে দুই তরুণ। দুজনকেই বীরপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের থেকে নগদ ৬ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। কেপমারদের থেকে জাল নোট উদ্ধার হওয়ায় চিন্তিত পুলিশ। তাহলে কি কেপমারদের মাধ্যমে বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে পড়ছে? উঠছে প্রশ্ন।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'একটি অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা টোপ দিয়ে দুই কেপমারকে গ্রেপ্তার করি। তাদের থেকে ৬ হাজার টাকার জাল নোট, একটি বাইক সহ কেপমারিতে ব্যবহৃত বেশকিছু সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এদিন তাদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তুলে হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। জাল নোট তাদের কাছে কী করে এল তা খতিয়ে দেখা হবে।'

আদালতের পথে দুই কেপমার। সোমবার। - সংবাদচিত্র

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, ঘোকসাডাঙ্গার দুলাল মিয়াঁ নামে এক বাসিন্দা থানায় অভিযোগ করেন, তাঁর থেকে ২৫ হাজার টাকা কেপমারি হয়েছে। কয়েকদিন আগে তিনি ফালাকাটার বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় দুই ব্যক্তি এসে তাঁকে জানায়, তারা বিহার থেকে প্রায় ১ লক্ষ টাকা কোনওভাবে পেয়েছে। কিন্তু এত টাকা রাখার মতো সুবিধামতো জায়গা তারা পাচ্ছে না। এই বলেই দুলালকে টোপ দেওয়া হয়। কেপমারদের একজন বলে, 'এই টাকা আপনার কাজে দেবে, রেখে দিন।' টাকার বান্ডিল দুলালকে দিয়ে পরিবর্তে ২৫ হাজার টাকা চায় তারা। প্রলোভনে পড়ে দুলাল এটিএম থেকে ২৫ হাজার টাকা তুলে তাদের দিয়ে দেন। সেই টাকা পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে এলাকা ছাড়ে তারা। কিছুক্ষণ পর দুলাল বুঝতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে থানার দ্বারস্থ হন তিনি।

অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সহ নানা জায়গায় খবর নিয়ে কেপমারদের সন্ধান মেলে এবং দুষ্কৃতীদের বীরপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, সম্প্রতি ফালাকাটা থানা এলাকায় চারটি এবং কোচবিহার শহরে তিনটি কেপমারির ঘটনা ঘটিয়েছে তারা। প্রত্যেক জায়গা থেকেই নগদ টাকা, সোনার চেন সহ নানা জিনিস হাতানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই ব্যক্তি 'ইরানি গ্যাং' (বানজারা দুষ্কৃতীদল)-এর কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। কী উপায়ে প্রতারণা করে এই দুষ্কৃতীরা? কখনও পুলিশের পোশাক পরে, আবার কখনও একেবারে সাধারণ মানুষের ভোল নিয়ে সহজ সরল মানুষকে টার্গেট করে তারা। আবার যে বাইকে মহিলা বা প্রবীণরা থাকেন, সেগুলি থাকে এদের নিশানায়। গাড়ি বা বাইকের সওয়ারিদের অলংকার অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নেয় তারা। ব্যাংক, পোস্ট অফিস সহ যেসব জায়গায় টাকার কারবার চলে ওই এলাকায় তারা ছক কষে কেপমারি করে। ফালাকাটা ও কোচবিহারে এমনভাবেই বেশ কয়েকটি কেপমারি হয়েছে। কিন্তু পুলিশের কাছে অভিযোগ আসেনি। এবার অভিযোগ পেয়েই দুজনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে।

অভিযুক্তরা আগে নাকি মোবাইল চুরির ঘটনায়ও জড়িত ছিল। তবে ধৃতদের কাছ থেকে জাল নোট উদ্ধারের ব্যাপারটি পুলিশকে ভাবাচ্ছে। কারণ এর আগে কেপমারদের থেকে জাল নোট উদ্ধার হয়নি। তাই ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে বিষয়টির গভীরে ঢুকতে চাইছে ফালাকাটা থানার পুলিশ।

কীভাবে দুষ্কর্ম

- ধৃত দুই ব্যক্তি 'ইরানি গ্যাং' (বানজারা দুষ্কৃতীদল)-এর কাছে ট্রেনিং নিয়েছে। কখনও পুলিশের পোশাক পরে, আবার কখনও একেবারে সাধারণ মানুষের ভোল নিয়ে সহজসরল মানুষকে টার্গেট করে তারা
- গাড়ি বা বাইকের সওয়ারিদের অলংকার অভিনব কায়দায় হাতিয়ে নেয় তারা
- সম্প্রতি ফালাকাটায় চারটি এবং কোচবিহারে তিনটি কেপমারির ঘটনা ঘটিয়েছে তারা

বৈশাখের বৃষ্টিতেই বর্ষা বর্ষা ভাব। সোমবার স্কুলে এসে জল দেখে পড়ুয়াদের মন খারাপ। স্কুল মাঠের যেখানে রোজ তারা খেলে সেখানেই জমে রয়েছে জল। তাই মাঠের ওই অংশ ছেড়ে অন্যের ফাঁকা জমিতেই খেলাধুলোয় মেতে ওঠে পড়ুয়ারা। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পারপাতলাখাওয়া প্রাইমারি স্কুলে। সোমবার সুভাষ বর্মনের তোলা ছবি

রাস্তার কাজে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ এপ্রিল : ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও থেকে জটেশ্বর পর্যন্ত ৭ কিমি ১০০ মিটার বেহাল পাকা রাস্তাটি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে পুনর্নির্মাণ করা হবে। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে সেই কাজ শুরু হয় এবছরের ১৩ মার্চ। জিএসটি এবং লেবার ওয়েলফেয়ার সেস সহ ওই কাজের মোট ব্যয়বরাদ্দ ৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৫১১ টাকা। কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। অথচ দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বাস্তুকার এনিয়ে এখনও কোনও তথ্য দেননি বলে সোমবার জেলা শাসককে লিখিতভাবে নালিশ জানালেন গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিকাশ দাস। এনিয়ে তদন্তের অনুরোধ জানিয়েছেন জেলা শাসককে। সেইসঙ্গে উপপ্রধানের আবেদন, তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন কিংবা আংশিক পেমেন্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুক প্রশাসন।

ওই রাস্তাটি কমবেশি ৩০ হাজার মানুষের ভরসা। এতদিন ধরে বেহাল রাস্তা নিয়ে নানা প্রশ্নের মুখে পড়েছেন জনপ্রতিনিধিরা। সবচেয়ে বেশি চাপে ছিল তৃণমূল। রাস্তা পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় উন্নয়ন নিয়ে ফিরিস্তি দিয়েছিলেন তৃণমূল নেতারা। এবার তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতেই কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। উপপ্রধান বলেন, 'পঞ্চায়েত অফিসের সামনেই রাস্তার কাজ চলছে। অথচ আমরাই জানি না, রাস্তাটি কতটা চওড়া হবে বা কী ধরনের কাজ করা হবে। পঞ্চায়েত প্রধানও অন্ধকারে।'

জেলা পরিষদের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার মহানন্দ বর্মন বলেন, 'আবেদনপত্রটি এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে রয়েছে। তিনিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে শিডিউল দেওয়ার নিয়ম থাকলেও ডিপিআর দেওয়ার নিয়ম নেই।'

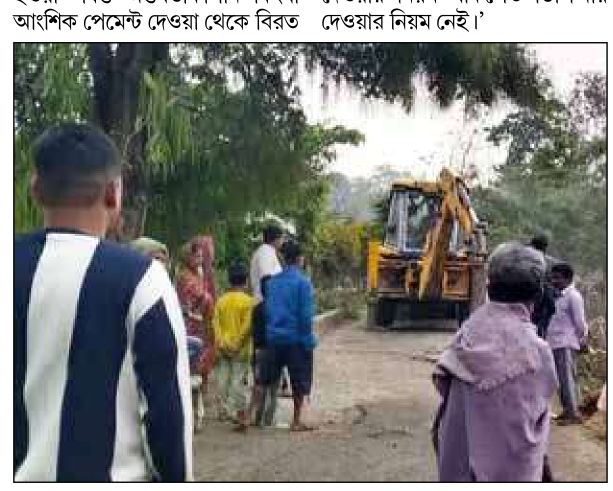

এই নির্মীয়মাণ রাস্তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন। - সংবাদচিত্র

উচ্ছেদের সময় বেঁধে দিল প্রশাসন

অভিজিৎ ঘোষ ও সুভাষ বর্মন

সোনাপুর ও পলাশবাড়ি, ২৮ এপ্রিল : মহাসড়কের জন্য আগামী ২ মে'র মধ্যে ছাড়তে হবে জায়গা। সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর এবং শিলবাড়িহাট এলাকার ব্যবসায়ীদের ডেকে এমনটাই জানিয়ে দিলেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন বিকেলে জেলা পরিষদ অফিসে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়।

আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিও জয়ন্ত রায় বলেন, 'ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে ২ মে'র মধ্যে জায়গা ছেড়ে দিতে। জেলা পরিষদ তো তাদের দোকান করার জন্য জায়গা দিয়েছেই। পুরো প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে হোক সেটাই আমরা চাই।'

এই খবরের পরই চিন্তায় পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। কীভাবে ৪ দিনের মধ্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব, সেটা অনেককেই ভাবাচ্ছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) দ্রুত সলসলাবাড়ি ফালাকাটা মহাসড়কের ৪১ কিমি এলাকায় কাজ শুরু করতে চাইছে। এখনও প্রায় ৪ কিমি এলাকার দখল নিতে পারেনি এনএইচএআই। সেই কারণেই জেলা প্রশাসককে চাপ দেওয়া হয়েছে জায়গা খালি করে দেওয়ার জন্য।

> ব্যবসায়ীদের বলা হয়েছে ২ মে'র মধ্যে জায়গা ছেড়ে দিতে। জেলা পরিষদ তো তাদের দোকান করার জন্য জায়গা দিয়েছেই। পুরো প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে হোক সেটাই আমরা চাই।
>
> **জয়ন্ত রায়,** বিডিও আলিপুরদুয়ার-১

৪১ কিমি সড়কের মধ্যে সোনাপুর ও শিলবাড়িহাটের মতো দুটো বড় বাজারে এখনও কাজ শুরু করতে পারেনি এনএইচএআই। সেই এলাকাই তাই দ্রুত ফাঁকা করার নির্দেশ এসেছে। এই সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য এদিন জেলা পরিষদ অফিসে ব্যবসায়ীদের ডাকা হয়েছিল।

এর আগেও ওই এলাকায় ব্যবসায়ীদের জায়গা ছাড়তে বলা হয়েছিল। তা নিয়ে বেশ কয়েকবার আন্দোলনও হয়েছে। তবে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়নি। এবার সেটা করা হয়েছে। সোনাপুর এলাকায় ৮০-৮৫টি দোকান ভাঙা পড়তে পারে বলে খবর। সোনাপুর স্থায়ী ব্যবসায়ী সমিতি ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহার কথায়, '২ তারিখের মধ্যে জায়গা ছাড়তে হবে। সেই মতো মানসিক প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার প্রশাসনিক আধিকারিকরা সোনাপুরে আসবেন তখন আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

মেজবিল, নিউ পলাশবাড়ি, পলাশবাড়ি, শালকুমার মোড়ের ব্যবসায়ীরা শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃত্বে পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে। শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'জেলা পরিষদের জায়গাতেই আমাদের দোকান সরাতে বলেছে। তবে তার আগে শিলবাড়িহাটে একটি বড় নিকাশি নালা নির্মাণের দাবি আমরা করেছি। দীর্ঘ বছর ধরেই এই সমস্যা চলছে। নিকাশি নালা করা না হলে বর্ষায় গোটা বাজার জলমগ্ন হয়ে পড়বে। চরম দুর্ভোগে আমাদের পড়তে হবে। সেই কারণে নিকাশি নালা তৈরি খুবই জরুরি।'

এখনও পলাশবাড়ি বাসস্ট্যান্ডের দু'পাশে দোকানপাট ভাঙা পড়েনি। এজন্য সেখানে মহাসড়কের কাজও শুরু হয়নি। সম্প্রতি এজন্যই জেলা পরিষদ থেকে পলাশবাড়িতে একটি বড় নালায় মাটি ভরাট করা শুরু হয়। সেখানেই ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসন দেওয়া হতে পারে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।

রাস্তার ভাঙা অংশে হাঁটুজলে ভোগান্তি

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : বর্ষা আসতে এখনও কিছুটা দেরি আছে বটে তবে ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বালুরঘাট বাজার এলাকায় এখনই বর্ষার ভোগান্তি শুরু হয়েছে। বালুরঘাট থেকে বংশীধরপুর, যোগেন্দ্রনগর হয়ে শালকুমারহাট পর্যন্ত দীর্ঘ পাকা রাস্তাটি ঝাঁ চকচকে। তবে রাস্তার শুরুতেই প্রায় ৫০০ মিটার অংশ একেবারে ভাঙা। বৃষ্টিতেই জলকাদা জমে পথচারীদের ভোগান্তি বাড়ে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই ভাঙা অংশে প্রায় হাঁটুসমান জল জমেছে। এই সমস্যা গত দু'বছর ধরে চলছে। ফলে বালুরঘাট বাজারের বেশ কিছু দোকানের সামনেও জল জমে। গত দু'বছরে এই দৃশ্য দেখে ব্যবসায়ী আশুতোষ দাস, হরিপদ রায়-রা অভ্যস্ত। রাস্তার ভাঙা অংশের গর্ত ও জলের জন্য এখনই তাঁদের বর্ষার ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাই স্থানীয়রা রাস্তার বেহাল অংশ দ্রুত সংস্কার করার দাবি তুলেছেন। এবিষয়ে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস অবশ্য বলেন, 'বর্ষার আগেই ওই রাস্তার বেহাল অংশে আরবিএম ফেলে সংস্কার করা হবে। আমি নিজে গিয়ে রাস্তাটি দেখেও আসব।'

> আমার দোকানের সামনে হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়ে থাকে। এই জল বেরোনোর কোনও উপায় নেই। রাস্তার মাঝামাঝি বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। অনেক সময় গাড়ি চলাচল করলে নোংরা জল ছিটকে দোকানে চলে আসে।
>
> **আশুতোষ দাস,** ব্যবসায়ী

এলাকাবাসীদের দাবি, গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে তাতেই এই অবস্থা। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের বালুরঘাট থেকে পিডব্লিউডির একটি রাস্তা শালকুমারহাটের দিকে চলে গিয়েছে। বছর চারেক আগে ওই রাস্তাটি পাকা করা হয়েছিল। এখন গোটা রাস্তাটিতে আর কোথাও ভাঙন নেই। কিন্তু ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কের সঙ্গে যেখানে ওই রাস্তাটি এসে মিশেছে সেখানকার ৫০০ মিটার রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি। পাশেই আশুতোষ দাস নামে এক ব্যবসায়ীর দোকান। তাঁর কথায়, 'আমার দোকানের সামনে হাঁটুসমান জল দাঁড়িয়ে থাকে। এই জল বেরোনোর কোনও উপায় নেই। রাস্তার মাঝামাঝি বিরাট গর্ত তৈরি হয়েছে। অনেক সময় গাড়ি চলাচল করলে নোংরা জল ছিটকে দোকানে চলে আসে।'

আরেক ব্যবসায়ী হরিপদ রায়ের গলাতেও একই সুর শোনা গেল। তিনি বলেন, 'দোকানের সামনে সব সময় জলকাদা ভালো লাগে না। দু'বছর ধরে এই সমস্যায় ভুগছি। ক্রেতারাও দোকানে এসে বিরক্তি প্রকাশ করেন। এজন্য ব্যবসাও মার খাচ্ছে।' অন্যদিকে, বংশীধরপুরের কেশব উপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি রোজ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। তাঁর কথায়, 'আমার বাড়ির সামনের রাস্তার অংশটি ভালো। কিন্তু বালুরঘাট এলাকায় এলেই বিরক্ত লাগে। জলকাদা ডিঙিয়ে যাতায়াত করতে হয়।'

বেহাল রাস্তায় জল জমে ভোগান্তি। ফালাকাটার বালুরঘাটে। - সংবাদচিত্র

জগন্নাথধাম নিয়ে প্রচার

বীরপাড়া, ২৮ এপ্রিল : 'হিন্দুত্ব' নিয়ে বীরপাড়ায় বিজেপিকে টেক্কা তৃণমূলের। বুধবার দীঘায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে বীরপাড়ায় পথসভা ও বাড়ি বাড়ি প্রচার করতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সোমবার বিকেলে বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে একটি পথসভা করে তৃণমূলের বীরপাড়া-১ অঞ্চল কমিটি। বক্তব্য রাখেন ব্লক সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী, সহ সভাপতি রাজু শর্মা, অঞ্চল সহ সভাপতি হাকিম খান প্রমুখ। জগন্নাথধামের উদ্বোধন নিয়ে প্রচারে এখন বীরপাড়ায় ভীষণ ব্যস্ত তৃণমূল নেতাকর্মীরা। জানা গিয়েছে, উদ্বোধনের প্রচারে মঙ্গলবার বীরপাড়ায় বাইক র‍্যালিও করবে তৃণমূল।

বুধবার প্রশাসনের উদ্যোগে পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে জগন্নাথধাম উদ্বোধনের লাইভ স্ট্রিমিং এবং কীর্তন করা হবে। বিলি করা হবে প্রসাদ। অঞ্চল সভাপতি সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সবার পক্ষে দীঘা যাওয়া সম্ভব নয়! তাই পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে বীরপাড়াবাসীকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমন্ত্রণ করছি আমরা।'

নদীতে বৃদ্ধের দেহ

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ এপ্রিল : ইকতি নদীতে বিজয় মুন্ডা (৬০) নামে এক বৃদ্ধের দেহ ভাসতে দেখা গেল সোমবার সকালে। এ ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় শিশুবাড়ি লাগোয়া এলাকায়। মৃতের বাড়ি রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের জাহাদিপাড়ায়।

মৃতের ভাইপো জোহান মুন্ডা বলেন, 'বিজয় কাকা মৃগীরোগী ছিলেন। সম্ভবত শামুক সংগ্রহের সময় অজ্ঞান হয়ে জলে পড়ে যান তিনি।' স্থানীয়রা জানান, ওই বৃদ্ধের তিনজন ছেলের মধ্যে দুজন পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা কেরলে রয়েছেন। নদী থেকে শামুক সংগ্রহ করে ওই বৃদ্ধ বাজারে বিক্রি করে রুজির সংস্থান করতেন। মৃতের বৌমা লক্ষ্মী মুন্ডা বলেন, 'রবিবার নদী থেকে শামুক সংগ্রহে বেরিয়ে আর ফেরেননি। সোমবার তাঁর মৃত্যুর খবর মেলে।' মাদারিহাট থানার পুলিশের বক্তব্য, সোমবারই দেহটির ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দিনমজুরের পালটা কোপে মৃত্যু দুষ্কৃতীর

ভুটান সীমান্তে খুন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৮ এপ্রিল : সোমবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা তরুণটি বীরপাড়া থানায় ঢোকে। শরীর রক্তে মাখামাখি। কর্তব্যরত অফিসারকে উদ্দেশ্য করে তার বক্তব্য, 'স্যর আমি একজনকে খুন করেছি! আমাকে অ্যারেস্ট করুন।' থতোমতো পুলিশ অফিসারের ঘোর কাটতেই আটক করা হল মণীশ রাই নামে ২৮ বছর বয়সি মাকড়াপাড়া চা বাগানের ওই তরুণকে। অবশ্য পুলিশের দাবি, খুনের ঘটনার পর পুলিশের তরফেই স্থানীয়দের মাধ্যমে অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণ করতে বার্তা পাঠানো হয়েছিল।

কিছুদিন শান্ত থাকার পর ফের রক্ত ঝরল বীরপাড়া থানার ভুটান সীমান্তে। সোমবার বিকেলে মাকড়াপাড়া চা বাগানে মণীশের হাতে প্রাণ হারাল লঙ্কাপাড়া চা বাগানের এলবি লাইনের বিকাশ লামা (৪৫)। পুলিশের খাতায় দাগি অপরাধী হিসেবে নথিভুক্ত বিকাশ। তার বিরুদ্ধে তোলাবাজি সহ অস্ত্র আইনেও একাধিক মামলা রয়েছে। ২০২১ সালে মাদারিহাট থানার পুলিশ তাকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ টোটোপাড়া থেকে গ্রেপ্তার করেছিল। অন্যদিকে, মণীশের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ নেই। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনমজুরি করত মণীশ। বচসার জেরে শেষপর্যন্ত মণীশের হাতে প্রাণ হারাল বিকাশ। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস বলেন, 'বচসার কারণ নিয়ে ধৃত মণীশকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

> স্যর, আমি একজনকে খুন করেছি! আমাকে অ্যারেস্ট করুন।
>
> **মণীশ রাই,** অভিযুক্ত

মাকড়াপাড়া কালী মন্দিরের অদূরে একটি ফাঁকা জায়গায় পড়ে ছিল বিকাশের দেহটি। ঘটনাস্থল থেকে বিকাশের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং ২টি সিডেটিভ ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই এলাকা থমথমে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, বিকাশ রবিবার মাকড়াপাড়া গিয়েছিল। সেখানে কোনও কারণে মণীশের সঙ্গে বচসায় জড়ায় সে। সোমবার ফের মাকড়াপাড়ায় গিয়ে মণীশকে চ্যালেঞ্জ জানায় বিকাশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে মণীশ জানিয়েছে, প্রথমে বিকাশই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার ওপর চড়াও হয়। আহত হওয়ার পর মণীশ ধারালো অস্ত্রটি কেড়ে নিয়ে বিকাশের বুকে ঢুকিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় বিকাশের। ঘটনার পর মোটরবাইক চালিয়ে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে গিয়ে নিজের প্রাথমিক চিকিৎসা করায় মণীশ। এরপর হাজির হয় থানায়। ততক্ষণে বীরপাড়া থানার বিরাট পুলিশবাহিনী পৌঁছে যায় মাকড়াপাড়ায়। পরে অবশ্য ফের হাসপাতালে মণীশের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করায় পুলিশ।

রাত হলেই পথবাতি জ্বলছে না

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৮ এপ্রিল : এ যেন একেবারে উলট পূরাণ। জটেশ্বর বাজারের কাছারি মোড় এলাকায় দিনের বেলা হাইমাস্ট থেকে আলো মিলছে। কিন্তু সন্ধে হলেই তা উধাও হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যা সাম্প্রতিক। জটেশ্বর বাজারে সরকারি উদ্যোগে বসানো এই হাইমাস্ট থেকে শুরুর দিকে বেশ কয়েক মাস সুষ্ঠুভাবেই আলো মিলছিল। পরে একবার তা খারাপ হয়ে যায়। কয়েকদিন খারাপ থাকার পর একবার সংস্কার করা হয়। তার কয়েকদিন পর থেকেই আবার এই সমস্যা দেখা দিয়েছে, বলছেন এলাকাবাসী।

জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অর্ণব ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত স্তরে আলোচনা হয়েছে। বিডিওকেও জানানো হয়েছে।'

জটেশ্বর বাজার এলাকার কাছারি মোড়ে একদিকে হরেকরকম দোকানপাট। অপরদিকে জটেশ্বর, বীরপাড়া, দেওগাঁও ও প্রমোদনগর যাওয়ার রাস্তা। সন্ধ্যা থেকেই প্রচুর মানুষ ও যানবাহনের সমাগম হয়। কিন্তু হাইমাস্ট থেকে আলো না পাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। জটেশ্বর বাজারের অন্যতম ব্যস্ত এই এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার দাবি উঠছে। জটেশ্বরের বাসিন্দা প্রীতিলতা দে সরকার বলেন, 'জটেশ্বরের কাছারি মোড় গুরুত্বপূর্ণ স্থান। প্রচুর পড়ুয়া টিউশন সেরে বাড়ি ফিরতে এই স্থানে দাঁড়ায়। আলো লাগানোর পর আমাদের সুবিধা হয়েছিল। আলো না থাকায় সমস্যা হচ্ছে।' সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন স্থানীয় বাসিন্দা হরেকৃষ্ণ দাসও। তিনি বলেন, 'চৌপথি এলাকায় অবশ্যই আলো থাকা উচিত। সন্ধে হলেই মানুষের চলতে অসুবিধা হচ্ছে।'

বাল্যবিবাহ রোধে পথনাটিকা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৮ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম এবং চা বাগানগুলিতে মাঝেমধ্যেই ঘটছে বাল্যবিবাহ। জেলা এবং ব্লক প্রশাসন-পুলিশ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি লাগাতার বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালালেও সমাজের এই ব্যাধি পুরোপুরি বন্ধ করা যাচ্ছে না। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারিভাবে একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে।

এবার সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের চাইল্ড প্রোটেকশন ইউনিট এবং শামুকতলা এলাকায় থাকা সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের এনএসএস। সোমবার ছাত্রছাত্রীরা রীতিমতো পথনাটিকায় অংশ নেয়। আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের কর্তারা ছাড়াও সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক পথনাটিকা দেখতে শামুকতলা বাসস্ট্যান্ডে রীতিমতো ভিড় জমে যায়।

জেলা প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করার জন্য পথনাটিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উৎসাহিত করা যায়।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য শামুকতলায় এদিন বিভিন্ন স্থানে পথনাটিকা পরিবেশন করা হয়।

সাঁওতালপুর মিশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মালতী মেরি মারান্ডি বলেন, 'বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মজীবন নষ্ট হয়, মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাল্যবিবাহের ফলে প্রসবকালীন জটিলতা ও মাতৃমৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়ে। সেই কারণে সচেতন করার পাশাপাশি পথনাটিকার মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরা হয়।'

প্রশাসনের কর্তারা জানান, বাল্যবিবাহের ফলে মেয়েদের অধিকার ও স্বাধীনতা হরণ হয়। পথনাটিকার মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ছাত্রছাত্রীদের যেমন সচেতন করা হচ্ছে তেমনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে আবার বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উৎসাহিত করা যায়। এই ধরনের কর্মসূচি আরও নেওয়া হবে বলে জানান প্রশাসনের এক কর্তা। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে। তিনি বলেন, 'বাল্যবিবাহ সহ সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা মানুষদের সচেতন করার কর্মসূচি সারা বছর চালাই। স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং জেলা প্রশাসনের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বোলপুর-এর এক বাসিন্দা

12.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 02762 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্মের সাথে তার পুরস্কার বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই সত্যটি আমাকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে বাধ্য করেছে কারণ আমি ক্রমাগত বেশকিছু গণমাধ্যমে ডিয়ার লটারির বেশ কয়েকজনের কোটিপতি হওয়ার সুসংবাদ শুনে আসছিলাম। এখন আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতেছি যা আমাকে আমার আর্থিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বোলপুর - এর একজন বাসিন্দা সুজয় হাজরা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

"MB"
GREAT EASTERN TRADING CO.
NOW OPEN
BECK BAGAN
Opp. Zeeshan, Nr. Quest Mall, M : 9830124057
0% Interest* Down Payment
1 EMI OFF*
GET FLAT 6000* EXCHANGE VALUE
Greatest AC Festival
SOLID CHILL
Lowest Bill
With Inverter AC
Discount Upto ₹ 41000 OFF!
Upto 36 MONTH EMI*
1 + 4 yrs. FREE COMPREHENSIVE WARRANTY*
15% CASHBACK UPTO ₹ 25000/-*
AIR CONDITIONERS AVAILABLE FROM CAPACITY - 0.8T / 1T / 1.5T / 1.8T / 2T / 2.5T & STAR RATING - 3 STAR / 4 STAR / 5 STAR
LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
180 LTR 184 LTR 188 LTR 190 LTR 207 LTR 207 LTR 210 LTR 224 LTR 235 LTR 240 LTR 244 LTR
FREE Mixer Grinder (3 Jar)
OFFER PRICE
₹14490* ₹14990* ₹15990* ₹15990* ₹16490* ₹18990* ₹19990* ₹20490* ₹21490* ₹24990* ₹24990*
268 LTR 272 LTR 243 LTR 293 LTR 358 LTR 408 LTR 445 LTR 401 LTR 596 LTR 600 LTR
CONVERTIBLE
4 IN 1 CONVERTIBLE
FREE Mixer Grinder (3 Jar)
OFFER PRICE
₹26990* ₹27990* ₹30490* ₹33490* ₹37490* ₹39490* ₹52990* ₹57990* ₹61990* ₹67990*
LLOYD SAMSUNG Godrej Whirlpool BOSCH Haier IFB LG Panasonic
6.5 KG 7 KG 7 KG 7 KG 6.5 KG 7 KG 7 KG 7 KG 8 KG 8.5 KG 11 KG
FREE IRON
OFFER PRICE
₹13990* ₹14990* ₹16490* ₹17990* ₹18490* ₹18490* ₹19490* ₹19990* ₹21990* ₹22490* ₹27990*
7 KG 6.5 KG 7 KG 6.5 KG 8 KG 8 KG 8 KG 9 KG 9 KG 10 KG 13 KG
FREE IRON
OFFER PRICE
₹27490* ₹29990* ₹29990* ₹31990* ₹31990* ₹33490* ₹34490* ₹35490* ₹38990* ₹46490* ₹58490*
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

ONIDA	ONIDA	ONIDA	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC
FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	2 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.8 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 32990	Offer Price ₹ 37990	Offer Price ₹ 44990	Offer Price ₹ 38990	Offer Price ₹ 44990	Offer Price ₹ 46990
Whirlpool	Whirlpool	HITACHI	HITACHI	Carrier	Carrier
FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 33990	Offer Price ₹ 38990	Offer Price ₹ 38990	Offer Price ₹ 45990	Offer Price ₹ 37990	Offer Price ₹ 43990
Godrej	Godrej	Panasonic	Panasonic	Panasonic	IFB
FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	2 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.
Offer Price ₹ 33990	Offer Price ₹ 38990	Offer Price ₹ 39990	Offer Price ₹ 49990	Offer Price ₹ 56990	Offer Price ₹ 35990
LLOYD	LLOYD	LLOYD	Haier	Haier	IFB
FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	2 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 36990	Offer Price ₹ 42990	Offer Price ₹ 47990	Offer Price ₹ 36990	Offer Price ₹ 43990	Offer Price ₹ 40990
VOLTAS	VOLTAS	BLUE STAR	BLUE STAR	LG	LG
FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE	FREE KETTLE
1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.	1.5 Ton - 3 S - Inv.	1.5 Ton - 5 S - Inv.
Offer Price ₹ 36990	Offer Price ₹ 42990	Offer Price ₹ 38990	Offer Price ₹ 45990	Offer Price ₹ 38990	Offer Price ₹ 46990

BAJAJ BUILT FOR LIFE	BAJAJ BUILT FOR LIFE	BAJAJ BUILT FOR LIFE	HAVELLS	HAVELLS	HAVELLS	HAVELLS	USHA	USHA
36 L	42 L	55 L	35 L	51 L	55 L	65 L	45 L	70 L
Cost Price	Cost Price	Cost Price	Cost Price	Cost Price	Cost Price	Cost Price	Cost Price	Cost Price
₹ 6500/-	₹ 6600/-	₹ 9500/-	₹ 6500/-	₹ 9500/-	₹ 10500/-	₹ 10500/-	₹ 9000/-	₹ 12500/-

SAMSUNG

BESPOKE AI WindFree™

AI that truly saves and cools

AI FAST AND COMFORT COOLING · SMART FORWARD · WELCOME COOLING · GOOD SLEEP · HOME · AI ENERGY MODE

Save up to 30% Energy with AI Energy Mode**

AI Fast & Comfort Cooling | 3D Map View

5 বছরের কম্প্রিহেনসিভ ওয়ারেন্টি*	বিনামূল্যে ইনস্টলেশন^	7.5% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক#	0 ডাউন পেমেন্ট˜

BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.0 kW)	BESPOKE AI WindFree™ Split AC (5.3 kW)	BESPOKE AI Split AC (5.0 kW)	BESPOKE AI Split AC (5.3 kW)
AR60F19D1ZW	AR60F19D1XW	AR50F19D1ZH	AR50F19D1XH
5 star	3 star	5 star	3 star
MRP ₹ ~~81990~~	MRP ₹ ~~63490~~	MRP ₹ ~~72990~~	MRP ₹ ~~60990~~
Special Offer Price ₹ 48000 (1 unit)	Special Offer Price ₹ 39990 (1 unit)	Special Offer Price ₹ 44000 (1 unit)	Special Offer Price ₹ 37990 (1 unit)

Please dispose of e-waste and plastic waste responsibly. Customers can WhatsApp on 1800 5 7267864 for information on e-waste/plastic waste pickup.

Follow Samsung on: samsung.com | @SamsungIndia | @SamsungIndia | SamsungIndia | @samsungindia

Contact us: WhatsApp Scan QR Code

Images simulated for representational purpose only, actual may vary. Offer valid till stocks last.**Based on internal testing on the AR07D9181HZ3 model under controlled laboratory conditions. Requires use of SmartThings App and Samsung account. Actual savings may vary by usage patterns and environment. *Comprehensive warranty valid for condenser, PCB, evaporator coil, fan motor, gas recharge. (Only when condenser is getting replaced). ^Applicable only on WindFreeTM Models. #Cashback at the sole discretion of the NBFCs/Bank. Only 1 transaction/card/calendar month is eligible for cashback offer. ˜Down payment offer is applicable on select credit cards. Third party and finance offers are at the sole discretion of partner/NBFC/Financier

প্রতিবাদ মিছিল

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৮ এপ্রিল : কাশ্মীরে জঙ্গিহানার প্রতিবাদে সোমবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ মিছিল এবং পথসভা করে যশোডাঙ্গা বাজার এলাকায়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সদস্যরা মিছিল এবং পথসভায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, রবিবার রাতে কালচিনির গাঙ্গুটিয়া চা বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দারা বাগানে ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল বের করেন। এছাড়া সুভাষিণী চা বাগানের শ্রমিক ও বাসিন্দারা নিহত পর্যটকদের স্মরণ করে মোমবাতি মিছিল বের করেন। সোমবার সন্ধ্যায় মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের শিশুবাড়িতে মৌন মিছিল করে শিশুবাড়িহাট নাগরিক কমিটি। মোমবাতি জ্বালিয়ে মিছিলে পা মেলান স্থানীয়রা।

পিএফ শিবির

কালচিনি, ২৮ এপ্রিল : চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ সমস্যা দূর করতে সোমবার কালচিনি চা বাগানে পিএফ দপ্তরে বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হল। মূলত চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা যাতে সঠিকভাবে ও সঠিক সময়ে পিএফের টাকা পান সেজন্য শ্রমিকদের সচেতন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। তিনি বলেন, 'চা শ্রমিকরা যাতে দালালচক্রের হাতে না পড়েন, সেজন্য বিভিন্ন চা বাগানে এই ধরনের শিবির করার উদ্যোগ নিয়েছি।' এদিনের শিবিরে বেশ কয়েকজন শ্রমিক পিএফের অগ্রিম টাকার আবেদনপত্র জমা করেছেন। তাঁর অভিযোগ সম্প্রতি দুজন চা শ্রমিকের ভুয়ো মৃত্যুর শংসাপত্র মাল পুরসভা থেকে ইস্যু করে দালালচক্র পিএফের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এরজন্য এই ধরনের শিবিরের মাধ্যমে শ্রমিকদের সচেতন করা হচ্ছে।

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : সোমবার ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের আলিপুরদুয়ার শাখার তরফে কমিশন বৃদ্ধি সহ ১৬ দফা দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় খাদ্য দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোলারের কাছে। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তন্ময় সেনগুপ্ত সহ অন্যরা। তন্ময় বলেন, 'কমিশন বৃদ্ধি, আটার প্যাকেট বিতরণে মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়সীমা বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবি জানানো হয়েছে।' অন্যদিকে, এদিন ৮ দফা দাবিতে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘের (স্কুল শিক্ষা) সংগঠনের তরফে। শহরের কোর্ট মোড় সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত জেলা বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের অফিসে যান সংগঠনের সদস্যরা। ৮ দফা দাবির মধ্যে ছিল চাকরিহারা শিক্ষকদের মধ্যে থাকা যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা দ্রুত প্রকাশ, যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা বাছাইয়ের দায়িত্ব থেকে প্রধান শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে জনমানসে নিয়োগকারী সংস্থা সম্পর্কে যে মনোভাব তৈরি হয়েছে সেই বিষয়ে পদক্ষেপ করা ইত্যাদি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নির্ভেজাল আড্ডা।। হলদিবাড়ি হাসপাতাল মাঠে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

১৫০০ পড়ুয়ার জন্য শিক্ষক ১৬

রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুলে ক্লাস নিচ্ছেন পার্ট-টাইম টিচার।

রাঙ্গালিবাজনা, ২৮ এপ্রিল : ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা তৎকালীন শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির যুগ্ম এলাকার তৎকালীন বিধায়ক যজ্ঞেশ্বর রায় মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের রাঙ্গালিবাজনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাঙ্গালিবাজনা মোহনসিং হাইস্কুল। যজ্ঞেশ্বর পরিচিত ছিলেন 'ডুয়ার্স গান্ধি' নামে। তাঁর তৈরি এই স্কুলের পড়ুয়ারা দীর্ঘদিন ধরে জেলা তো বটেই এমনকি রাজ্যের নামও উজ্জ্বল করেছে নিজেদের যোগ্যতায়। প্রয়াত মন্ত্রী যোগেশ বর্মন, রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার বাবুরাম কার্জি, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ডেপুটি সেক্রেটারি মুক্তা নার্জিনারি- এরকম আরও অসংখ্য নাম রয়েছে এই স্কুলের প্রাক্তনীর তালিকায়। অথচ এমন তারকাখচিত প্রাক্তনী থাকার পরেও বর্তমানে ডুয়ার্সের অন্যতম পুরোনো এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি চূড়ান্ত সমস্যায়। শিক্ষকের অভাবে পঠনপাঠন সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই বিরাট চ্যালেঞ্জ স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে।

বর্তমানে সেখানে বিজ্ঞান (পিওর সায়েন্স) এবং অঙ্কের কোনও স্থায়ী শিক্ষক নেই। পড়ুয়াদের বিজ্ঞান পড়ানো এবং অঙ্ক শেখাতে কর্তৃপক্ষকে ভরসা করতে হচ্ছে শারীরশিক্ষার শিক্ষক এবং পার্ট-টাইম শিক্ষকদের ওপর। এদিকে ১২ বছর ধরে ওই স্কুলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াচ্ছেন একজন পার্শ্বশিক্ষক।

বর্তমানে ওই স্কুলে দেড় হাজার পড়ুয়া রয়েছে। প্রধান শিক্ষক সহ মোট শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা একুশ। যাঁদের মধ্যে পাঁচজন আবার ২০১৬ সালের ব্যাচের। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত সমস্যায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষক অমল রায়ের কথায়, 'ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা দীর্ঘদিন ধরে কম। অনেকে অবসর নিয়েছেন। অনেকে আবার জেনারেল ট্রান্সফার নিয়ে অন্য স্কুলে যোগ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সমস্যা আরও বেড়েছে।' তিনি জানান, পরিস্থিতি সামলাতে দুজনকে অঙ্ক, একজনকে পিওর সায়েন্স এবং একজনকে অঙ্কের পার্ট-টাইম শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও পার্শ্বশিক্ষক-পার্শ্বশিক্ষিকা রয়েছেন ছয়জন।

স্কুল সূত্রে খবর, পার্ট-টাইম শিক্ষকদের সাম্মানিক হিসেবে প্রতি মাসে সামান্য অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়। তাই ওঁদের ওপর বাড়তি ক্লাস চাপানোও মুশকিল। এজন্য পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অঙ্ক করান শারীরশিক্ষার শিক্ষক ধনীরাম ওরাওঁ এবং নরেশ শৈব। এদিকে ২০১৩ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক কানাইলাল রায় অবসর নেওয়ার পর থেকে পদটি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ১২ বছর ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াচ্ছেন পার্শ্বশিক্ষক। ভূগোল এবং জীবনবিজ্ঞান বিষয়ে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। পিওর সায়েন্সের একজন শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তিনি ২০১৬ সালের ব্যাচের। অঙ্কের শিক্ষকের দুটি পদ বছরের পর বছর ফাঁকা। পরিচালন সমিতির সভাপতি নবজ্যোতি নার্জিনারি অবশ্য বলছেন, 'সমস্যা নিরসনে পরামর্শ করতে শীঘ্রই বৈঠক করা হবে।'

পদ ফাঁকা

- পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অঙ্ক করান শারীরশিক্ষার শিক্ষক
- অঙ্কের শিক্ষকের দুটি পদ বছরের পর বছর ফাঁকা
- পরিস্থিতি সামলাতে দুজনকে অঙ্ক, একজনকে পিওর সায়েন্স, একজনকে অঙ্কের পার্ট-টাইম শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে
- এছাড়াও পার্শ্বশিক্ষক-পার্শ্বশিক্ষিকা রয়েছেন ছয়জন

উন্মুক্ত জলাধারে উদ্বেগ

বন্যপ্রাণীর জীবন রক্ষায় সমীক্ষার আশ্বাস

সমীর দাস

কালচিনি, ২৮ এপ্রিল : শুধু কালচিনি ব্লকেই নয়, ডুয়ার্সের প্রায় প্রতিটি চা বাগানে সেচের জন্য রয়েছে জলাধার। কোনও চা বাগানে কাঁচা জলাধার রয়েছে। আবার কোনও চা বাগানে পাকা জলাধার রয়েছে। এক-একটি চা বাগানে ২-৪টি জলাধার থাকে। মূলত গরমে চা গাছে জল ছেটানো হয় স্প্রিংকলারের মাধ্যমে। চা গাছ রোগমুক্ত রাখতে ওই জলে মেশানো হয় কীটনাশক। তবে বেশিরভাগ চা বাগানে জলাধারগুলো উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। অনেক চা বাগান জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায়। বন্যপ্রাণী অবাধে চা বাগানে ঢুকে পড়ে। বন্যপ্রাণীরা সেই জলাধারের জল পান করলে বা জলাধারে পড়ে গেলে প্রাণহানি ঘটতে পারে। চা বাগানের খোলা জলাধার নিয়ে চিন্তিত বন দপ্তর।

সোমবার এবিষয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণন পিজে-র প্রতিক্রিয়া, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর রবিবার চিতাবাঘ জলাধারে পড়ে যাওয়ার আগে এমন ঘটনা দেখিনি। তবে বন্যপ্রাণীর জীবন বাঁচাতে কোন চা বাগানে কতগুলো উন্মুক্ত জলাধার রয়েছে তার সমীক্ষা করা হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট চা বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

কালচিনি ব্লকের চা বাগানে এইভাবেই জলাধারগুলো উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে।

চা বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান চিন্ময় ধর জানান, চা বাগানের উন্মুক্ত জলাধারগুলো ঢাকার ব্যবস্থা করা হবে কি না সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট চা বাগান কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

রবিবার বিকেলে কালচিনি ব্লকের রায়মাটাং চা বাগানের ৭ নম্বর সেকশনে খোলা জলাধারেই পড়ে একটি চিতাবাঘ। যদিও বনকর্মীরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে জাল ফেলে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করেন। প্রাথমিক চিকিৎসা শুরুর আগে চিতাবাঘটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বনকর্মীরা চিতাবাঘটির খোঁজ চালাচ্ছেন।

রবিবার চিতাবাঘটি চা বাগানের জলাধারে পড়ার ঘটনাটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা হলেও এর আগে একাধিক চা বাগানে হাতির শাবক জলাধারে পড়ার ঘটনা ঘটেছিল। ২০১৯ সালে ভার্নোবাড়ি চা বাগানের ১২ নম্বর সেকশনে একটি হাতির শাবক পাকা জলাধারে পড়ে গিয়েছিল। বনকর্মীরা শাবকটিকে জলাধার থেকে সুস্থ অবস্থায় তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ২০১৮ সালে মেচপাড়া চা বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনে জল পান করতে এসে একটি হাতির শাবক জলাধারে পড়ে গিয়েছিল। সেটিকেও বনকর্মীরা উদ্ধার করেছিলেন। ক্রমাগত চা বাগানের জলাধারে বন্যপ্রাণী পড়ে যাওয়ার ঘটনায় বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। জঙ্গল থেকে বন্যপ্রাণীদের চা বাগানে প্রবেশ একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়।

রায়মাটাং চা বাগানের মালিক ঋত্বিক ভট্টাচার্য বলছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে চা বাগানে জল ছেটানোর কাজ চলছে। এটা বেআইনি কাজ নয়। জলাধারের চারদিকে বেড়া দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঢাকনা দেওয়া সম্ভব নয়। এতে সেচের কাজ বাধাগ্রস্ত হবে। সেচ না দিলে চা গাছ নষ্ট হবে।'

বাগান সূত্রে খবর, শীত ও গ্রীষ্মকালে পাম্প দিয়ে জল তুলে জলাধারে জমা করা হয়। সেই জমা জল পরে চা গাছে ছেটানো হয়। বর্ষায় অবশ্য বেশিরভাগ জলাধার বৃষ্টির জলে ভরে যায়।

তথ্য কী বলছে

- রবিবার রায়মাটাং চা বাগানে উন্মুক্ত জলাধারে পড়ে গিয়েছিল একটি চিতাবাঘ
- এর আগে একাধিক চা বাগানে হাতির শাবক জলাধারে পড়ে গিয়েছিল
- ২০১৯ সালে ভার্নোবাড়ি চা বাগানে হাতির শাবক পাকা জলাধারে পড়ে গিয়েছিল
- ২০১৮ সালে মেচপাড়া চা বাগানে একটি হাতির শাবক জলাধারে পড়ে গিয়েছিল

টুকরো খবর

পুলিশের সাহায্য

জটেশ্বর, ২৮ এপ্রিল : চড়কগাছে ঘুরতে গিয়ে পড়ে চোট পেয়েছিলেন প্রমোদনগরের পরিতোষ বর্মন। বর্তমানে তিনি শয্যাশায়ী। সেই খবর পাওয়ার পরে জটেশ্বর ফাঁড়ির ওসি ওই পরিবারটির পাশে দাঁড়ালেন। সোমবার দুপুরে পরিতোষের বাড়িতে হাজির হয়ে চাল, ডাল, তেল সহ দৈনন্দিন চাহিদার বেশকিছু জিনিস ওই পরিবারের তুলে দেন তিনি। পুলিশের এমন উদ্যোগে খুশি ওই পরিবার।

অগ্নিকাণ্ড

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : সোমবার সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ আলিপুরদুয়ারের ২ নম্বর আসাম গেট সংলগ্ন একটি ট্রান্সফর্মারে হঠাৎ আগুন লাগে। মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীরা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আলিপুরদুয়ার দমকল বিভাগের অফিসার ইনচার্জ ভাস্কর রায় জানান, প্রাথমিক তদন্তে শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

কর্মশালা

মেখলিগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল : মেখলিগঞ্জে রাজবংশী অভিধান নিয়ে তিনদিনের কর্মশালা শুরু হল। রাজবংশী ভাষা আকাদেমি ও মেখলিগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। সোমবার এই কর্মশালায় রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস, সম্পাদক দীপক কেরকেট্টা ও কোঅর্ডিনেটর বাবলু রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস বলেন, 'রাজবংশী ভাষা অভিধান 'ক' থেকে 'ঝ' পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্বের কাজ চলছে। 'ঝ'-এর পরের বর্ণগুলি দিয়ে অভিধান তৈরির কাজ শুরু করেছি। রাজবংশী ভাষায় অভিধা-নের কাজ সম্পন্ন করার জন্য এই মহৎ কর্মযজ্ঞে শামিল হয়েছি।'

উন্নয়নে ব্লকে ব্লকে পর্যালোচনা বৈঠক

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিসে প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠক। সোমবার

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নের গতি খতিয়ে দেখতে এবার ব্লকে ব্লকে গিয়ে বৈঠক করবেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ বিডিও অফিস থেকেই জেলা প্রশাসনের নতুন এই উদ্যোগের সূচনা হল। এতদিন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কোন সরকারি কাজ চলছে বা কোন কাজ কতদূর হয়েছে সেইসব তথ্য জানতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময় রিভিউ মিটিং করা হত। জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় প্রতি মাসে বা দু'মাস পরপর এই ধরনের বৈঠক হত। তবে এদিন আলিপুরদুয়ার-১ এবং কালচিনি ব্লকের আধিকারিক, জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা প্রশাসনিক কর্তারা বৈঠক করেন। জেলা প্রশাসনের নতুন এই উদ্যোগের বিষয়ে এদিন জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'এতদিন এই ধরনের বৈঠকগুলি জেলা সদরে হত। তবে এবার ব্লকে ব্লকে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সবসময় সম্ভব না হলেও মাঝেমধ্যেই এই বৈঠক করা হবে। এতে ব্লকের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে সব আমাদের নজরে আসবে।'

এদিনের বৈঠকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজের গতি, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ, ১৫তম ফিন্যান্স কমিশন সহ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্ষার আগেই আলিপুরদুয়ার-১ ও কালচিনি ব্লকের বেশকিছু কাজ শেষ করতেও বলা হয়েছে। বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ শেষ করার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ, সেচের কাজ, বাঁধের কাজ শেষ করতে বলা হয়। দুই ব্লকের কোন এলাকায় কী কাজ হচ্ছে তা জেলা প্রশাসনের কর্তারা এদিন খতিয়ে দেখেন। আলিপুরদুয়ার-১'এর বিডিও জয়ন্ত রায় এদিনের বৈঠক নিয়ে বলেন, 'ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে মাঝেমধ্যেই জেলা পর্যায়ে বৈঠক করা হয়। ব্লক স্তরেও আমরা এই বৈঠক করি। তবে জেলার প্রশাসনিক প্রধানদের উপস্থিতিতে এইরকম বৈঠক ব্লক স্তরে আগে হয়নি। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদেরও এদিনের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। তাঁরাও পুরো বিষয়টি শুনেছেন।'

অন্যদিকে, জেলার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও খুশি। তবে জেলা প্রসাশনের চাপে অনেকেরই আবার কপালে ভাঁজ পড়েছে। মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফুলচান ওরাওঁ বলেন, 'এইরকম বৈঠক মাঝেমধ্যে হলে ভালোই হয়। কাজের বিষয়ে আমরা অনেককিছু জানতে পেরেছি। তবে ডিএম ম্যাডাম সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য চাপও দিয়েছেন।' এদিনের বৈঠকে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ছাড়াও অতিরিক্ত জেলা শাসক সুবর্ণ রায় ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব উপস্থিত ছিলেন। তার সঙ্গে দুই ব্লকের বিডিও সহ অন্য আধিকারিকরাও ছিলেন।

নতুন উদ্যোগ

- বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কাজ খতিয়ে দেখতে ব্লক স্তরে জেলা প্রশাসন বৈঠক করবে
- আগে ডুয়ার্সকন্যায় এই ধরনের রিভিউ মিটিং হত
- সোমবার আলিপুরদুয়ার-১ এর বিডিও অফিসে প্রথম ওই মিটিং হয়
- আলিপুরদুয়ার-১ ও কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন কাজ নিয়ে আলোচনা হয়েছে
- বর্ষার আগে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম ধাপের কাজ শেষ করতে বলেছেন ডিএম

উঠোন বৈঠক শুরু তৃণমূলের

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ফালাকাটা পুর বোর্ড গঠন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু লোকসভা ভোটে আবার ফালাকাটা পুর এলাকায় তৃণমূল বিজেপির থেকে পিছিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে ফের কর্মসূচি শুরু করলে ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল। এর জন্য তারা আপাতত ওয়ার্ডে বেশ কয়েকটি ভাগ করে উঠোন বৈঠক শুরু করল। সোমবার ১, ২ এবং আরও দুটি ওয়ার্ডে উঠোন বৈঠক করে তারা। ছাব্বিশের ভোটের আগে বুথ স্তরের কর্মীদের এখন থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

ফালাকাটা টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'মানুষ কী কারণে লোকসভা ভোটে মুখ ফিরিয়েছিল, তার সঠিক সন্ধান করতেই উঠোন বৈঠক করা হচ্ছে। কোনও ক্ষোভ থাকলে তা উঠোন বৈঠকেই সমাধান করা হচ্ছে।'

গত লোকসভা ভোটে ফালাকাটা পুর এলাকায় প্রায় সাড়ে ৮ হাজার ভোটে বিজেপি থেকে পিছিয়ে ছিল তৃণমূল। লোকসভা ভোটে উজ্জীবিত হয়েই বিজেপি লাগাতার কর্মসূচি নিয়ে চলেছে। এমনকি জন সম্পর্ক অভিযান করে তারা পুর এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ বাড়িয়ে চলছে। বিজেপিকে পালটা চ্যালেঞ্জ দিতেই এবার উঠোন বৈঠক শুরু করল তৃণমূল। এককেদিন এককে ওয়ার্ড ধরে ধরে বৈঠক করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সোমবারও বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে বৈঠক করেন তৃণমূল নেতারা। বৈঠকে পুরসভার উন্নয়নের কথাও যেমন বলছেন নেতারা তেমনি কর্মীদের থেকে ওয়ার্ডের উন্নয়নের পরিকল্পনা নিচ্ছেন।

ফালাকাটায় তৃণমূলের উঠোন বৈঠক।

তৃণমূল নেতারা জানিয়েছেন, প্রতিটি উঠোন বৈঠকের পর পুরসভার এককেটি বুথে অন্তত ২০ জনের একটি টিম বানানো হচ্ছে। এই টিম ভোটারদের দুয়ারে যাবে। রাজ্য সরকারের ৫৪টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তারা তুলে ধরবে। এছাড়াও বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক ফালাকাটায় কোনও কাজ করেননি অভিযোগ তুলেও তাঁরা প্রচার শুরু করছেন। এই টিমে এলাকার শিক্ষক, গৃহবধূ, ছাত্র থেকে কাউন্সিলার এবং দলের সভাপতিদেরও রাখা হচ্ছে। ছাব্বিশের ভোটের আগে ওয়ার্ডের প্রতি বাড়িতে অন্তত ১০ বার করে যাওয়ার টার্গেট বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

তৃণমূলের এমন কর্মসূচিকে অবশ্য কটাক্ষ করছে বিজেপি। দলের ফালাকাটা টাউন মণ্ডল সভাপতি চন্দ্রশেখর সিনহা বলেন, 'ওরা যতই কর্মসূচি করুক, বিধানসভা ভোটে আমরাই জয়ী হব। ফালাকাটার মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন।'

পুজোর প্রস্তুতি

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : আগামী ৩০ এপ্রিল বুধবার ফালাকাটার পাঁচমাইল, জটেশ্বর ও খগেনহাটে জগন্নাথ দেবের পুজো হবে। এই পুজোর আয়োজন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লক সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, 'তিন জায়গায় বড় করে জগন্নাথ দেবের পুজো হবে। পুজোর প্রসাদ বহু মানুষকে খাওয়ানো হবে।'

জাল ভুটানি নোট কাণ্ডে অসম-যোগ

জয়গাঁ, ২৮ এপ্রিল : জাল ভুটানি নোট কাণ্ডের সঙ্গে যোগ রয়েছে অসমের। অসমের কাছে যে ভুটান সীমান্ত রয়েছে, সেই এলাকা থেকেই এই জাল ভুটানি নোট ছড়িয়ে পড়ছে। এমনটাই দাবি পুলিশের। জাল ভুটানি নোট সহ এক ব্যক্তিকে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করে জয়গাঁ থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকার ভুটানি জাল নোট মিলেছিল। আরও এক লক্ষ টাকা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে মেলে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ধৃতের নাম কল্যাণ রায়। সে কুমারগ্রাম এলাকার বাসিন্দা। জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশকে জানিয়েছে, অসমের এক বন্ধু তাকে জাল ভুটানি নোটগুলি দিয়েছিল। সে ওই বন্ধুর থেকে জানতে পারে জয়গাঁতে ভুটানি নোট নেওয়া হয়। কিন্তু সে জানত না এগুলি নকল নোট। এদিন ধৃতকে আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'জয়গাঁয় জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমাদের নজর রয়েছে সব জায়গায়।'

প্রসঙ্গত, রবিবার জয়গাঁ শহরের ভগৎ সিং নগর এলাকায় এক ব্যক্তির মোবাইলের দোকানে যায় কল্যাণ। একটি মোবাইল পছন্দ হওয়ায় সেটি দিতে বলে। পেমেন্টের সময় ২৫ হাজার টাকার ভুটানি নোট দেয় কল্যাণ। প্রতিটি নোট ৫০০ টাকার ছিল। দোকানদার বুঝে যান সেগুলি নকল। এরপর খবর দেওয়া হয় জয়গাঁ থানায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করে কল্যাণকে।

> জয়গাঁয় জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। আমাদের নজর রয়েছে সব জায়গায়।
>
> **- পালজার ভুটিয়া**
> *আইসি*

রাজাভাতখাওয়ার 'নেকলেস' চৈতন্যঝোরা

আমাদের ছোট নদী

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : অলংকারের কাজই অঙ্গের শোভা বাড়ানো। কণ্ঠহার বা নেকলেস গলার সৌন্দর্য বাড়ায়। গলায় পরার এই বিশেষ অলংকারটির মতোই চৈতন্যঝোরা। রাজাভাতখাওয়াকে জড়িয়ে বাড়িয়ে তুলেছে এলাকাটির সৌন্দর্য, আভিজাত্য। দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও ঝোরাটি নিয়ে রাজাভাতখাওয়া তো বটেই, আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দাদেরও অনেক স্মৃতি রয়েছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের জঙ্গল লাগোয়া এলাকার একপাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ডিমা নদী। বর্ষাকালে তার ভয়ংকর রূপ চিন্তা বাড়ায়। অন্যদিকে, চৈতন্যঝোরা ছোট নদী হলেও রাজাভাতখাওয়ার সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। বক্সা টাইগার রিজার্ভে ঘুরতে এলে অনেক পর্যটকই এই ঝোরা দর্শনে যান।

কবি, সাহিত্যিক থেকে ইতিহাসবিদ, সবার কাছেই এই ঝোরার গুরুত্ব অপরিসীম। আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ সাহিত্যিক উত্তম চৌধুরী স্মৃতিরোমন্থন করে বললেন, 'চৈতন্যঝোরার সৌন্দর্য বহুবার বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেছি। শুধু আমিই নই, অনেকেই এটা করেছেন। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ডুয়ার্স ঘুরতে এসে এই ঝোরা দেখে আপ্লুত হন।' এই ঝোরাটি নিয়ে তাঁর লেখা কবিতা বেশ জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে।

আলিপুরদুয়ারের আরেক বাসিন্দা তমাল গোস্বামী ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন। তাঁর মতে, রাজাভাতখাওয়া জায়গার নাম যে চুক্তি এবং রাজাদের ভোজ গ্রহণের নামে হয়েছে, সেই চুক্তি হয়েছিল চৈতন্যঝোরার পাশের একটা এলাকায়। রাজাভাতখাওয়ার বাসিন্দারা ছাড়াও আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের অনেক বাসিন্দার বিভিন্ন স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এই ঝোরাকে ঘিরে। সেটা ঝোরার আয়নার মতো জলের জন্য হোক বা পরিবেশের জন্য।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ২৩ মাইল এলাকার একটি উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে এই ঝোরার উৎপত্তি। জঙ্গলের মাঝে আরেকটি ছোট উষ্ণপ্রস্রবণ এই ঝোরার সঙ্গে মিশেছে। রাজাভাতখাওয়ার বিভিন্ন এলাকা হয়ে ঝোরাটি গিয়ে মিশেছে নোনাই নদীতে। ঝোরার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিমি। এছাড়া, ঝোরা থেকে বের হয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট জলধারা।

রাজাভাতখাওয়ায় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কয়েক দশকের মধ্যে এই ঝোরার জন্য খুব বেশি ক্ষতি হয়নি। বর্ষায় কয়েক জায়গায় ভাঙন দেখা গিয়েছে তবে সেটা খুবই কম। রাজাভাতখাওয়ার নয়াবস্তির বাসিন্দা লাল সিং ভুজেলের কথায়, 'ছোটবেলায় এই ঝোরার নাম কী, জানতামই না। তবে সেটা নিয়ে অনেক স্মৃতি রয়েছে। রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের পাশে এই ঝোরাটি থাকায় আমরা বলতাম স্টেশন ঝোরা।'

যেভাবে এত বছর ধরে চৈতন্যঝোরা রাজাভাতখাওয়াকে আগলে রেখে সেটার সৌন্দর্য ধরে রেখেছে, আগামীতেও সেটার ব্যতিক্রম হবে না।

রাজাভাতখাওয়ার কাছে চৈতন্যঝোরা।

নদীর আখ্যান

- হারের মতো চৈতন্যঝোরা জড়িয়ে রেখেছে রাজাভাতখাওয়া এলাকাকে
- নদীর স্বচ্ছ জল এবং পরিবেশ পর্যটকদের আকর্ষণ করে
- আলিপুরদুয়ারের অনেক কবি, সাহিত্যিকের লেখায় মিলবে এই ঝোরার নাম
- রাজাভাতখাওয়া স্টেশনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়ায় আরেক নাম স্টেশন ঝোরা

জয় তৃণমূলের

জয়নগরে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়। কোনও দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হয়নি এই নির্বাচনে। ২৯টি আসনে ১৭ জন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন।

ঝড়-বৃষ্টি

আগামী সাতদিন তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা নেই বলে পূর্বাভাস আবহাওয়া দপ্তরের। দক্ষিণের জেলাগুলিতেও ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। কিছু জেলায় শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা।

কমল পড়ুয়া

চলতি শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের বিএড কলেজগুলিতে অনেকটাই কমল পড়ুয়ার সংখ্যা। ৬০০টির বেশি কলেজে প্রায় ৭০০০ আসন ফাঁকা রইল।

হেনস্তা

হাওড়ার আমতায় শিক্ষিকাকে হেনস্তার ঘটনায় এক শিক্ষক সহ শিক্ষিকাদের মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনায় তিন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

হাসেন অন্তর্যামী...

জয় শ্রীরামের জবাব ‘জয় জগন্নাথ’

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : জগন্নাথধামের দিকে আঙুল তুলে স্বামী বললেন, ‘দেখো দেখো, মোদির যেমন অযোধ্যা মন্দির, সেরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দিঘার জগন্নাথধাম।’ আর শোনা গেল না। কারণ, পুলিশ ততক্ষণে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে রাস্তার অন্যদিকের ফুটপাথে।

পথচলতি মানুষের এই কথাটা পাড়তেই মুচকি হাসলেন রাধারমণ দাস। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জগন্নাথধামের উদ্বোধন করার পরেই এর পরিচালনভার যাচ্ছে ইসকনের ওপরেই। রাধারমণ মুচকি হেসে বললেন, ‘এই মন্দিরে ঢুকলেই আপনি বুঝবেন আর দশটা মন্দিরের সঙ্গে এর ফারাক। একটা আলাদা অনুভূতি হবে। আমি বুঝতে পারছি মুখ্যমন্ত্রী প্রভুর আশীর্বাদধন্য। নইলে এরকম মন্দির তৈরি হতে পারত না।’

একই কথা বলছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৬-এর নির্বাচনে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগানকে ভোঁতা করতেই মমতা ‘জয় জগন্নাথ’ স্লোগান ভাসিয়ে দিলেন দিঘার সমুদ্রতট থেকে। তার ঢেউয়ে জয় শ্রীরামের টেকা দায় হবে। কেন ‘জয় জগন্নাথ’ স্লোগান বেশি গ্রহণযোগ্য, তাও ব্যাখ্যা করেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাঁরা বলছেন, আম বাঙালির কাছে রামের চেয়ে জগন্নাথ দেব অনেক কাছের। কমবেশি সব বাঙালিই অন্তত একবার পুরীর জগন্নাথধামে গিয়েছেন। ছোট থেকে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সঙ্গে কান অভ্যস্ত। তাই চেনা ধ্বনি মনের গভীরে ঢুকতে বেশি সময় নেবে না। এটা বুঝেই মমতা দলের সব পর্যায়ে জয় বাংলার পাশাপাশি এই ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্বোধনের লাইভ কভারেজ যাতে বড় পর্দায় সব জায়গায় দেখানো হয়, ভালো করে সে ব্যাপারেও জেলায় জেলায় সব স্তরের কর্মীদের কাছে নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে।

কৌশল

- রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাঙালির কাছে রামের চেয়ে জগন্নাথ অনেক কাছের
- ছোট থেকে জয় জগন্নাথ ধ্বনির সঙ্গে কান অভ্যস্ত
- তাই চেনা ধ্বনি মনের গভীরে ঢুকতে বেশি সময় নেবে না
- সেজন্যই মমতা জয় বাংলার সঙ্গে ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি ছড়িয়ে দিতে চাইছেন

২০ একর জমিতে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মন্দির তৈরির পরিকল্পনা ছিল দীর্ঘদিন ধরেই। ২১৩ ফুট উঁচু এই মন্দির তৈরির ঘোষণা হয়েছিল ২০১৯ সালেই। কিন্তু মাঝে একটা বিধানসভা নির্বাচন এসে যাওয়ায় কাজ শুরু করা যায়নি। শেষমেশ ২০২২ সালে হিডকোর অধীনে নির্মাণকাজ শুরু হয়। এই মুহূর্তে মমতার কাছে এটিই টপ প্রায়োরিটি। তাই বহু মন্ত্রী-সান্ত্রী নিয়ে তিনি সোমবার দুপুর থেকেই এখানে এসে ঘাঁটি গেড়েছেন। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী ও শীর্ষ পদাধিকারীরা এখন দিঘায়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী দুপুরে দিঘায় পৌঁছেই কটকটে রোদে একবার মন্দির পরিদর্শনে আসেন। মাঝে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়েই তিনি আবার বিকালে চলে আসেন মন্দির চত্বরে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘাঁটিতে মমতার এই মন্দির রাজনীতি নিঃসন্দেহে তাঁকে অনেকটাই অস্বস্তিতে ফেলেছে। তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন, এই মন্দিরে তিনি আদৌ আসবেন না। তবে মন্দির উদ্বোধনের প্রাক মুহূর্তে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন প্রণামীর অধিকার নিয়ে। তাঁর জিজ্ঞাসা, ‘মন্দিরে জগন্নাথ দেবের চরণে যে প্রণামী দেবেন তা কে পাবে, এটা কি মন্দিরের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, নাকি এটা হিডকোর আয়ের একটা উৎস হিসাবে গণ্য হবে?’ বিজেপির অস্বস্তি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে নেতাদের মন্তব্য থেকে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কি আদৌ মন্দির? কাগজে-কলমে তো বলা আছে এটি জগন্নাথধাম সংস্কৃতিকেন্দ্র। এভাবে ভক্তদের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা হচ্ছে কেন?

তৃণমূল নেতারা বলছেন, দিদিকে ‘জয় শ্রীরাম’ বলে একটা সময় রীতিমতো উত্ত্যক্ত করা হয়েছে। এবার ওরা জয় জগন্নাথ সামলাক। দেখ, কেমন লাগে!

ভগবানের সঙ্গে কোনও ঝগড়া নেই : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : আমন্ত্রণ পেলেও দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনে যে যাবেন না, আগেই তা জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে তাঁর দলের সতীর্থ, প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ সোমবার জানিয়ে দিলেন, আমন্ত্রণ তাঁকেও করা হয়েছে। সময়-সুযোগ করতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই বুধবার দিঘার মন্দির উদ্বোধনে যাবেন। ওই দিন হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় দলের একটা অনুষ্ঠান আছে। এটা পূর্বঘোষিত। তাঁর থাকার কথা। ওই অনুষ্ঠানে দলের উদ্যোক্তার সঙ্গে কথা বলে সময় বের করতে পারলে অবশ্যই বুধবার তিনি দিঘায় পৌঁছোবেন। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ‘শুভেন্দুবাবু যাবেন না, এটা ওঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ভগবানের সঙ্গে আমার কোনও ঝগড়া নেই। মন্দির উদ্বোধনে যেতে বাধা কোথায়? যেতেই পারি।’

সোমবার ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-এর কাছে মন্দির উদ্বোধন নিয়ে এই মন্তব্য করলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতেও ছাড়েননি তিনি। টেনে এনেছেন প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরি বাতিলের কথা, ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি বাতিলের গুরুত্বপূর্ণ মামলা, আর দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আন্দোলনকারী হাজার হাজার টেট পাশ করা অসংখ্য চাকরিপ্রার্থীর কথা। তিনি বলেন, ‘মন্দির, পুজোপাঠ এসব তো থাকবেই, তবে তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর এসব নিয়ে ভাবা উচিত। ওটা তো মানুষের রুটিরুজির প্রশ্ন। মন্দিরের আগে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত যোগ্য শিক্ষিতদের রুটিরুজির বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সব দেখে তো মনে হচ্ছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এসব নিয়ে উদাসীন।’

দিলীপ বলেন, ‘দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির উদ্বোধন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাজার হাজার বছরের কথা বলেছেন। তাহলে বলতে হয়, আসল দায়িত্বে মন না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মন্দির উদ্বোধন করে নিজে অমর হতে চাইছেন? নাহলে রাজ্যের শিক্ষিত সমাজের চাহিদার কথা ভুলে গিয়ে মন্দির উদ্বোধনে কেন মেতে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী?’ উদ্দেশ্য তাঁর মোটেই ভালো নয় বলেই ধারণা তাঁর।

দিলীপ বলেন, ‘এরপর তো মুখ্যমন্ত্রীকে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থে মসজিদ তৈরির উদ্যোগও নিতে হবে। ইতিমধ্যেই এই দাবি তাঁরা তুলতেও শুরু করেছেন। কী করবেন মুখ্যমন্ত্রী? এমনিতেই হাজার হাজার চাকরি বাতিল, খাদ্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বিভিন্ন দুর্নীতির ইস্যুতে প্রায় দিশাহারা অবস্থা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল তৃণমূলের। বিপাকে পড়ে অস্বস্তির মধ্যে রাজ্য সরকার সব অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যা পরোক্ষে আদালত অবমাননার শামিল।’

সোমবার হাজরা থেকে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি অবধি অভিযান ছিল শিক্ষাকর্মীদের। সেখানেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন চাকরিহারারা।

প্রাথমিকের চাকরি বাতিল মামলার শুনানি ৭ মে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতিতে একক বেঞ্চে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনা হয়নি বলে জানালেন তাঁরা। তাই সোমবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানিতে আবেদনকারীদের বক্তব্য, একক বেঞ্চে পর্ষদ কী বক্তব্য রেখেছে তা জানতে চান তাঁরা। এই মামলার সমস্ত নথি তাঁদের কাছে নেই। তাই এদিন প্রাথমিকে মামলার সকল পক্ষকে ৭ মে সমস্ত কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘একাধিক আইনজীবীর বক্তব্য একসঙ্গে শোনার সময় নেই আদালতের। যে আইনজীবীদের বক্তব্য একই তাঁদের কোনও একজনের নেতৃত্বে সকলের বক্তব্য একসঙ্গে পেশ করতে হবে।’ ওই দিন প্রথম বক্তব্য জানাবে পর্ষদ।

এদিন আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী জানান, ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৭ সালে নিয়োগ হয়। এর বিরুদ্ধে ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ২০২৩ সালে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চের নির্দেশে ৪২৫০০ শিক্ষকের মধ্যে ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়। তবে তাঁরা স্কুলে যেতে পারবেন। পার্শ্বশিক্ষকদের মতো তাঁদের বেতন দেওয়া হবে বলা হয়। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল রাজ্যকে। ওই মামলায় তাঁরা যুক্ত ছিলেন না। তাঁরা এখনও কর্মরত রয়েছেন। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, ‘আবেদনকারী কারা?’ আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি জানান, দুই ধরনের আবেদনকারী রয়েছেন। আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘শীর্ষ আদালত সকল পক্ষের বক্তব্য শুনতে বলে। আপনি দিন নির্ধারণ করুন।’ আবেদনকারীদের তরফে জানানো হয়, পেপারবুকে কী ছিল, তা আমরা জানতে চাই। একক বেঞ্চে পর্ষদ কী বক্তব্য রেখেছিল, সেই সম্পর্কে আমরা অবগত হতে চাই। রাজ্যের উদ্দেশে ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, ‘আপনারা কেন পেপারবুক শেয়ার করছেন না?’ তারপরই ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, ৭ মে মামলার শুনানি শুরু হবে। প্রথম সওয়াল করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মামলার সমস্ত পক্ষকে কাগজপত্র বা পেপারবুক আদালতে জমা দিতে হবে।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২৫৭৫২ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পর প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা নিয়ে ইতিমধ্যে উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে। পরবর্তী শুনানির দিন পর্ষদের তরফে কী বক্তব্য রাখা হয় তা নিয়ে এখন চর্চা।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : রবিবার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আগেই ঘোষিত হওয়া দিঘা যাওয়ার দুটি ‘বিশেষ’ লোকাল ট্রেন বাতিল করেছিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত রেলের এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছে সোমবার। তাদের অভিযোগ, ‘গুরুত্বপূর্ণ উৎসব বা অনুষ্ঠানের আগে ট্রেন বাতিল করাটা বিজেপির হাতের অস্ত্র হয়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকে ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও দিঘাগামী দুটি ট্রেন রাজনৈতিক চাপেই দক্ষিণ-পূর্ব রেল বাতিল করেছে। যে দল হিন্দুত্বের জামা পরে ঘোরে তারাই শুধুমাত্র সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য ভক্তদেরকে জগন্নাথ মন্দিরে যেতে বাধা দিচ্ছে।’

বিজেপির আগের একাধিক ‘রেল চক্রান্ত’-এর কথা তুলে ধরেছে তৃণমূল। ২০২৩ সালে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার টাকার দাবিতে জব কার্ড হোল্ডারদের নিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা যখন বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে দিল্লি গিয়েছিলেন, তখনও কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ট্রেনের আবেদন করা হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। আগেই সিকিউরিটি ডিপোজিট জমা করা হয়ে গেলেও দিল্লি যাওয়ার আগের দিন বিকালে ই-মেল করে রেল কর্তৃপক্ষ ট্রেন বাতিলের কথা জানান। সেই সময়ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের তরফে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের সময়েও ডাবল ইঞ্জিন সরকার বিশেষ ট্রেন এবং প্লেনের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু দিঘায় মন্দির উদ্বোধনের আগে এমনভাবে ট্রেন বাতিল করাকে কেন্দ্রের প্রতিহিংসার রাজনীতি বলেই মনে করছে তৃণমূল।

উদ্বোধনের আগে সোমবারই দিঘায় পৌঁছে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন সবকিছু।

মন্দির নিয়ে রাজনীতির অঙ্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সৌজন্যে বাঙালির অক্ষয় তৃতীয়া এবার মন্দিরময়। ৩০ এপ্রিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন দিঘায় জগন্নাথধামে বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি মন্দিরের সংস্কার ও নতুন করে সেখানে পূজার্চনা শুরু হবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, লক্ষ্য একটাই, বিধানসভা ভোটের প্রাক বর্ষে মন্দির রাজনীতি নিয়ে প্রচারের ‘অমৃত’ ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ ছাড়তে নারাজ তৃণমূল-বিজেপি।

দিঘার জগন্নাথধামের উদ্বোধনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার শুরু হচ্ছে যজ্ঞানুষ্ঠান। বুধবার বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা যখন শুরু হবে, প্রায় একই সময়ে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে ঘোষপাড়া দুর্গামন্দির অথবা দাসপাড়া কালীমন্দিরের কোনওটিতে বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

জেলা বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের লালপুর কালী মন্দির, দ্বিঘড়ি পালপাড়া মনসা মন্দির, বেতবোনা শিব মন্দির, ধূলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির দাসপাড়া কালী মন্দির, রতনপুরে মা শীতলা মন্দির, ঘোষপাড়ার দুর্গা মন্দির, ছেদিপাড়া দুর্গা মন্দির ও লালপুর শিব মন্দিরগুলি রয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত মন্দিরের তালিকায়। সব ঠিকঠাক থাকলে বুধবার জগন্নাথধামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠার শুভক্ষণেই মুর্শিদাবাদের ধূলিয়ানে সুকান্তর হাতে মূর্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে একইদিনে দিঘা ও মুর্শিদাবাদের শাসক-বিরোধী এই মন্দির রাজনীতির তর্জায় নতুন করে সরগরম হতে চলেছে রাজ্য রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রীর বিগ্রহের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাকে কটাক্ষ করে সুকান্ত বলেছেন, ‘রাজ্যে হিন্দুদের যে মন্দির রয়েছে, তাকে রক্ষা করতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী। অথচ নতুন মন্দির করে হিন্দুত্বের জাহির করতে চান তিনি।’

এদিকে, শুভেন্দু অধিকারীর ওইদিনে কাঁথিতে বিশেষ কর্মসূচি এখনও আদালতের গেরোয় আটকে। মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার মন্দিরের উদ্বোধনের ঘোষণার দিনেই তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে শুভেন্দুও কাঁথিতে জগন্নাথ মন্দিরের শিলান্যাসের কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী ৩০ তারিখ কাঁথিতে সেই মন্দিরের শিলান্যাস হওয়ার কথা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দিঘার কর্মসূচির জেরে ওইদিনে একই জেলায় শুভেন্দুর কর্মসূচিতে বাদ সেধেছিল পুলিশ প্রশাসন। তার বিরুদ্ধে আদালতে গেলেও সোমবার পর্যন্ত সেই মামলায় রায় পাননি শুভেন্দু। এই পরিস্থিতিতে ৩০ এপ্রিল শুভেন্দুর কাঁথির জগন্নাথ মন্দিরের শিলান্যাস কর্মসূচি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন আভা সার্জি সেন্টারের ডাঃ বিকে মিত্র এবং ডাঃ কঙ্কণ দাস মিত্র, অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী, পদ্মভূষণপ্রাপ্ত উষা উত্থুপ এবং পুরস্কারপ্রাপকরা।

‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় আইভিএফ কেন্দ্র ‘আভা সার্জি সেন্টার’-এর ৩০ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল ‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পদ্মভূষণ উষা উত্থুপ, জনপ্রিয় অভিনেত্রী গার্গী রায়চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চার নারীকে ‘অন্য নারীর গল্প’ সম্মান দেওয়া হয়েছে। সেই চারজন হলেন প্রতিমা পোদ্দার, টুম্পা দাস, তানিয়া সান্যাল এবং দেবযানী মুখোপাধ্যায়। সবাইকে ট্রফি, সার্টিফিকেট এবং ৫০ হাজার টাকা করে নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আভা সার্জি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ বাণীকুমার মিত্র জানিয়েছেন, সম্মানপ্রাপকরা প্রত্যেকেই নানা বাধা পেরিয়ে জীবনে সফলতা পেয়েছেন, যা গল্পের মতো এবং অন্যদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। তাই তাঁদের সম্মানিত করে ধন্য হল আভা সার্জি সেন্টার।

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ ৭ মে

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : ৭ মে উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ। সোমবার বিকালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ জানিয়েছে, ৭ মে বুধবার বেলা ১২.৩০-এ বিদ্যাসাগর ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তারা ফলপ্রকাশ করবে। দুপুর ২টো থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবে নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ থেকে। তখনই রেজাল্ট ডাউনলোডও করা যাবে। ৮ মে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের হাতে মার্কশিট ও শংসাপত্র তুলে দেবেন। গত ১৮ মার্চ শেষ হয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষা শেষের প্রায় দেড় মাসের মাথায় ফলপ্রকাশ করা হচ্ছে।

‘যোগ্য’ চিন্ময়

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশন যে ‘যোগ্য’দের তালিকা আগেই প্রতিটি স্কুলে পাঠিয়েছিল, সেখানে বঞ্চিত হয়েছিলেন ‘যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ ২০১৬’-এর আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডল। সেই নিয়ে বিরোধী শিক্ষক মঞ্চগুলির সমালোচনাও কম হয়নি। তবে প্রায় ছয়দিন পর এসএসসির সংশোধিত ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের নামের তালিকায় যুক্ত হল চিন্ময়ের নাম।

স্বপ্ন আন্তর্জাতিক পর্যটনকেন্দ্র হওয়ার

এত আয়োজন... পর্যটক কই?

পুলকেশ ঘোষ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : পর্যটকশূন্য দিঘায় সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন, দিঘার নতুন জগন্নাথধাম এই পর্যটনকেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবে। উদ্বোধনের দু’দিন আগেই তিনি এখানে পৌঁছে গিয়েছেন। একবার নয়, সন্ধে নামার আগে দু’বার তিনি মন্দির প্রাঙ্গণ ঘুরে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘কৃষ্টি, স্থাপত্য, সংস্কৃতি ও অধ্যাত্মবাদের মেলবন্ধন হবে এই দিঘায়। দিঘায় এমনিতেই মানুষ সমুদ্রের টানে আসে। তার সঙ্গে এই তীর্থস্থান পরিচিতি একে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবে। কিন্তু যে পর্যটকদের জন্য এত আয়োজন হচ্ছে, তাঁরা কোথায়? দিঘা এখন পর্যটকশূন্য। মমতা এখানে পৌঁছোনোর আগেই পর্যটকরা দিঘা ছেড়েছেন। কলকাতা থেকে আসা মন্ত্রী, আমলা, সরকারি অতিথি আর সাংবাদিক ছাড়া কোনও বাইরের লোক এখানে নেই।

কলকাতা থেকে আসার সময়েই নজরে এসেছে রাস্তায় যানবাহন খুবই কম। গোটা রাস্তায় গার্ড রেল দিয়ে গতি কমিয়ে রাখার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। দিঘার রাস্তা আরও শুনসান। চতুর্দিকে গার্ড রেল দিয়ে ঘেরা। পুলিশে পুলিশে রাস্তা থেকে সমুদ্রতীর সর্বত্র ছয়লাপ। দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ। স্থানীয়রা বললেন, পুলিশ এসে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত ব্যবসা বন্ধ। শুকনো মুখে দোকানদাররা আশপাশে ঘুরে বেড়ালেও মুখ খুলতে নারাজ। শুধু জানালেন, আপাতত দোকান বন্ধ। কাছাকাছি গ্রামগুলিতে যাঁদের বাড়ি তাঁরাও এই তিনদিন দিঘায় থাকবেন না। চলে গিয়েছেন।

তাঁরা মুখ না খুললেও দুঃখের কথা জানিয়েছেন দিঘা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্রদাস চক্রবর্তী। বললেন, ‘কাদের জন্য জগন্নাথ মন্দির? পর্যটকরা যদি নাই থাকেন তাহলে আর কাদের জন্য মন্দির? একেই ব্যবসা নেই। তার ওপর হোটেলে টানা তিনদিন পর্যটক নেই। এতে কীভাবে পর্যটনের উন্নতি হবে কে জানে?’

আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয়দের হিসাব অনুযায়ী, মন্দিরের জন্য সরাসরি লাভবান হতে পারেন ৭৬ জন। দিঘা শংকরপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি মন্দির চত্বরে ডালা নিয়ে বসার জন্য ৭৬ জনকে অনুমতি দেবে। এর মধ্যে ১৬ টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকি হল ওই জমিতে থাকা হকারদের ৬০ জনকে পুনর্বাসনের বিষয়টি। এর বাইরে সামগ্রিকভাবে মানুষজন এলে সামগ্রিকভাবেই সব ব্যবসাই ভালো চলবে।

জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনের তোড়জোড়।

শুনসান দিঘা কিন্তু সেজে উঠেছে অপরূপ সাজে। চন্দননগরের আলোয় ঝলমল করছে এই তটনগরী। দিঘা জুড়ে মাইকে গান চলছে মমতার লেখা ও তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের গাওয়া ‘নয়নপথগামী জগন্নাথস্বামী’। পর্যটকের ভিড় সরতেই পাথরের সারি পেরিয়ে ঢেউয়ের মধ্যে খেলা করতে নেমে পড়েছে কুকুরের দল। ফাঁকা তটে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে মন্দির পরিদর্শনরত মুখ্যমন্ত্রীর লাইভ সম্প্রচার।

দ্বিতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে সপার্ষদ এলেন বিকেলে। বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায় ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু সর্বক্ষণ মন্দির সংক্রান্ত কাজের খুঁটিনাটি বিষয় দেখভাল করছেন। ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাসের মুখে স্পষ্ট ক্লান্তির ছাপ। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকছেন তিনি।

দিঘাজুড়ে হাজারখানেক টোটো চলে। কিন্তু এদিন বিকেল থেকে আর একটি টোটোও চলছে না। তাদেরও বারণ করা হয়েছে। এই দিঘা একেবারেই অচেনা। আমার আপনার চিরকেলে চেনা সমুদ্র শহর দিঘা নয়।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৫ বৈশাখ ১৪৩২

বাঙালির ধর্মসংকট

বাঙালি পরিচয় ছাপিয়ে চারদিকে বড় হয়ে উঠছে ধর্মীয় বন্ধন। শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিমবঙ্গেও। পৃথিবীর যেখানেই বাঙালি থাকুক, এই ভেদ চেতনা আচ্ছন্ন করছে অধিকাংশকে। সেই ভেদে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বাঙালি পরিচয় গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালি পরিচয়টাই যেন গৌণ হয়ে যাচ্ছে। আজকের বাঙালি ভুলে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকে। যিনি ১৯০৫-এ রাখিবন্ধনকে হিন্দু-মুসলমান বাঙালির মিলনোৎসব করে তুলেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবোধে মুসলিম অংশীদারিত্বের সূচনা হয়েছিল। সেই শিক্ষায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সার সত্যটি বলেছিলেন- 'বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি।' সেই সত্য থেকে ক্রমেই দূরে সরছে বাঙালি। সাংস্কৃতিক মননে বাউল, এমনকি ফকিরদের মধ্যে চণ্ডীদাসের ভাবনা বইছে বলে বাংলাদেশে লালন উৎসবে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছে সুফি সমাজ। নজরুল ইসলামকে মুসলিম না মনে করার ভাবনা ছড়ানো হচ্ছে।

বাঙালি শুধু কাঁটাতারের বেড়ায় দ্বিখণ্ডিত নয়, ধর্মীয় জাতীয়তাবাদে বিভাজিত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ প্রতিবেশীকে অচেনা মনে হয়েছে মুর্শিদাবাদে, মালদার মোথাবাড়িতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাইরের ইন্ধন, প্ররোচনা প্রমাণ হলেও সৌভ্রাতৃত্বের, সহাবস্থানের পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জেনে হোক, না জেনে হোক, বাঙালি বিভাজনের সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেলছে। যে কারণে সিপিএম সমর্থক পরিবারও হিন্দুত্বের রাজনৈতিক ভাবনায় আশ্রয় নিচ্ছে। মুর্শিদাবাদে যা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

আবার বাংলাদেশে হিন্দু সন্ন্যাসীকে হেনস্তা কিংবা মন্দির ধ্বংসের পিছনে প্রতিবেশীর বাঙালি পরিচয়টিকে লঘু করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র নির্লজ্জভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে জন্ম নিয়েছে হিন্দু ও মুসলিম জাতীয়তাবোধ। যা পরস্পরের 'অপর', বৈরী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। এতে বাঙালি যে বাস্তবে হীনবল হয়ে পড়ছে, বাঙালি ঐক্যে আঘাত লাগছে- সেই চেতনা যেন ফিকে হয়ে আসছে। ভাষা এক হলেও নিছক ধর্মীয় ফারাক আচ্ছন্ন করছে বাঙালি মননকে।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই পরিস্থিতি হঠাৎ তৈরি হয়নি। নতুন করে দুই ভিন্ন জাতীয়তাবোধ বাঙালিকে গ্রাসও করেনি। অনেক আগে থেকে ভাবনাগুলি ছিল। কখনও সুপ্তভাবে, কখনও ছিল সোচ্চার প্রকাশ। যে কারণে ভারতের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণে পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের একাংশের অনীহা অনুভূত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব তা বুঝতে পেরেছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে তাই স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সার্বিক ভারতীয় ও বাংলায় সার্বিক বাঙালি পরিচয়ের সূত্রে গাঁথতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল এমন কথাও বলেছিলেন যে, 'বাঙালি যদি বাংলাকে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারও আর জীবনের ওপর কোনও দাবি থাকিবে না।' এরপরেই বিপিনচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা আজকের বিভাজনের পটভূমিকায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। তিনি সতর্ক করেছিলেন, 'এই কথাটাই আজ বাঙালিকে সকলের আগে বাঙালিকে ভালো করে বুঝতে হবে।'

দুর্ভাগ্য বাঙালির! কথাটা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি দ্রুত ভুলতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতার ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরার কথা বলে মুজিবুর রহমানই আটকাতে পারেননি। বাংলাদেশের জন্মের আগে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু তকমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে ব্রাত্য করতে চেয়েছে, পয়লা বৈশাখ নববর্ষের উদযাপন আটকাতে চেয়েছে। তবে সনজীদা খাতুনদের মতো কিছু ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় বাঙালি সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ কিছুটা গড়ে ওঠে।

বাঙালি মননে সেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধ দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলতে পারেনি। যে কারণে ইসলামিক মৌলবাদীদের আক্রমণ থেকে দাউদ হায়দরকে নির্বাসনে পাঠানো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না মুজিবুর রহমানেরও। একই কারণে নির্বাসিত করা হয়েছিল তসলিমা নাসরিনকে। ধর্মের এই ভাগাভাগি বাঙালি জাতিসত্তায় আত্মপরিচয়ের সংকটকে ক্রমশ ঘনীভূত করে তুলছে। ইসলামেও এই দ্বন্দ্ব বহমান। বাঙালি জাতীয়তাবাদের শাহবাদ সমাবেশের পালটা ইসলামিক জাতীয়তাবোধের শাপলা জমায়েতে তা স্পষ্ট।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

চম্পাই সোরেন ও তাঁর নয়া আন্দোলন

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজনীতির উত্তাপ উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সেও আছড়ে পড়তে পারে।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

হ্যাঁ! এবার আদিবাসী নববর্ষে ঝাড়খণ্ডের কোলহান অঞ্চলে একটি নতুন উলগুলানের সূচনা হল! আদিবাসীদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে, নিজস্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান হচ্ছেন, এবং পাশাপাশি 'তপশিলি জনজাতি'র জন্য সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে একাধারে ধর্মান্তিরণ ও অন্যদিকে ধর্মান্তিরিতদের এসটি বা তপশিলি জনজাতিত্বের স্ট্যাটাস বাতিলের জোরালো দাবি তুলেছেন, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্ট আদিবাসী জননেতা, চম্পাই সোরেন। সম্প্রতি এই স্পর্শকাতর ইস্যু নিয়ে প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজনীতি জমে উঠেছে। ভেতরে ভেতরে সেই উত্তাপ পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে এমনকি উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি-ডুয়ার্সেও যে আছড়ে পড়তে পারে, এই আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না। কারণ একটি ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশে থাকলেও উত্তরবঙ্গের 'ঝাড়খণ্ডি আদিবাসীরা' (ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, খাড়িয়া প্রভৃতি ছোটনাগপুর উপত্যকা থেকে আসা মানুষজন) তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভালোমন্দের ব্যাপারে তাঁদের মাতৃভূমি, ঝাড়খণ্ড-বিহারের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে বা বলা ভালো, উত্তরবঙ্গে আজও করমপুজোর দিন ঠিক হয় ঝাড়খণ্ড নির্ধারিত আদিবাসী পঞ্জিকা অনুযায়ী। আজও আদিবাসী উৎসব-পরবে, সরহুল-সহরাইয়ের চাঁদ প্রথমে ওঠে লোহারদাগা, সিংভূম, রাঁচি বা ঝাড়খণ্ডর আকাশে। তারপর সেই চাঁদের আলো পড়ে পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন, জঙ্গলমহল বা উত্তরবঙ্গের ঝাড়খণ্ডি আদিবাসী আকাশে। ফলে কি উত্তর কি দক্ষিণ, বাংলার আদিবাসীদের হৃদয়ে ঝাড়খণ্ড, চেতনায় ঝাড়খণ্ড! যদিও বাংলার পাহাড় ও সমতলের তিব্বতি-মঙ্গোলীয় জনজাতিদের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয় কারণ তাদের জনজাতীয় আবেগ ভিন্ন দিশায় চলে।

সম্প্রতি, এবারের চৈত্র মাসের আদিবাসী নববর্ষ, সরহুল বা বাহা পরবের সন্ধিক্ষণে ধর্মান্তিরিত আদিবাসীদের (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তিরিতদের) 'তপশিলি জনজাতিত্ব' বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, খোদ ঝাড়খণ্ডের চার দশকের পোড়খাওয়া আদিবাসী জননেতা ও সে রাজ্যের বহুবারের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, চম্পাই সোরেন। মজাটা হচ্ছে অন্তত ১৯৯০ থেকে গতবছরের জুলাই অবধি চম্পাই ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চায় ছিলেন। এর মধ্যেই ছ'মাসের জন্য ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। তারপর হেমন্ত সোরেনের মুখ্যমন্ত্রী পদে পুনর্বহালের পর তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে এসেই তিনি আদিবাসীদের এই ধর্মান্তরণবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন। গত মার্চ-এপ্রিল জুড়ে এই ভাইরাল ঘটনায় মোটামুটি তোলপাড় ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশার রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়ায় খবরটি গুরুত্ব না পেলেও সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রতিবেশী বাংলার আদিবাসী মহলেও এ নিয়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, এখন বিজেপি হোন আর যাই হোন, দীর্ঘদিনের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতা ও ঝাড়খণ্ডি রাজনীতিতে 'কোলহান টাইগার' হিসেবে পরিচিত চম্পাই এই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। (ব্রিটিশরা তৎকালীন বিহারের ছোটনাগপুর এলাকার সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, ভূমিজদের কোলহান ট্রাইব বলত। ঝাড়খণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেল্লা-খারসোয়ান, এই তিনটি জেলা নিয়ে ঝাড়খণ্ডের পঞ্চম প্রশাসনিক বিভাগটি এখনও কোলহান বিভাগ নামে পরিচিত।) চম্পাই অকপটে বলছেন, 'দীর্ঘ আন্দোলনের পর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হয়েছে, আজ ২৫ বছর। কিন্তু এখন সেই আদিবাসী আন্দোলনের গর্ভ থেকে সৃষ্ট ঝাড়খণ্ড সরকার আদিবাসীদের স্বার্থ দেখছে না। কাতারে কাতারে আদিবাসীরা খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তিরিত হয়ে আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত জীবনচর্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। কিন্তু তারা সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগসুবিধা নিচ্ছে। আদিবাসী ঐতিহ্য রক্ষণাবেক্ষণের লোক নেই! এটা একটা সাংঘাতিক সংকট! এটা চলতে পারে না!' চম্পাইয়ের দাবি, 'ঝাড়খণ্ডে ব্যাপকভাবে বাংলাদেশিরা আসছেন। তাঁরা আদিবাসী মেয়েদের বিয়ে করছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন, জনপ্রতিনিধিও বনে যাচ্ছেন। সাঁওতাল পরগনায় যেমন ধর্মান্তিরণ হচ্ছে, সাহেবগঞ্জ, পাকুড়ে তেমনি ইন্টারকাস্ট বিয়ে হচ্ছে ব্যাপক। এছাড়া, শিল্পের নামে ব্যাপকভাবে জঙ্গলের লিজ দেওয়া হচ্ছে শিল্পপতিদের!' চম্পাইয়ের মতে, 'জঙ্গল থাকলে আদিবাসী থাকবে, আদিবাসী থাকলে জঙ্গল থাকবে।' চম্পাই গ্রামে গ্রামে গিয়ে নতুন প্রজন্মকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন, আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারি। তারা গাছ-পাথর, পাহাড় ও জলের পূজারি। খ্রিস্টান হয়ে গির্জায় চলে গেলে আদিবাসীদের সারনাস্থল, দেশাওলি কারা দেখবে? তিনি মনে করিয়ে দিচ্ছেন, 'জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি আদিবাসীদের জীবনে মাঝি, পরগনা, পাহান, মানকি-মুন্ডা, পাড়হা-রাজার মতো বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গির্জাকেন্দ্রিক জীবনের সঙ্গে এইসব আদিবাসী লোকজীবনের কোনও সম্পর্ক নেই।' তাঁর দাবি, গোটা ঝাড়খণ্ড রাজ্যজুড়ে, এমনকি ওডিশা, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আদিবাসী এলাকায় তারা মানুষকে এসব বিষয় নিয়ে বোঝাচ্ছেন, সংগঠিত করছেন এবং ব্যাপক সাড়াও পাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত আদিবাসীদের 'ধর্মান্তর ও ইশাই মিশনারি'-দের বিরুদ্ধে আদিবাসীদেরই একটি প্রাচীনপন্থী গোষ্ঠী এই জেহাদ আগেও তুলেছিল। ১৯৬৭ সালে লোকসভায় ধর্মান্তিরিতদের তপশিলি স্ট্যাটাস বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন, জাতীয় স্তরের বরেণ্য আদিবাসী নেতা, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিহারের আদিবাসী সাংসদ কার্তিক ওরাওঁ। ইন্দিরা গান্ধির সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি যুগ্ম সংসদীয় কমিটি গঠন করে। ৩২২ জন লোকসভা ও ২৬ জন রাজ্যসভার সাংসদ এই দাবিকে সমর্থন করলেও আদিবাসী রাজনীতির আবর্তে এই দাবি নাকচ হয়ে যায়। এবার দেখার নতুন করে চম্পাইয়ের এই আন্দোলনের ফলে জল কতটুকু গড়ায়!

চম্পাইয়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র, ঝাড়খণ্ডের কোলহান ডিভিশনের জনসংখ্যা ২০১১-র হিসেবে প্রায় ৫০ লক্ষ। এর মধ্যে ৫২ শতাংশ বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও অন্যান্য অ-আদিবাসী ভাষাভাষী। সাঁওতালি, হো, মুন্ডারি মিলিয়ে আদিবাসী ভাষাভাষীর অনুপাত বড়জোর ৩৮ শতাংশ। বাকি ১০ শতাংশ ওডিয়া ভাষাভাষী। আদিবাসী ভাষাভাষী মানুষের অনুপাত স্বাভাবিকভাবেই আরও কমবে কারণ ২০১১-র জনগণনার পর ১৪ বছরে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ওই এলাকাতেও বড় রকমের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। এহেন পরিস্থিতিতে বিষয়টিকে দেখলে চম্পাইয়ের কাজটিকে কঠিনই মনে হয়!

সম্প্রতি, এবারের চৈত্র মাসের আদিবাসী নববর্ষ, সরহুল বা বাহা পরবের সন্ধিক্ষণে ধর্মান্তিরিত আদিবাসীদের (বিশেষ করে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তিরিতদের) 'তপশিলি জনজাতিত্ব' বাতিল করার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন, খোদ ঝাড়খণ্ডের চার দশকের পোড়খাওয়া আদিবাসী জননেতা ও সে রাজ্যের বহুবারের মন্ত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, চম্পাই সোরেন।

এবার প্রসঙ্গক্রমে ঝাড়খণ্ডের প্রতিবেশী রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গের জনজাতি সমাজের ধর্মীয় শ্রেণিবিভাজনটা কেমন? সেটা একটু দেখা যাক! এই প্রশ্নের উত্তর বা বাংলার জনজাতি সমাজের সাম্প্রতিক ধর্মীয় অবস্থান নানা কারণে আমাদের জেনে রাখা দরকার। কিন্তু সেটা জানলে একটু বিস্মিত হতে হয় বৈকি! সেন্সাসের হিসেব বলছে, পশ্চিমবঙ্গেও জনজাতিদের মধ্যে ১৯৭১-২০১১, এই ৪০ বছরে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অনুপাত (রাজ্যের জনজাতি জনসংখ্যায়) কমেছে, ২০ শতাংশ। পক্ষান্তরে, খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধদের অনুপাত বেড়েছে যথাক্রমে প্রায় ৪ ও ২.৬৭ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে জনজাতিদের মধ্যে এই সময়ে খ্রিস্টানদের অনুপাত যেমন বেড়েছে প্রায় ৮ শতাংশ, তেমনি বুদ্ধিস্টদের অনুপাতও ৭ শতাংশ বেড়েছে! সেন্সাস বলছে ১৯৭১-২০১১, এই ৪ দশকে উত্তরবঙ্গে হিন্দু জনজাতির অনুপাত কমেছে ১৩ শতাংশ!

আর মনে রাখতে হবে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী 'তপশিলি জাতি'(এসসি)-দের ক্ষেত্রে ধর্ম একটি শর্ত হলেও, 'তপশিলি জনজাতি'(এসটি)-দের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনও বিবেচ্য বিষয় নয়। আদিবাসীদের ধর্মান্তিরণ বিষয়টি সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে প্রশ্নাতীত না হলেও সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রশ্নটি কিন্তু ভীষণভাবে রাজনৈতিক বা বলা ভালো রাষ্ট্রনৈতিক। ফলে সমস্যাটি একটু জটিলই!

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯১৯

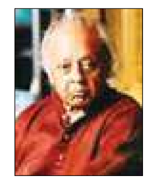

তবলিয়া ওস্তাদ আল্লারাখার জন্ম আজকের দিনে।

২০২০

অভিনেতা ইরফান খান প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

বিলাওয়াল ভুট্টোর রক্তগঙ্গা নিয়ে বালকসুলভ কথা ভুলে যান। ও নিজেই জানে না, ওর দাদুর কী হয়েছিল! ওর মায়ের কী হয়েছিল! ওর মাকে উগ্রপন্থীরা মেরে ফেলেছিল। অন্তত ওর এসব কথা বলা উচিত নয়। আমেরিকা সাহায্য না করলে, ওদের দেশটাই তো চলবে না।

- আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

ভাইরাল/১

ব্যাংককে যাওয়ার জন্য গুজরাটি অভিনেতা হীতেশ ঠক্কর ও তাঁর বন্ধুরা সুরাট বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছিলেন। বিমানবন্দরের লাউঞ্জের মেঝেয় গোল হয়ে বসে পড়েন তাঁরা। খবরের কাগজে রাখা খাবার খেতে থাকেন। নেটদুনিয়ায় তর্কের ঝড়।

ভাইরাল/২

টেবিলে রাখা ভুট্টা, তরমুজ আর কলা। মাঝে জ্বলছে মোমবাতি। সামনে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি ও একটি ছোট্ট হাতি। হাতির জন্মদিন। হাতিটি শুঁড় মোমবাতির কাছে নিয়ে গিয়ে ফুঁ দেয়। বাতি নিভতেই খাবার খেতে শুরু করে সে।

জনমন জনমত

সংকটে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা

হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টে যোগ্য-অযোগ্য তালিকা না দিয়ে টাকার বিনিময়ে চাকরি পাওয়াদের বাঁচাতে চেয়েছিল সরকার। পরে বিশেষ আদেশনামায় শিক্ষকদের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হলেও শিক্ষাকর্মীদের সেই ছাড় দেওয়া হয়নি। যোগ্য শিক্ষাকর্মীরা চাইছিলেন যোগ্যদের তালিকা অবিলম্বে প্রকাশ করা হোক। তা না করে মুড়িমুড়কির একদর করে গ্রুপ-সি'র জন্য মাসে ২৫ হাজার এবং গ্রুপ-ডি'র জন্য মাসে ২০ হাজার টাকা করে ভাতা ঘোষণা করা হল। অর্থাৎ আবার অযোগ্যদের স্বার্থরক্ষার এক মরিয়া চেষ্টা।

অর্থাৎ অযোগ্যরাও আমার-আপনার করের টাকায় বসে বসে মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা করে পাবেন। কিন্তু যোগ্যদের 'কাগজ নেহি দিখায়েঙ্গে'।

অন্যদিকে, রাজ্যের হাজার হাজার পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা গত ১৫ বছরে উদয়স্ত পরিশ্রম করেও মাসে ১০ থেকে ১৩ হাজার টাকার বেশি হাতে পান না। তখন তথাকথিত 'মানবিক' মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মুখটাই প্রস্ফুটিত হয়।

এই পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষকরা প্রশিক্ষিত (বিএড), সকলেই পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বা গ্র্যাজুয়েট। দীর্ঘদিন স্কুলে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। অর্থাৎ উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন। অন্য অনেক রাজ্যে বেতন কাঠামো অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অমানবিক মনোভাবের জন্যই এই অবস্থা। রাজ্যের উদ্ভূত শিক্ষা-সংকট সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন পার্শ্বশিক্ষক, কনট্রাকচুয়াল শিক্ষক ও ভোকেশনাল শিক্ষকরা।

সরকারের উচিত এঁদের সীমাহীন বঞ্চনার নিরসন ঘটিয়ে রাজ্যের শিক্ষা-সংকট সমাধানে অগ্রসর হওয়া।

অমৃতেন্দু চ্যাটার্জি, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

পাঠ্যসূচিতে অর্থনৈতিক ভূগোল ফেরানো হোক

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনস্থ বাণিজ্য বিভাগের একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির বিষয়গুলির মধ্যে আগে অর্থনৈতিক ভূগোল নামক বিষয় ছিল। অর্থনৈতিক ভূগোলের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা ভারত, বিশ্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয় যেমন পরিবহণ, খনিজ, শিল্প, মৎস্য চাষ, কৃষি প্রভৃতি আরও অনেক বিষয় জানতে পারত, যা ভবিষ্যতে তাদের চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কাজে লাগত। কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়টি রাখা হয় না।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ যদি আগের মতো অর্থনৈতিক ভূগোল আবার ফিরিয়ে আনে তাহলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা অর্থনৈতিক ভূগোল নিতে চায় তাদের সুবিধা হবে। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করলে ভালো হয়।

আশিস ঘোষ
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পুরুলিয়া টু আলিপুরদুয়ার : মানুষ ও প্রকৃতি

দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের প্রান্তে চলে এলে কত রকম বদল দেখা যায় চারদিকে, তা ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য থাকে না মানুষের।

আশুতোষ বিশ্বাস

কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে অধ্যক্ষ হিসেবে উত্তরবঙ্গের কলেজে যুক্ত হওয়ার সুপারিশপত্র হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন-ময়ূরী পেখম তুলে নাচতে শুরু করে দিল। আমি যে এবার চরম রুক্ষ পুরুলিয়া জেলা থেকে সবুজের দেশে যাব! মেঘ যেখানে গাভীর মতো চরে। হিমালয় থেকে আসে বরফ শীতল-স্পর্শ, কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণালি আলোকচক্র থেকে ভগবান বুদ্ধ আশীর্বাদ-মুদ্রায় আমাদের দেখছেন। বৃষ্টির ছাট এসে অবিন্যস্ত চুল দেয় ভিজিয়ে।

সত্যিই যখন আলিপুরদুয়ার রওনা দিলাম, তখন যে আর পা এগোতে চায় না। কুড়ি বছরের কর্মস্থল, অন্ন উপার্জনের প্রথম শহর মানবাজারের জন্য মনটা হুহু করে উঠেছিল। পুরুলিয়া রুখা হোক, শুখা হোক সে আমার। নুড়ি, কাঁকড় লালমাটিতে প্রাণের স্পন্দন। অসমতল দিগন্তজোড়া খাঁখাঁ প্রান্তর। চৈত্রের দহন-দুপুর আগুন ঝরাতে ঝরাতে সর্পিল পিচপথ মিশে গিয়েছে দূরে সোনাঝুরি শালবনের গাছের আড়ালে। আপনি ভ্রমণবিলাসী হেঁটে চলেছেন, একটু পরেই দেখবেন আপনার কেশদাম সোনাঝুরি ফুলের হলুদ পরাগে ভরে গিয়েছে। আপনার চোখ যাবে পলাশ বিছানো পথের কিনারে, যেখানে অজস্র রক্তিমপলাশ ফুল কেউ ছড়িয়ে রেখেছে! ডান-বাম যেদিকেই চোখ পাতবেন পলাশের হাতছানি পাবেন- যদি জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মুসাফির হন।

দহন-ক্লান্ত রাখাল গোরুরপাল প্রান্তরে ছেড়ে দিয়ে পলাশ গাছের তলায় গামছাখণ্ডকে বালিশ করে নির্বিকার ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের অসুখী মনের হারমোনিয়ামে বেজে ওঠা গানের ধুন থমকে দাঁড়ায়- আদিবাসী পরিবারের মাটির দাওয়ায় এসে। টিলা, পাহাড়, বনবাদাড়, শালপিয়ালের গাছের তলায় একদণ্ড জিরিয়ে নেওয়ার স্বর্গসুখ। রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে সংগত নেওয়া পুরুলিয়ার আদিবাসী মানুষগুলি আমার প্রাণের মানুষ। অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাটুকু মিটে গেলেই তাদের আনন্দ। যে আনন্দে কুমারী, কংসাবতী, দামোদর, সুবর্ণরেখা ছুটে যায় পাহাড় পেছনে ফেলে। খেলা-মেলা-নাচ-গান, ছৌনাচ, ভাদু, টুসু, করম, মোরগের লড়াই, কাড়া লড়াই নিয়ে ঋতু রঙ্গশালায় তারা নটরাজ। সন্ধে গড়ানো হ্যাজাক-জ্বলা মোরগ লড়াইয়ের মাঠে একজন মোরগ বিজয়ী মনিবের কী যে আনন্দ তা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। পশুপালন, কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আদিবাসী সাঁওতাল, মুন্ডা ও ওরাওঁ, কুর্মি জনজাতির নারী-পুরুষ হাটে-মাঠে খাটে, প্রাণ খুলে হাসে।

এলাম উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার শামুকতলা কলেজে। সবুজ ঘাসের নরম গালিচায় মোড়া কলেজ-প্রাঙ্গণ, পাশে আমলকী বন। বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা বলে এখানকার তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, ব্রহ্মপুত্র, কালজানি নদীকণ্ঠের গান থামে না। রাভা, বোরো, তামাং, ভুটানি, অসুর, টোটো, রাজবংশী জনজাতির মানুষ স্বীয়-সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। কৃষি, বনসম্পদ এবং চা বাগান শিল্পের সঙ্গে জড়িয়ে এদের জীবিকা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প, জলদাপাড়া অভয়ারণ্য, জয়ন্তী, চিলাপাতা পর্যটনকেন্দ্রগুলি স্থানীয়দের আয়ের পথ। সদ্য-আগন্তুক আমার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেল যে আমি এই জনপদেরই একজন। মাসকয়েক আগে স্ত্রীর এ-নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের দরকার হয়েছিল। আমি সন্ধেবেলায় কলেজ থেকে ফিরে ফোন করেছিলাম কলেজের সহকর্মীকে। রাত এগারোটার সময় একজন রক্তদাতাকে সঙ্গে করে সে হাজির! সেই রক্তে সে যাত্রায় স্ত্রী প্রাণে বেঁচে গেল। পরে সে যখন বলেছিল, স্যর, সেদিনের সেই রক্তদাতা ছেলেটি তার বন্ধুর ভাই, ওরা জাতিতে মুসলমান! আমি নির্বাকদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চেয়ার থেকে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম মনে নেই।

(লেখক শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ। আলিপুরদুয়ার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৭

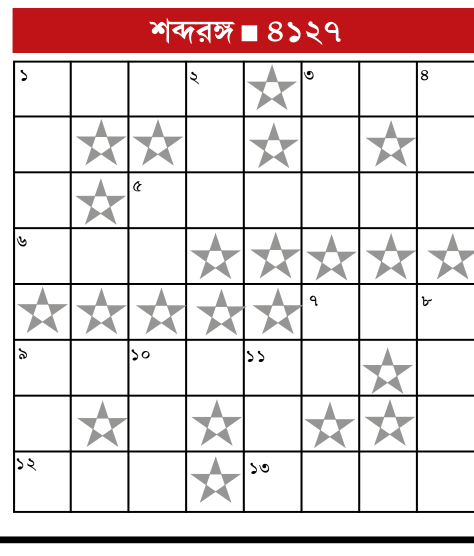

পাশাপাশি : ১। তালপাতার পাখা বা হাতে নিয়ে বাতাস করার মতো ছোট পাখা ৩। এই লম্বা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয় ৫। নিজের কৃতকর্মের জন্য দুঃখভোগ ৬। লোহার শেকল, কারাগারও হতে পারে ৭। সংখ্যায় কমপক্ষে একশো ৯। সময়ের পারম্পর্য অনুসারে ১২। নোনতা ভাব অথবা সৌন্দর্য ১৩। অধস্তন সরকারি কর্মচারী।

উপর-নীচ : ১। অত্যন্ত দুষ্টু বা ভীষণ বদমাশ ২। অহেতুক বা বিনা কারণে ৩। যাতে রস আছে ৪। সাপের সঙ্গে যে প্রাণীর শত্রুতা আছে ৫। গলার আওয়াজ ৭। শালিবাহন ছিলেন এই জাতের রাজা ৮। টাকাপয়সা ৯। দিন মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিক ১০। আলোর ঝলকানি বা দ্যুতি ১১। যে মিশতে দ্বিধাবোধ করে না।

সমাধান ■ ৪১২৬

পাশাপাশি : ১। আপনি ৪। জহিন ৫। ভাত ৭। লঙ্গর ৮। বহির্বাস ৯। তৃপ্তি মিত্র ১১। মক্কেল ১৩। দণ্ডি ১৪। রবেকা ১৫। ইলিশ।

উপর-নীচ : ১। আগল ২। নজর ৩। জনরব ৬। তমস ৯। তৃণাদ ১০। এসরেণু ১১। মকাই ১২। লঙ্কেশ।

বিন্দুবিসর্গ

প্রজ্ঞা দাস পশ্চিম জিৎপুর এলাকার বাসিন্দা। স্টেপিং স্টোন মডেল স্কুলের এলকেজিতে পড়ে প্রজ্ঞা। পড়াশোনার পাশাপাশি সে নৃত্য ভালোবাসে। নৃত্যে পুরস্কার রয়েছে তার।

রবিবার মধ্যরাতে আলিপুরদুয়ারে শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। প্রায় দু'ঘণ্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত। সাত ঘণ্টার মতো বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকে। রবিবার রাতের এই ঝড় কার্যত আলিপুরদুয়ারবাসীদের নাকাল করে ছেড়েছে।

ঝড়ের দাপট

(১) জলমগ্ন হলদিবাড়ি রোডের আন্ডারপাস। (২) আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে তোরণ হেলে পড়েছে। (৩) পার্ক রোডে গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। (৪) ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

যানজট রুখতে ১০টি হটস্পট চিহ্নিত ট্রাফিক পুলিশের

রঙিন স্পিডব্রেকার ফালাকাটায়

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : সারাদিন তো আছে। সঙ্গে সন্ধ্যার পর বাড়ে বেপরোয়া বাইক চালকদের দাপট। ঘিঞ্জি রাস্তার মধ্য দিয়ে জোরে বাইক বেরিয়ে উঠে পড়ছে মেইন রোডে। আবার ছোট রাস্তাগুলিতে বেলাগাম টোটো চলাচল। একদিকে বাইক, আরেকদিকে টোটো। দুইয়ের দাপটে সব মিলিয়ে নাস্তানাবুদ ফালাকাটা শহরের নাগরিকরা। রাস্তাঘাটে পড়ুয়া থেকে আমজনতা কার্যত ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যার পরে বের হতেন। যা নিয়ে শহরে প্রবীণ নাগরিক এবং মহিলাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছিল। নাগরিকদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে এবার পদক্ষেপ করল ফালাকাটা ট্রাফিক পুলিশ। রীতিমতো শহরের অলিগলির হটস্পট চিহ্নিত করে বসানো হল স্পিডব্রেকার। সোমবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে হলুদ-কালো ডোরাকাটা স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে। পুলিশের এই কাজকে স্বাগত জানিয়েছেন শহরের নাগরিকরা।

এবিষয়ে ফালাকাটা ট্রাফিক ওসি সাদিকুর রহমানের বক্তব্য, 'ফালাকাটা শহরের অলিগলিগুলিতে বাইকচালকদের দাপট বাড়ছিল। আবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলাচল করছিল টোটো। আমরা অভিযোগ পেয়েই বাইক, টোটোর গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিই। এদিন শহরের ১০টি জায়গায় রঙিন স্পিডব্রেকার বসানো হল। শহরের সব অলিগলির মুখেই এমন স্পিডব্রেকার বসানো হবে।'

ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে ফালাকাটা শহরে বসছে স্পিডব্রেকার। শুক্রবার।

> বাইক, টোটোর গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এদিন শহরের ১০টি জায়গায় রঙিন স্পিডব্রেকার বসানো হল। শহরের সব অলিগলির মুখেই এমন স্পিডব্রেকার বসানো হবে।
> —**সাদিকুর রহমান**, *ট্রাফিক ওসি, ফালাকাটা*

আশার আলো

- সন্ধ্যার পর ফালাকাটা শহরে বেপরোয়া বাইকচালকদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল
- শহরের ছোট রাস্তাগুলিতে বেলাগামভাবে টোটো চলাচল করছে
- রাস্তাঘাটে পড়ুয়া থেকে আমজনতা কার্যত ভয়ে ভয়ে সন্ধ্যার পরে বের হতেন
- সোমবার শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে হলুদ-কালো স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে

এদিন ফালাকাটা শহরের অলিগলিগুলিতে গিয়ে দেখা গেল কালো রাস্তার উপরে আড়াআড়ি হলুদ-কালো ডোরা। গায়ে লাল ইন্ডিকেটর। দূর থেকে আলো পড়তেই জ্বলে তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, এর নাম স্পিডব্রেকার। চালকদের যেন সাবধান করে বলবে 'ধীরে চলো'। ফালাকাটা শহরের অলিগলির সব রাস্তার মোড়ে বেলাগাম বাইক, টোটো বা অন্য গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে রঙিন স্পিডব্রেকার বসানো হবে। শহরের বিভিন্ন স্কুলের সামনে বা গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের আগে ও পরে সেগুলি বসানোর কাজ সোমবার থেকেই শুরু করে দিয়েছে পুলিশ।

পুলিশের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ফালাকাটার প্রবীণ বাসিন্দা নারায়ণ দাস। তাঁর কথায়, 'শহরের উপর দিয়ে গিয়েছে জাতীয় সড়ক। প্রতিটি পাড়া থেকেই ছোট রাস্তা জাতীয় সড়কে যুক্ত হয়েছে। ছোট রাস্তা থেকে জাতীয় সড়কে উঠতে গিয়ে প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। ট্রাফিক পুলিশ এই ছোট রাস্তাগুলির মুখে স্পিডব্রেকার বসানো শুরু করেছে। এতে দুর্ঘটনা কমবে।'

ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছে, এদিন শহরের বাবুপাড়া, মাদারি রোড, থানা রোড, শীতলাবাড়ি, যাদবপল্লি, নেতাজি রোড, টাউন ক্লাব মোড়, রবীন্দ্রনগর মোড় সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় এই রঙিন স্পিডব্রেকার বসানো হয়। রাস্তা তৈরির সময় যেখানে প্রয়োজন, সেখানে স্পিডব্রেকার বসানো হয়নি। ট্রাফিক পুলিশের কথায়, আসলে রাস্তা করে পূর্ত দপ্তর ও পুরসভা। তারা পুলিশের সঙ্গে কথা না বলে তাদের মতো কাজ করে। তাই এখন নতুন করে ট্রাফিক পুলিশ প্রয়োজনমতো স্পিডব্রেকার বসিয়ে নিচ্ছে। মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বেপরোয়া বাইক, টোটো নিয়ন্ত্রণ।

শহরের এক অভিভাবিকা পল্লবী রায় বলেন, 'শহরের অলিগলিগুলিতে বাইকের দাপট চলে। সেইসঙ্গে বেলাগাম টোটো চলাচল। ফলে বাড়ছিল দুর্ঘটনা। ছেলেমেয়েদের স্কুল বা টিউশনে পাঠিয়ে চিন্তায় থাকতাম। স্পিডব্রেকার বসানোয় বাইক, টোটোর দাপট কমবে বলেই আশা রাখছি।'

জমির চরিত্র বদলের ফি বাড়ল

জুন থেকে কার্যকর

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : কৃষিজমি থেকে বাস্তুজমিতে চরিত্র বদল করতে খরচ বাড়ল দেড় গুণ। সোমবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে এই নয়া সিদ্ধান্ত ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এক ধাক্কায় খরচ অনেকটাই বাড়িয়ে দিল পুরসভা। অন্য জমি থেকে বাস্তুজমিতে রূপান্তরের জন্য এতদিন এক হাজার টাকা ফি নেওয়া হত। তা একলাফে বাড়িয়ে করা হল ১৫০০ টাকা। আর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে চলতি বছরের জুন মাস থেকে।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাস্তুজমি ছাড়াই বাড়ি তৈরি করেন মানুষজন। পরে ব্যাংক লোন বা সরকারি সুযোগসুবিধা নেওয়ার জন্য বাস্তুজমিতে রূপান্তরের আবেদন করেন। তাই সব দিক বিচার করে আমরা ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

পুরসভার এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিরোধীরা। পুরসভার বিরোধী দলনেতা শান্তনু দেবনাথ তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'সকলের আর্থিক সামর্থ্য সমান নয়। আজও বহু গরিব মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে ৫০০ টাকা অনেক বড় অঙ্ক। ফি ১০০০ টাকা থেকে এক ধাক্কায় ১৫০০ টাকা করে দেওয়া কোনওভাবেই মানা যায় না। এটা অন্যায়। গরিব মানুষের কথা ভেবে পুর কতৃপক্ষের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে থেকেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে। কেউ কেউ মনে করছেন, বাড়ি তৈরির আগে জমি 'বাস্তু' না করায় পুরসভাকে বাড়তি প্রশাসনিক চাপ সামলাতে হয়। ফলে কিছুটা অতিরিক্ত ফি যুক্তিযুক্ত। আবার অনেকে বলছেন, হঠাৎ এতটা ফি বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি বোঝা চাপাবে।

এছাড়াও এদিনের পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে হোল্ডিং নম্বর দেওয়া, বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন সহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বর্তমানে আলিপুরদুয়ার পুরসভা এলাকায় বহু জমি এখনও 'বাস্তু' জমিতে রূপান্তরিত করা হয়নি। তাই এই সিদ্ধান্তের ফলে বড় অঙ্কের রাজস্ব আসার সম্ভাবনা দেখছে পুরসভা। একইসঙ্গে তারা আশা করছে, বাস্তুজমিতে রূপান্তরের কাজও দ্রুত সম্পন্ন হবে।

বর্ষার আগাম প্রস্তুতি পুরসভার

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : সবে বৈশাখের শুরু। তবে গতকাল ভোররাতের প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পর থেকেই আলিপুরদুয়ার পুরসভা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আসন্ন বর্ষার প্রস্তুতিতে। প্রতিবছরই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে শহরের বিভিন্ন অংশে জল জমার পাশাপাশি কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তাই এবছর আগেভাগেই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম সতর্কতা নিচ্ছে পুর প্রশাসন।

সোমবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বর্ষার মোকাবিলার জন্য বিস্তর আলোচনা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নৌকা, ফান্ড রিলিফ, ত্রিপল সহ সমস্ত জরুরি সামগ্রী আগে থেকে মজুত রাখা হবে। পাশাপাশি, সংকটময় এলাকাগুলিতে কাউন্সিলারদের মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করের কথায়, 'প্রত্যেক বছর বর্ষায় শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড, ১৫ নম্বর ওয়ার্ড, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বিধানপল্লি, দ্বীপচর, বিদ্যাসাগর কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকায় জল জমে। কালজানি নদীর জল বাড়লেই অবস্থা আরও জটিল হয়। তাই আমরা এবারে সময় থাকতে সবরকম ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পূজা দেবনাথ জানান, প্রচণ্ড বর্ষায় কালজানি নদীর জল বাড়লে এলাকায় প্রতি বছরই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তখন বাধ্য হয়ে নদীবাঁধের ওপর অস্থায়ীভাবে কিছুদিন থাকতে হয়। সেই সময় তাঁদের খাদ্যসামগ্রী, ত্রিপল, পানীয় জল সহ নানা জিনিসের প্রয়োজন হয়। পুরসভা যদি আগেভাগে প্রস্তুতি নিয়ে রাখে, তাহলে তাঁদের দুর্ভোগ অনেকটাই কমবে বলে তিনি আশাবাদী।

দ্বীপচর এলাকার বাসিন্দা শিলা সাহা বলেন, 'প্রতিবছর বর্ষায় আতঙ্কে থাকি। কোথা থেকে জল ঢুকে পড়বে, কখন ঘর ছাড়তে হবে—তারই দুশ্চিন্তায় দিন কাটে। প্রশাসন সময়মতো ব্যবস্থা নিলে অনেকটাই স্বস্তিতে থাকতে পারব।'

পাশাপাশি শহরজুড়ে একাধিক ওয়ার্ডে রাস্তা খুঁড়ে জলের পাইপলাইন বসানোর কাজ চলছে। ফলে বর্তমানে বেশ কয়েকটি রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কোথাও বড় বড় গর্ত, কোথাও আবার ধুলো ও কাদা মিলে পথ চলা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এনিয়ে পুরসভা আশ্বাস দিয়েছে, শীঘ্রই পরিস্থিতি বদলাবে।

পুরসভার চেয়ারম্যানের কথায়, 'পাইপলাইনের কাজ শেষ হলেই দ্রুত রাস্তা সংস্কার শুরু হবে। ইতিমধ্যেই রাস্তা সংস্কারের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া জোরকদমে চলছে।'

সম্মেলন

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : সোমবার আলিপুরদুয়ার পুরসভা হলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির চতুর্থ বর্ষ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। জেলার নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ৬৫০ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। ডুয়ার্সকন্যার সামনে থেকে তাঁদের মিছিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা হলে এসে শেষ হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। সম্মেলনে ১১ দফা দাবি পেশ করা হয়।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আবর্জনার স্তূপ। -সংবাদচিত্র

আবর্জনা সাফাই নিয়ে ফের তর্জায় সুমন ও সৌরভ

দ্বন্দ্ব মেটাতে ব্যর্থ তৃণমূল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এবং প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর দ্বন্দ্ব যেন থামার নামই নিচ্ছে না। একে অপরকে এক ইঞ্চি জমি ছেড়ে দিতে যে তাঁরা নারাজ সেটা বিভিন্ন সময়ে নজরে এসেছে। সোমবার আরও একবার সামনে এল সুমন ও সৌরভের সেই বিরোধ। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের আবর্জনার সমস্যা মেটানোর কৃতিত্ব নিয়ে দড়ি টানাটানি করতে দেখা গেল দুই নেতাকে।

এই দুই নেতার দ্বন্দ্ব এতদিনেও মেটাতে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব যে বিফল হয়েছে সেটাও প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিদিনই কোনও না কোনও বিষয়ে ওই দুই তৃণমূল নেতার মতবিরোধ নজরে আসছে। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা শহর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওই দুই নেতার প্রতিযোগিতা দেখে। শহরে সুইমিং পুলের কাজের কৃতিত্ব কে নেবেন সেই প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছে।

সোমবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে যান সৌরভ। সেখানে আবর্জনার স্তূপ দেখতে পান তিনি। সেই সময় সেখানে ছিলেন জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য সঞ্জয় সরকারও। বর্তমানে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন, দুই বছর আগেও সেই পদে ছিলেন সৌরভ।

এদিন হাসপাতালের আবর্জনা দেখার পর সৌরভ বলেন, 'হাসপাতালের আবর্জনা সরানোর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই কাজ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আগে চিঠি দিয়েছি। মন্ত্রী সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গেও দেখা করেছি। কয়েক বছর আগে এই জায়গা থেকে আবর্জনা কোচবিহারেও পাঠানো হয়েছিল।'

এদিন সৌরভের এই হাসপাতাল পরিদর্শন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। এই পরিদর্শন যে রাজনৈতিক সেটাও বলা হচ্ছে।

কেননা গত সপ্তাহে জেলা হাসপাতালের দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবর্জনা সরানোর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে যখন তথ্য সামনে এসেছিল তখন আবর্জনার স্তূপ পরিদর্শনে গিয়ে সুমন জানিয়েছিলেন এই আবর্জনা সরানোর জন্য তিনি বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেছেন।

সুইমিং পুলের মতো ওই কৃতিত্বের ভাগ নিতে এদিন হাসপাতালে দেখা যায় সৌরভকে। সৌরভ যদিও এই বিতর্ক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি সুমনের কাছেও। তবে দুই নেতার সমর্থকরা কিন্তু দুজনের যে এই কাজের জন্য অবদান রয়েছে সেটা প্রচার করতে কোনও খামতি রাখছে না।

> দুই নেতাই নিজেদের মতো করে এলাকায় কাজ করছেন। এটা তো দলের জন্য ভালো, খারাপ নয়। এটা দ্বন্দ্ব নয়। সাংবাদিকরা এই দ্বন্দ্ব করাচ্ছে। এটার কোনও ভিত্তি নেই।
> **গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা** *চেয়ারম্যান, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস*

তৃণমূলের দুই জেলা স্তরের নেতার এই দ্বন্দ্বকে যখন কটাক্ষ করছে বিজেপি সহ অন্য বিরোধী দলগুলো তখন সেটা মাথাব্যথা হচ্ছে তৃণমূলের কাছে। বিশেষ করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেটার প্রভাব পড়ে কি না সেটাও প্রশ্ন। তৃণমূলের নেতারা অবশ্য এই প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিচ্ছেন।

জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মার কথায়, 'দুই নেতাই নিজেদের মতো করে এলাকায় কাজ করছেন। এটা তো দলের জন্য ভালো, খারাপ নয়। এটা দ্বন্দ্ব নয়। সাংবাদিকরা এই দ্বন্দ্ব করাচ্ছে। এটার কোনও ভিত্তি নেই।'

আজ শহরে

- আজ রুদ্রাক্ষ পারফর্মিং আর্টস সেন্টারের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আছে সকাল ১০.৩০টা থেকে পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে।
- আজ সুরছন্দম ডান্স অ্যাকাডেমির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান আছে লেবুবাগান এলাকায় বিকেল ৫টা থেকে।
- আজ আলিপুরদুয়ার ডান্স গ্রুপ ফেডারেশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নৃত্য দিবস উপলক্ষ্যে পুরসভা প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠান আছে বিকেল ৫টা থেকে।

প্রচারে পুলিশ

ফালাকাটা, ২৮ এপ্রিল : সোমবার ফালাকাটা থানার পুলিশ শিশু ও নারী পাচার রোধে সচেতনতা শিবির করল। ফালাকাটা সুভাষ গার্লস হাইস্কুলে এই সচেতনতা শিবির করা হয়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য শিশু ও নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম নিয়ে বক্তব্য রাখেন। আইসি বলেন, 'পুলিশ সুপারের নির্দেশে ফালাকাটা থানা এলাকার সব হাইস্কুলে শিশু ও নারী পাচার, বাল্যবিবাহ সহ সাইবার ক্রাইম নিয়ে সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে। বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

খুনের অধিকার দিয়েছে কে

খোলা জানালা

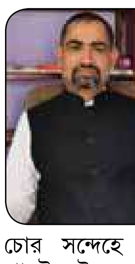

চোর ধরবে পুলিশ প্রশাসন। অপরাধের ধারায় বিচার করবে মহামান্য আদালত। অথচ চোর সন্দেহে মানুষ খুন এখন প্রায়ই ঘটছে শহর কিংবা গ্রামে। সন্দেহবশত কাউকে পিটিয়ে মারা অদূরদর্শিতা এবং অমানবিকতা। কারও ওপর সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া উচিত। প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক, কে চোর আর কে ষড়যন্ত্রের শিকার।

প্রতিটি সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মাথায় রাখা দরকার, আইন নিজের হাতে নেওয়া ক্ষমার অযোগ্য। সন্দেহবশত কাউকে গণপিটুনি দিয়ে খুন করা মধ্যযুগীয় বর্বরতা ছাড়া কিছু নয়। যারা এই কাজটি করল তারাও তো অপরাধী। ফারাক তো রইল না তাহলে। অনেক সময় হয়তো কোনও মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ করে কেউ দেখে বলে উঠল, তুমি কে? কোথায় যাচ্ছ? সে তো আপনমনে কোনও উত্তর না দিয়ে হেঁটেই চলেছে। তাতেও আমজনতার সমস্যা হয়! তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, মারমুখী হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেই থাকে।

কোনও অচেনা মানুষ বাড়িতে ঢুকে এদিক-ওদিক ঘুরলে কিছু না বুঝে চিৎকার করে ওঠার প্রবণতা জয়গাঁর অনেক এলাকাতেই দেখা যায়। রাতবিরেতে বা দুপুরবেলায় এমন ঘটনা হলে ঘুমন্ত মানুষ আতঙ্কিত হয়ে তৎক্ষণাৎ লাঠিসোঁটা নিয়ে ছুটে আসে। শুরু হয় গণপিটুনি। তখন মানুষ ভুলে যায় যে এর পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

কাউকে চোর বলে সন্দেহ হলে হুজুগের বশে মারধর করা কতটা সমীচীন? সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। মানুষের মধ্যে থেকে সহানুভূতি হারিয়ে গিয়েছে। রামগাঁওয়ের ঘটনা তার প্রমাণ। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার কি খুব দরকার ছিল? যাকে চোর বলে মনে হয়েছে তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার দরকার ছিল। গণপিটুনি সমস্যার সমাধান নয়। একটা মানুষের প্রাণ চলে গেল। সেই দায়টা সবাই নিচ্ছে তো? যারা গণপিটুনির সঙ্গে যুক্ত, কোনওভাবে আইনের হাত থেকে না হয় রক্ষা পেল তারা, কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেরই চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারবে তো তারা?

চোর ধরলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। কারণ চোর, ডাকাতের মতো অপরাধীদের জন্য আইন রয়েছে। আইনের প্রতি বিশ্বাস ও মর্যাদা রেখে যে কোনও দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। আইনের মাধ্যমে আদালত তার বিচার করবে। এটাই সচেতন সুবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের দায়িত্ব হওয়া দরকার। এখন সময় এসেছে আত্মবিশ্লেষণ করার। সবকিছুতে মজা লুকিয়ে থাকে না। এমন কিছু কাণ্ড হবে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করলে বাহবা কুড়োনো যাবে, এই মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে আমাদের সবাইকে।

মনে রাখতে হবে

- সন্দেহবশত কাউকে পিটিয়ে মারা অদূরদর্শিতা এবং অমানবিকতা
- সন্দেহ হলে তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়া উচিত
- প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক, কে চোর আর কে ষড়যন্ত্রের শিকার
- আইন নিজের হাতে নেওয়া ক্ষমার অযোগ্য

জয়গাঁর বিশিষ্ট কবি হিসেবে খ্যাতি রয়েছে কবিরুল ইসলামের। সাহিত্যকীর্তির জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। শনিবার রাতে রামগাঁওয়ে যেভাবে ক্ষিপ্ত জনতা পিটিয়ে মারে এক তরুণকে, তা নিয়ে কলম ধরলেন তিনি।

সন্ত্রাসবাদকে হারাতেই হবে

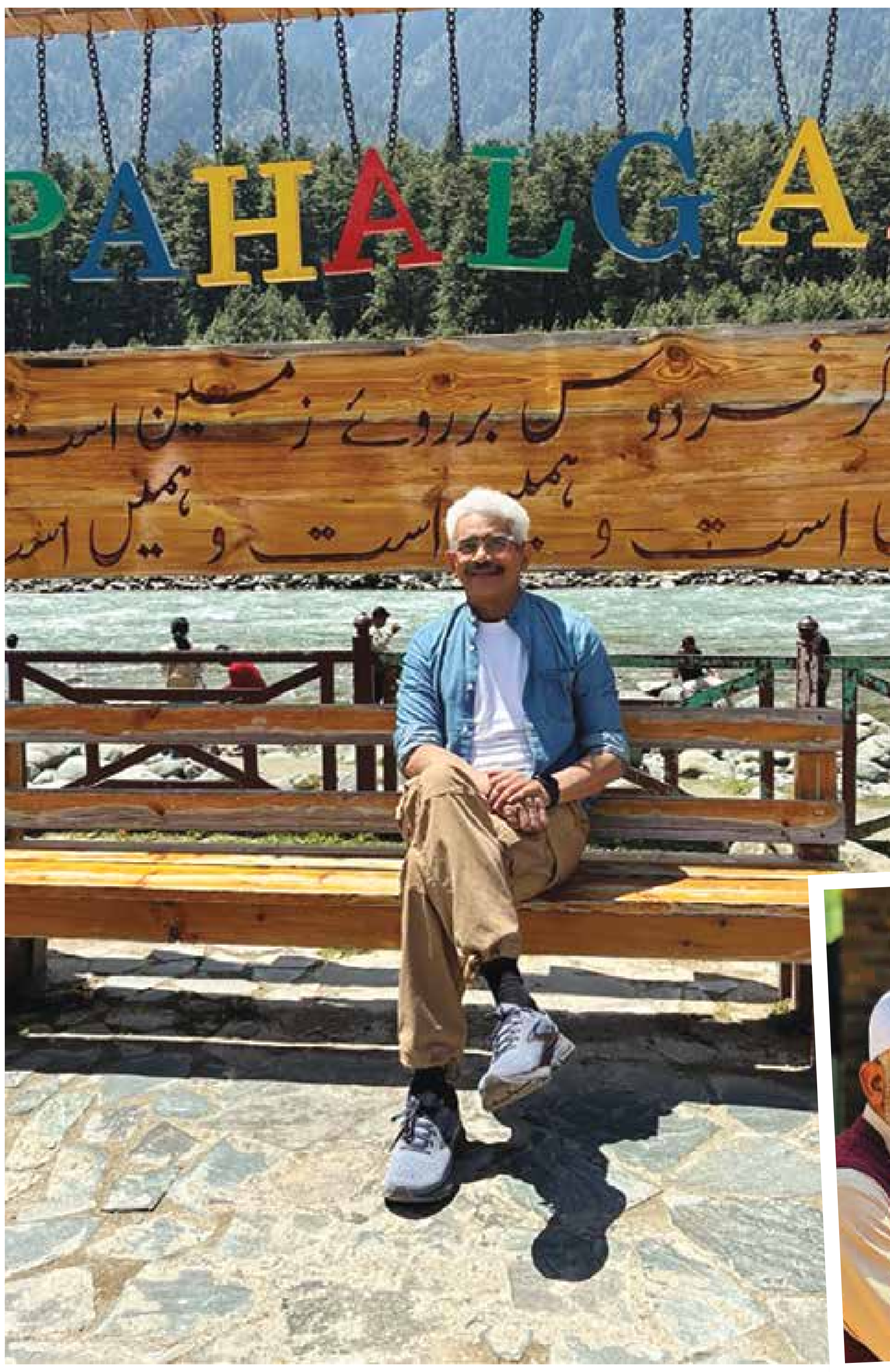

ফাঁকা বিমানে কাশ্মীরে অতুল কুলকার্নি

২৬ জন পর্যটকের মৃতদেহের ছবি এখনও ভাসছে চোখের সামনে। কাশ্মীর থেকে পর্যটকরা ফিরে আসছেন ভয়ে। পর্যটন ওখানে বিপর্যস্ত। বিমান বাতিল হচ্ছে পরপর। কিন্তু অনেকে এর মধ্যেই কাশ্মীরে যেতে চাইছেন, তাঁদের কথায় সন্ত্রাসবাদকে হারাতেই হবে। সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তা দেবার জন্য ফাঁকা বিমানে কাশ্মীরে গেলেন অভিনেতা অতুল কুলকার্নি। সেখান থেকে ছবি তুলে পোস্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘কাশ্মীর আমাদের। আমরা কেন আসব না এখানে। আমাদের আসতেই হবে। কাশ্মীরের মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলে চলবে না। ... তাঁর বক্তব্য, সামাজমাধ্যমে লিখলেই দায়িত্ব শেষ হবে না। তিনি বলেছেন, ‘২২ এপ্রিলের ঘটনা দুঃখজনক। কিন্তু থেমে গেলে হবে না। সন্ত্রাসীরা বলছে কাশ্মীর এসো না। কিন্তু এটা হবে না। কাশ্মীর আমাদের, আমরা আসবই। এ কথা মুম্বাইয়ে বসে বলতে পারতাম না, তাই চলে এলাম। পর্যটকদের বলি, আমি এলে, সারা দেশ আসতে পারবে। ভয় না পেয়ে এখানে আসুন।’

অতুলের পোস্টে কেউ মন্তব্য করেছেন, সত্যি কথা, কিন্তু সাধারণ নাগরিকরা তো ভয় পাবেই যতক্ষণ না সরকার কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে। কেউ লিখেছেন, আমরা, ভারতের মানুষের কাশ্মীরকে বয়কট করা উচিত নয়।

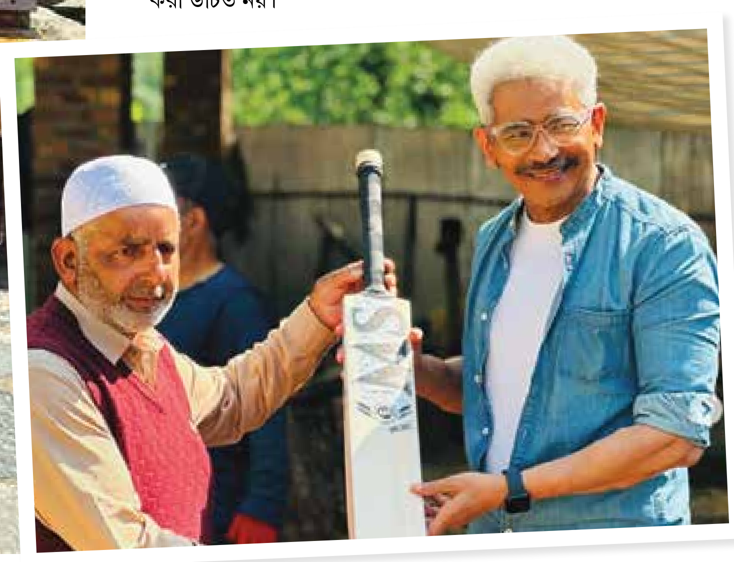

পহলগামের জের, লন্ডনের শো বাতিল সলমনের

পহলগামের হত্যাকাণ্ডের পর দেশ এখনও সন্ত্রস্ত। সাধারণ নাগরিক থেকে সেলেব্রিটি, সকলেই নিন্দা করেছেন ঘটনার। বাদ যাননি সলমন খানও। তবে তিনি তাতেই না থেমে আরেক পদক্ষেপ নিয়েছেন। লন্ডনে দ্য বলিউড বিগ ওয়ান শো হবার কথা ছিল। কাশ্মীরের ঘটনায় আনন্দের এই অনুষ্ঠান তিনি বাতিল করছেন। সোমবার সমাজমাধ্যমে শো বাতিলের কথা জানিয়ে সলমন পোস্ট করেন, ‘কাশ্মীরের দুঃখজনক ঘটনার জন্য সবাই ভারাক্রান্ত। এমন সময়ে এই অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লন্ডনে দ্য বলিউড বিগ ওয়ান শো হবার কথা ছিল ৪ ও ৫ মে। জানি অনুরাগীরা অনুষ্ঠান দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু আমরা জানি এই অবস্থায় অনুষ্ঠান বন্ধ রাখাই ভালো। অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়ার জন্য কারও কোনও অসুবিধা হলে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।’ সলমন ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মাধুরী দীক্ষিত, টাইগার শ্রফ, বরুণ ধাওয়ান, কৃতি শ্যানন, সারা আলি খান, সুনীল গ্রোভার প্রমুখের।

কাশ্মীর যেতে চান অনির্বাণের স্ত্রী?

নাট্যকর্মী। মধুরিমা গোস্বামী। একইসঙ্গে অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী। সমসাময়িক ঘটনায় মধুরিমা সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেন প্রায়শই। সেদিক থেকে অনির্বাণ কিছুটা পিছিয়ে। এমনকী অভয়া কাণ্ডেও মধুরিমার প্রতিবাদী স্বর শোনা গিয়েছিল ভীষণভাবে। অধিকাংশ নেটিজেনই তাঁকে সায় দিয়েছেন।

পুনরায় পহলগাম কাণ্ডে অতুল কুলকার্নির দুঃসাহসিক পোস্টের নীচে মন্তব্য করেছেন নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী। অতুল বলেছেন, কাশ্মীর আমাদের, কেন আমরা আসব না এখানে। শুধু তাই নয়, সন্ত্রাসবাদীদের এই বার্তা দেবার জন্য তিনি ফাঁকা বিমানে রওয়ানা হয়েছেন কাশ্মীরে। সেই ছবি তিনি পোস্ট করেছেন সমাজমাধ্যমে। অতুলের পোস্ট দেখে বাংলার নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী, অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্যর স্ত্রী পোস্ট করেছেন, ‘ইশ, টাকা থাকলে আজই চলে যেতাম।’

একনজরে সেরা ৫

বর্ডার শুটিং

জাট-এর সাফল্যে আটকে থাকলেন না সানি, শুরু করলেন বর্ডার ২-এর শুটিং। ইন্সটাগ্রামে দেরাদুনের শুটিংস্থল থেকে ছবি দিয়ে এই খবর দিয়েছেন। শুটিংয়ে তাঁর সঙ্গী বরুণ ধাওয়ান। ১৯৯৯-এর কার্গিল যুদ্ধের অনুপ্রেরণায় তৈরি হচ্ছে বর্ডার ২। ছবিতে আছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টিও। পরিচালনায় অনুরাগ সিং। মুক্তি ২০২৬-এর ২৩ জানুয়ারি।

বদলে গেল রেইড ২

অজয় দেবগণ অভিনীত ‘রেইড ২’ আসছে ১ মে ২০২৫। সেন্সর বোর্ড থেকে ছবির রেলওয়ে মন্ত্রীর বদলে বড়া মন্ত্রী এবং ছবির প্রথমে আট সেকেন্ডের সংলাপে পয়সা, হাতিয়ার তাকত ছাড়া আর কোনও বদলের কথা বলেনি। এবার আইপিএস অফিসার অময় পাটনায়ক ৪,২০০ কোটি টাকার স্ক্যাম নিয়ে তদন্ত করবেন। তার প্রতিপক্ষ রীতেশ দেশমুখ।

ডকু সিরিজে সুকেশ

২০০ কোটির অর্থ জালিয়াতির হোতা কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরকে নিয়ে একটি ডকু সিরিজ হচ্ছে। যে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এটি তৈরি করছে, তারা ডিটেলে সুকেশের জীবন, লটারির স্ক্যাম নায়িকা জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তুলে ধরতে চাইছে। তাই জ্যাকলিনকে এই সিরিজে নির্মাতারা চাইছে, নায়িকা সম্মতি দেননি এখনও। পরের বছর শুটিং শুরু হতে পারে।

প্রথম শাহরুখ

সম্ভবত চলতি বছর মেট গালায় পা রাখবেন শাহরুখ খান, পরবেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের ডিজাইন করা পোশাক। সেক্ষেত্রে ভারতীয় পুরুষ অভিনেতা হিসেবে এই ভূমিকায় তাঁকেই প্রথম দেখা যাবে। তিনি বা তাঁর সচীব পূজা দাদলানি কেউ এই তথ্য স্বীকার করেননি। কিয়ারা আদবানি ও দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবার মেট গালায় প্রথম পা রাখবেন।

বিতর্কে পোস্টার

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত ও রাহুল বোস অভিনীত ম্যাডাম সেনগুপ্ত ছবির পোস্টার নিয়ে বিতর্ক। ছবির কেন্দ্রে আবোল তাবোল হত্যা রহস্য। সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল-এর একটি অডিশনের জন্য প্রয়াত শিল্পী বিমল দাস এঁকেছিলেন ছবিটি। সে ছবিই নির্মাতারা পোস্টারে দিয়েছেন কিন্তু তাঁর নাম দেননি। তাই শিল্পী দেবাশিষ দেব পোস্টারটি শেয়ার করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

আদনানের সঙ্গে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর বাগযুদ্ধ

পহলগাম আবহে আদনানের সঙ্গে প্রাক্তন পাক মন্ত্রীর মারাত্মক বাগযুদ্ধ!

আদনান শামি কোন দেশের মানুষ? তাঁর নাগরিকত্ব কী? এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন চৌধরী ফাওয়াদ হুসেন। পহলগাম আবহে ছেড়ে কথা বলেননি গায়ক আদনানও। এটা সত্যি যে, একসময় পাকিস্তানের নাগরিকত্ব ছিল আদনানের। কিন্তু তিনি চিরকালই মনেপ্রাণে ভারতীয়। ভারতপ্রেমী। তা তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে উল্লেখ করেছেন। কঠোর জবাবও দিয়েছেন। সেই বাগযুদ্ধ অনেক দূর গড়িয়েছেও। বর্তমানে পাক মুলুকের প্রাক্তন মন্ত্রী সরাসরি আদনান শামিকে ‘বডি শেমিং’ করলেন। আর যথারীতি হুসেনকেও ছেড়ে কথা বলেননি গায়ক। আদনান শামির নিতম্ব নিয়ে কুৎসিত খোঁচা দিয়েছেন চৌধরী ফাওয়াদ হুসেন।

আমির গুরু নানক?

গুরু নানকের লুকে আমির খানের ছবি নেটে ঘুরছে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর জল্পনা এবং চর্চা শুরু হয় এই নিয়ে যে, এবার আমির নানক হচ্ছেন। ইউটিউবে, একটি জনপ্রিয় মিউজিক কোম্পানির লোগো লাগিয়ে এক সংস্থা আমিরের নানক-রূপী ছবি পোস্ট করে। নেটমহলে এসব দেখে আমিরের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘এটি এআই জেনারেটেড ছবি। একেবারে ভুয়ো। আমির খান এরকম কোনও বেশ ধরেননি। তিনি গুরু নানককে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর অমর্যাদা হয়, এমন কোনও কাজ আমির করবেন না। এইসব ভুয়ো খবর থেকে দূরে থাকুন।’

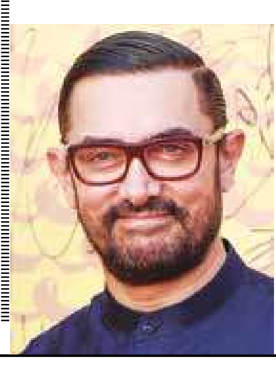

দিলজিতের ছবি থেকে হানিয়া বাদ

গত অক্টোবরে লন্ডনে দিলজিৎ দোসাঞ্জের শো-তে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির স্টেজে উঠে গায়কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন, তার জন্যই দিলজিৎ গেয়েছিলেন বিখ্যাত গান লাভার, হানিয়ার ফ্যানগার্ল মোমেন্ট ছিল সেটি। তারপর জানা গেল, দুজনে একসঙ্গে কাজ করবেন সম্ভবত সর্দার জি ৩-এ। কিন্তু অনুরাগীদের সব আশা শেষ করে দিল কাশ্মীরের সন্ত্রাসী আক্রমণ। শোনা যাচ্ছে, হানিয়া এই ছবি থেকে বাদ পড়বেন। দিলজিৎ ও নীরু বাজওয়া অভিনীত সর্দার জি ৩-এই হানিয়া আমির ডেবিউ করতেন। পহেলগামের ঘটনার পর নির্মাতারা হানিয়াকে বাদ দিয়ে তাঁর জায়গায় অন্য অভিনেত্রীকে নিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে ছবির লন্ডন অংশের শুটিং শেষ হয়েছিল। জানা গিয়েছে, এখন অন্য অভিনেত্রীকে দিয়ে হানিয়ার অংশ আবার শুট করবেন নির্মাতারা। সিদ্ধান্ত কী হয়, তা শিগগির জানাবেন নির্মাতারা। নেটমহলে এই নিয়ে নানারকম মন্তব্য করা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন বেশ খারাপ। এই অবস্থায় পাকিস্তানের কেউই স্বাগত নয় ভারতের কোনও জায়গাতেই। ফাওয়াদ খানের আবির গুলালও মুক্তি পাচ্ছে না ভারতে।

গলার ফাঁস এবং মূত্রপান, বিতর্কে পরেশ

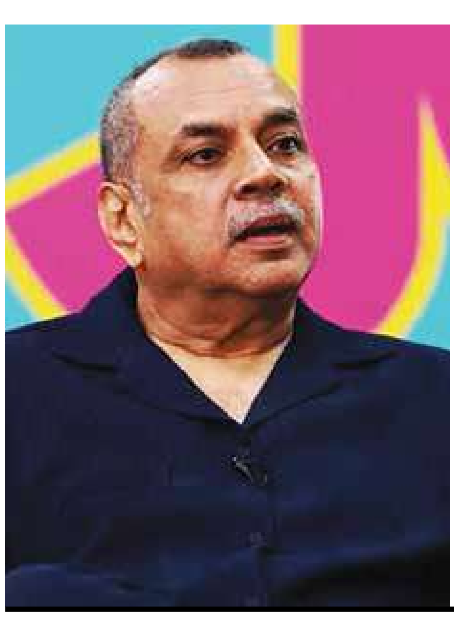

বলেছেন পরেশ রাওয়াল। তাঁর এই অসাধারণ চরিত্রচিত্রণ দেখার জন্য দর্শক অপেক্ষা করছেন সেই কবে থেকে! হেরা ফেরি ৩ তৈরিও হচ্ছে, কিন্তু ‘বাবুভাই’-এর ইমেজ আর তিনি বইতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন পরেশ। তাঁর কথায়, ‘আমি ২০০৬-এ হেরা ফেরি মুক্তির পরের বছর বিশাল ভরদ্বাজের কাছে গিয়ে বলেছিলাম, একই গেট আপে আমাকে অন্যরকম চরিত্র দাও। আমি অভিনেতা, কোনও নির্দিষ্ট ইমেজের চোরাবালিতে ডুবে যেতে চাই না। কিন্তু বিশাল বলল, আমি একই চরিত্র নিয়ে কাজ করি না। আর বালকির কাছে গিয়েও একই কথা বললাম। আমি টাইপকাস্ট হতে চাই না। হেরা ফেরি আমাকে সাফল্য দিয়েছে, আমার তা ভালো লাগে কিন্তু আমার যেন গলার ফাঁস হয়ে গিয়েছে বাবুভাই। আমার দমবন্ধ লাগে।’ এখন সিক্যুয়েল তৈরির কথা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মুন্নাভাই এমবিবিএস-এর সিক্যুয়েলের কথা। তাঁর কথায়, ‘চরিত্র এক আছে, কিন্তু তাকে অন্যভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। আমার ৫০০ কোটির একটা গুডউইল আছে প্রথম ছবির সূত্রে, সেটা মনে রাখা দরকার। কিন্তু হেরা ফেরির সিক্যুয়েল আমার ভালো লাগেনি। পরিচালক নীরজ ভোরাকে সে কথা বলেওছিলাম। মানুষকে হাসানোর জন্য যা খুশি করা যায় না।’ এখন হেরা ফেরি-র তিন নম্বর ভাগের প্রস্তুতি চলছে, পরিচালক প্রিয়দর্শন। এই সাক্ষাৎকারে আরও এক আশ্চর্য তথ্য দিয়েছেন পরেশ। হাঁটুর ব্যাথার জন্য তিনি নাকি মূত্রপান করে সুস্থ হয়েছেন। পরেশ বলেছেন, ‘ঘাতক-এর শুটিংয়ে হাঁটুতে চোট লাগে। টিনু আনন্দ আর ড্যানি আমাকে নানাবতী হাসপাতালে নিয়ে যান। ডাক্তার বলেন, তিন মাস লাগবে সুস্থ হতে। এর মধ্যে একদিন অজয় দেবগণের বাবা ভিরু দেবগণ আমাকে দেখতে গিয়ে পরামর্শ দেন, আমার দিনের প্রথম মূত্র পান করতে। আমি বিয়রের মতো করে তা খেয়েছি ১৫ দিন ধরে। তারপর এক্স রে করে দেখে ডাক্তার তো অবাক-- জানতে চাইলেন কী করে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হলাম! ৩ মাসের জায়গায় দেড় মাসে আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাই।’ যদিও পরেশের কথায় নেটিজেনদের অনেকে গা-ঘিনঘিন থেকে শুরু করে শিউরে ওঠার কথা বলেছেন।

ভারতে থাকা নিয়ে কী বললেন মাধুরী-কর্তা

ছেলেমেয়েদের মিডিয়ার নজরের বাইরে রাখতে চান। আরও ভালো করে বড় করতে চান। সেই কারণে বিরাট কোহলি ও অনুষ্কা শর্মা লন্ডনে চলে গিয়েছেন। অনেকে সমালোচনাও করেছেন তাঁদের।

এই প্রেক্ষিতে অতীতে মাধুরী দীক্ষিতের স্বামী ডা. শ্রীরাম নেনের এক সাক্ষাৎকার এখন বেশ ভাইরাল। কুখ্যাত রণবীর এলাহাবাদিয়ার শো-তে শ্রীরাম নেনেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমেরিকার থেকে ভারতে থাকা কতটা সুখের? উত্তরে শ্রীরাম নেনে বলেছিলেন, ‘এই থাকা খুব সুখের, এ কথা বলব না। আমেরিকায় বেশ স্বাধীনভাবে ঘোরা যায়, আড়ালে থাকা যায়, নিজের মতো করে জীবন পরিচালনা করা যায়। আবার ভারতে আমার সংস্কৃতি আছে, অনেকরকম বন্ধন আছে—দুটো আলাদা।’ আর দেশের অন্যতম বৃহৎ তারকার সঙ্গে দাম্পত্যের অভিজ্ঞতা কেমন? এর উত্তরে নেনে বলেন, ‘এটাও আমেরিকার মতোই ব্যাপার। ওকে আমি তেমনভাবে চিনতাম না। আমরা দুজন দুটো আলাদা জগৎ থেকে এসেছি। আমার অতীত নিয়ে ও আগ্রহ দেখায়নি, ওরটা নিয়ে আমিও দেখাইনি। ও আমার স্ত্রী আর সঙ্গী। আমরা দুজনেই মহারাষ্ট্র থেকে। আমাদের বিয়েটা ভাগ্যের জোরে হয়েছে। আর এটাই আমার জীবনের সবথেকে আশ্চর্যের ঘটনা।’

পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফেরাতে পারিনি, আক্ষেপ ওমরের

‘কোন মুখে রাজ্যের মর্যাদা চাইব’

শ্রীনগর, ২৮ এপ্রিল : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়ায় জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে এখানকার নির্বাচিত সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায় তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। সোমবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেই বার্তাই দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

তাঁর মতে, পহলগামে জঙ্গিরা নিরীহ পর্যটকদের খুন করায় শুধু ‘কাশ্মীরিয়ত’-ই আহত হয়নি, এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টিও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। এদিন শ্রীনগরে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পহলগাম হত্যার প্রতিবাদে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদের কড়া নিন্দা করেন ওমর। তিনি বলেন, ‘পহলগামে হামলা গোটা দেশকে নাড়া দিয়েছে। গত ২১ বছরে বৈসরণ উপত্যকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মৃতদের পরিবারকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না।’

ওমর জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি কাশ্মীরের গৃহকর্তা। তাঁর বাড়িতে অতিথি হিসাবে এসেছিলেন পর্যটকরা। সেই পর্যটকদের নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। গৃহকর্তা হিসাবে পর্যটকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব যে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অস্বীকার করতে পারে না, তা খোলাখুলি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি। মৃতদের পরিজনদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।’ এর ফলে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফেরত পাওয়া যে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন ওমর। তাঁর কথায়, ‘আমরা জম্মু ও কাশ্মীরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নেই। কিন্তু আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবিতে দরকষাকষি করতে পারব না। আমি মৃতদেহ নিয়ে রাজ্যের দাবি জানাব না। অন্য কোনও সময় সেটা করা যেতে পারে।’

তাঁর সাফ কথা, ‘আমার রাজনীতির ধরন এত সস্তা নয় যে ২৬টি প্রাণের বিনিময়ে রাজ্যের মর্যাদা আদায়ের চেষ্টা করব। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে সেখানে অবশ্যই রাজনীতির একটা গণ্ডি থাকা উচিত।’ ২০১৯-এর অগাস্টে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা প্রত্যাহার করে ছিল কেন্দ্রীয় সরকার। তারপর দীর্ঘ ৫ বছর সেখানে বিধানসভা নির্বাচন হয়নি। ২০২৪-এ হওয়া নির্বাচনে জম্মু ও কাশ্মীরে বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে ওমর আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট। বিধানসভা নির্বাচন হলেও দিল্লি, পুদুচেরির ধাঁচে জম্মু ও কাশ্মীরের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মর্যাদা বজায় রাখা হয়েছে। বিধানসভা ভোটের পর থেকে রাজ্যের তকমা ফিরে পাওয়ার দাবিতে সরব সেখানকার অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। এই পরিস্থিতিতে ওমরের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

সন্ত্রাসবাদের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আজ আমরা পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের মধ্যে কেউই এই হামলাকে সমর্থন করেন না।... গত ২৬ বছরে আমি কখনও সাধারণ মানুষকে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখিনি। পহলগাম হামলার প্রতিবাদে হওয়া বিক্ষোভগুলিতে মানুষ স্বেচ্ছায় ব্যানার, পোস্টার নিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে।’

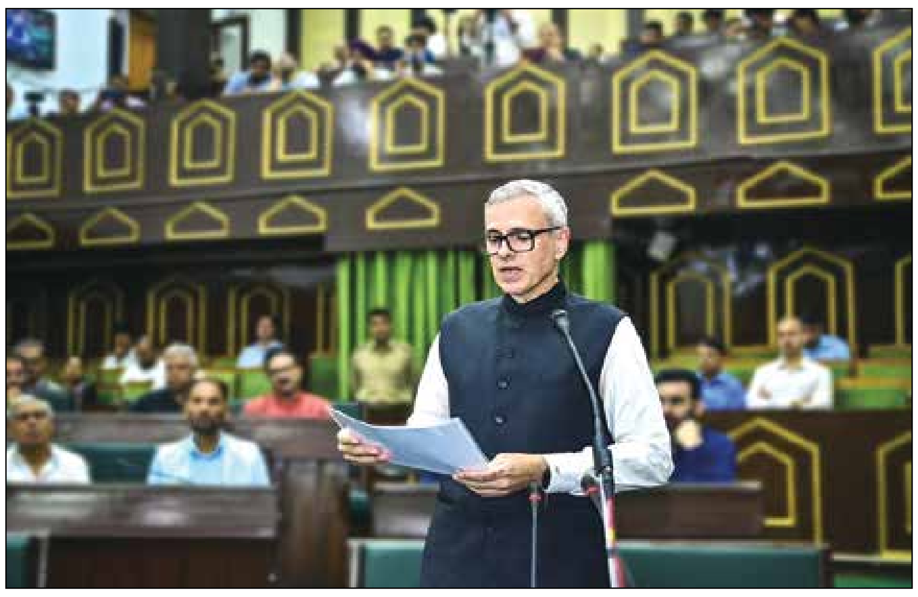
জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার শ্রীনগরে।

দায় স্বীকার

- পর্যটকদের নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করা আমার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু আমি সেটা করতে পারিনি
- গত ২১ বছরে বৈসরণ উপত্যকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মৃতদের পরিবারকে কীভাবে সান্ত্বনা দেব বুঝতে পারছি না
- আজকের পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের দাবিতে দরকষাকষি করতে পারব না
- গত ২৬ বছরে আমি কখনও সাধারণ মানুষকে এ ধরনের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখিনি

পহলগাম প্রতিবেদন

বিবিসি-কে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার খবর প্রকাশে বিবিসির ভূমিকা নিয়ে কড়া আপত্তি তুলল ভারত। সোমবার বিবিসির ভারত বিভাগের প্রধান জ্যাকি মার্টিনকে একটি চিঠি পাঠিয়ে এই আপত্তি জানানো হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে, বিবিসির এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে পহলগাম হামলাকে ‘জঙ্গি হামলা’ বলা হয়েছে, যা তারা মোটেও মেনে নিতে পারছে না। সরকারের দাবি, এই ধরনের শব্দচয়ন সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ লঘু করে দেখায়। আরও জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রক ভবিষ্যতে বিবিসির সমস্ত প্রতিবেদন কড়া পর্যবেক্ষণে রাখবে।

গত সপ্তাহে বিবিসির প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, ‘ভারতশাসিত কাশ্মীরে একটি জঙ্গি (মিলিট্যান্ট) হামলার পরে পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করেছে। ওই হামলায় ২৬ জন পর্যটক নিহত হন।’ অনেকের মতে, এই শিরোনাম বিভ্রান্তিকর এবং এতে ভুলভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে হামলার জন্য ভারতই দায়ী।

এর আগে আমেরিকার সেনেটের একটি কমিটি নিউ ইয়র্ক টাইমসের একই ধরনের রিপোর্টের সমালোচনা করে বলেছিল, ‘মিলিট্যান্ট’ বা ‘গানম্যান’ বলার মাধ্যমে আসলে সন্ত্রাসবাদী হামলার গুরুত্ব কমিয়ে দেখানো হচ্ছে।

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটি তাদের এক্স পোস্টে লেখে, ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস, আমরা তোমাদের ভুল ঠিক করে দিয়েছি। এটা (পহলগাম) ছিল একটি সন্ত্রাসবাদী হামলা, এটাই সত্য। ভারত হোক বা ইজরায়েল, সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে নিউ ইয়র্ক টাইমস বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।’

এছাড়া পহলগাম হামলার পর সীমান্তপারের মিথ্যা প্রচার ও উসকানিমূলক বার্তা বন্ধ করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সুপারিশে ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করা হয়েছে। এই চ্যানেলগুলির সম্মিলিতভাবে প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার ছিল। বন্ধ হওয়া চ্যানেলের মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতারের ইউটিউব চ্যানেলও আছে।

মোদিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অভিযোগে ভোজপুরি গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ মোট ১১টি ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। নেহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, পহলগামে ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী করেছেন গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতাকে। লখনউয়ের হজরতগঞ্জ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়। সমস্ত ধরনের সংবাদমাধ্যমকে কড়া বার্তা দিয়ে কেন্দ্র এদিন জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও যদি কোনও ইউটিউব চ্যানেল ভারত ও ভারতের সেনাবাহিনী সম্পর্কে ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিঠিতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

- পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলাকে জঙ্গি হামলা বলে সন্ত্রাসবাদীদের অপরাধ লঘু করে দেখিয়েছে বিবিসি
- ‘ভারতশাসিত কাশ্মীরে একটি জঙ্গি হামলার পরে পাকিস্তান ভারতীয় নাগরিকদের ভিসা স্থগিত করেছে’ বলে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে বিবিসি। রিপোর্টের শিরোনামে মনে হতে পারে, হামলার জন্য ভারতই দায়ী
- ভবিষ্যতে বিবিসির সমস্ত প্রতিবেদন কড়া পর্যবেক্ষণে রাখবে বিদেশমন্ত্রক
- শোয়েব আখতার সহ ১৬টি পাকিস্তানি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ
- মোদিকে প্রশ্নবিদ্ধ করায় ভোজপুরি গায়িকা নেহা সিং রাঠোরের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা সহ মোট ১১টি মামলা দায়ের হয়েছে

অটারি-ওয়াঘা সীমান্তে সেই একই চিত্র। সেনার জেরায় চোখে জল খুদের। সোমবার।

আপাতত নাড্ডাই দায়িত্বে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : মে মাসে বিজেপির নতুন জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের পরিকল্পনা থাকলেও পহলগামে সান্ত্রাসবাদী হামলার জেরে দল সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে। ফলে জেপি নাড্ডাই আপাতত দলের নেতৃত্বে বহাল থাকছেন।

বিজেপি মনে করছে, এখন দলের সংগঠনের স্থিতিশীলতা এবং সরকারের নীতিগত অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করা জরুরি। তাই দলীয় সভাপতি নির্বাচনকে আপাতত অগ্রাধিকার না দিয়ে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, দলের শীর্ষনেতৃত্বও এই সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন।

২০১৯ সাল থেকে বিজেপির সভাপতি পদে রয়েছেন জেপি নাড্ডা। এর আগেও তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে দলের সিদ্ধান্তেই তাঁর কার্যকাল ফের কিছুদিন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, নতুন সভাপতি নির্বাচন কবে হবে, তা পরে জানানো হবে দলের তরফে। তবে ইতিমধ্যে নতুন সভাপতির সম্ভাব্য মুখ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মনোহরলাল খট্টার, ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং শিবরাজ সিং চৌহান এগিয়ে ছিলেন আলোচনায়।

অভিযানে হত ৩ নাগা জঙ্গি

ইটানগর, ২৮ এপ্রিল : এক অপহরণকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষা অরুণাচলপ্রদেশ। এখানে একটি স্কুল নির্মাণে ঠিকাদারি সংস্থার দুই কর্মী নিখোঁজ হওয়ার পর গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, তাঁদের সন্ধানে অভিযানে নামে সেনা ও অসম রাইফেলস-বাহিনী। অরুণাচলের পাঙ্গচাওয়ে যৌথবাহিনীর সঙ্গে লড়াই বাধে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড (কেওয়াইএ) জঙ্গিগোষ্ঠীর। তাতে এই গোষ্ঠীর তিন ক্যাডার নিহত হয়েছে। রবিবারের ঘটনা। এক অপহৃতকে উদ্ধার করা গিয়েছে। তিনি অরুণাচলের বাসিন্দা। অসম থেকে আসা ঠিকাকর্মীর সন্ধান মেলেনি।

দায় নিয়ে তর্জা সংসদীয় কমিটিতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পহলগাম জঙ্গি হামলা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। চলছে দায় ঠেলাঠেলির পালা। সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের দেড় মাস আগে বৈসরণ উপত্যকা খুলে দিয়েছিল জম্মু-কাশ্মীর সরকার। এই সিদ্ধান্তে সুবিধা হয়েছে জঙ্গিদের। যদিও বিরোধীদের তরফে আঙুল তোলা হয়েছে সরকারের দিকেই। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার সাতদিন পর সোমবার দিল্লির সংসদ ভবন সংলগ্ন পার্লামেন্ট অ্যানেক্সি ভবনে প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে চলে এবং বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন রাধামোহন সিং।

বৈঠকের মূল অ্যাজেন্ডা ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও অস্ত্র চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াবলি। যদিও বৈঠকে পহলগাম হামলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং এই বিষয়টি ঘিরে ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হয়। জানা গিয়েছে বৈঠকের শুরুতেই পহলগাম হামলায় নিহতদের উদ্দেশে দু-মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং কাশ্মীরের ঘটনায় নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়। পহলগামে ধর্মের নিরিখে হত্যার ছবি সামনে এলেও এদিন স্থানীয় দুই গাইড আদিল হুসেন এবং নাজাকাত আহমেদ শা-র সাহসিকতার জন্য তাঁদের পুরস্কৃত করার কথাও আলোচনা হয় বৈঠকে।

এর আগে, ২৩ এপ্রিল নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রীসভা কমিটির বৈঠকেও পহলগাম হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছিল। সেই বৈঠকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ দমনে ভবিষ্যৎ কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে জানানো হয়েছিল, এই হামলার পিছনে সীমান্তপারের মদত ছিল এবং সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়ন দেখে সন্ত্রাসবাদীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

কাশ্মীরে হামলা

পহলগামের ঘটনা নিয়ে কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেই মর্মেই রাহুল গান্ধির নির্দেশে কংগ্রেসের তরফে নেতাদের মুখে লাগাম দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস সাংসদ তথা দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ইতিমধ্যে এই মর্মে একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ‘কংগ্রেস নেতাদের একাংশ সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করছেন। তাঁদের বক্তব্য নিজস্ব মতামত এবং এগুলি কংগ্রেসের অবস্থানকে প্রতিফলিত করে না।’ সম্প্রতি কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতার মন্তব্যের জেরে বিজেপির প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এবং দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে। এই পরিস্থিতিতে দলের নেতাদের পহলগামের ঘটনায় ঘোষিত অবস্থান মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে কংগ্রেস।

১০০০ পয়েন্ট উঠল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহেও ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে সেনসেক্স উঠে এল ৮০ হাজারের ওপরে। একইভাবে নিফটিও ২৪৩০০-র ওপরে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীদের সম্পদ বেড়েছে ৪ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০০৫.৮৪ পয়েন্ট উঠে পৌঁছেছে ৮০২১৮.৩৭ পয়েন্টে। নিফটি ২৮৯.১৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৪৩২৮.৫০ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, পহলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারত-পাক সম্পর্কে উত্তেজনা তৈরি হলেও বড় ধরনের যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। এই কারণেই দু’দিন নামার পর ফের ঊর্ধ্বগামী যাত্রা শুরু করেছে দুই সূচক।

হেপাজত বাড়ল রানার

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী তাহাউর রানার এনআইএ হেপাজতের মেয়াদ আরও ১২ দিন বাড়াল দিল্লির আদালত। প্রতিদিন তার স্বাস্থ্যপরীক্ষা হবে। একদিন অন্তর আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে রানা। তবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন এনআইএ-র আধিকারিকরা। ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে যে জঙ্গি হামলা হয়েছিল তার নেপথ্যে ছিল অন্যতম চক্রী মার্কিন নাগরিক ডেভিড কোলম্যান হেডলি। রানা তারই ঘনিষ্ঠ। আমেরিকা সম্প্রতি রানাকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণ করেছে।

কুনোয় আরও ৫ চিতা শাবক

ভোপাল, ২৮ এপ্রিল : মা হল চিতা নিরভা। কুনো জাতীয় উদ্যানে পাঁচ শাবকের জন্ম দিয়েছে সে। উদ্যান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২৫ এপ্রিল সন্তানদের জন্ম দিয়েছে নিরভা। রবিবার পশু চিকিৎসকরা তাদের ভিডিও সংগ্রহের পর শাবকদের অস্তিত্ব নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এর ফলে দেশে চিতার সংখ্যা হল ৩১। তার মধ্যে কুনোতেই রয়েছে ২৯ চিতা। ২০২৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে আনা হয়েছিল নিরভাকে। গত বছর দুই শাবকের জন্ম দিলেও তারা বাঁচেনি। এক্স হ্যান্ডেলে শাবকদের আগমনের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব লিখেছেন, চিতা প্রকল্পের সাফল্য আসলে ভারতের জীববৈচিত্র্যকেই প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রাকৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছোচ্ছে ভারত।

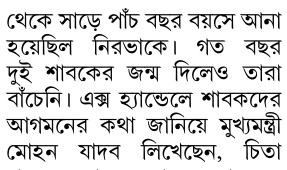

ইউরোপে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

মাদ্রিদ, ২৮ এপ্রিল : বড় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের কবলে ইউরোপের তিন দেশ। সোমবার আচমকাই স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্সের কিছু জায়গায় ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে গণপরিবহণ বন্ধ, রাস্তায় তীব্র যানজট এবং রেল ও বিমান পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে দোকানপাট, রেস্তোরাঁ সব অন্ধকারে ডুবে যায়। পর্তুগালের রাজধানী লিসবন সহ দেশের বেশ কিছু এলাকার রাস্তাঘাট ছিল নিষ্প্রদীপ। যুদ্ধের সময় যেমন ব্ল্যাক আউট হয়, পরিস্থিতি অনেকটা সেরকমই স্পেন ও পর্তুগালের একাধিক শহরের। ট্রাফিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। বিমান চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পর্তুগিজ পুলিশ জানিয়েছে, রাজধানী লিসবন এবং পোর্তোতে মেট্রো পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ।

স্পেন ও পর্তুগাল সরকার ইতিমধ্যে মন্ত্রীসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছে। বিদ্যুৎ বিপর্যয় ফ্রান্সের কিছু অংশেও সাময়িকভাবে প্রভাব ফেলেছে। যদিও সে দেশের গ্রিড অপারেটর আরটিই জানিয়েছে, সেখানে কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল বটে। তবে এখন তা পুনঃস্থাপিত হয়েছে। ঘটনার কারণ অনুসন্ধান চলছে।

পর্তুগালের এবং স্পেন জানিয়েছে, তারা ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।

বামেদের দখলেই থাকল জেএনইউ

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (জেএনইউএসই) নির্বাচনে জিতল বামপন্থীরা। সংসদের চারটি প্রধান পদের মধ্যে তারা তিনটি দখল করেছে। অন্যদিকে আরএসএস ঘনিষ্ঠ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) নয় বছর পর আবার একটি কেন্দ্রীয় পদের দখল নিতে সক্ষম হয়েছে।

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর পর ২০২৪ থেকে ছাত্র সংসদে নির্বাচন হল জেএনইউতে। গত শুক্রবার ভোট গ্রহণ হয়েছিল দিল্লির এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদে। প্রায় ৭০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ভোট দিয়েছিলেন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার জন। রবিবার ভোটগণনা হয়।

সোমবার ভোরে ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের (আইসা) নীতীশ কুমার ১,৭০২ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এবিভিপির শিখা স্বরাজ পেয়েছেন ১,৪৩০ ভোট। তৃতীয় স্থানে ছিলেন এসএফআই সমর্থিত তায়েবা আহমেদ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৯১৮।

উপাধ্যক্ষ (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পদে ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (ডিএসএফ) মনীষা জয়ী হয়েছেন। তিনি ১,১৫০ ভোট পেয়েছেন, যেখানে এবিভিপির নীতু গৌতম পেয়েছেন ১,১১৬ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদেও ডিএসএফের প্রার্থী মুন্তেহা ফাতিমা জয়ী হয়েছেন। তিনি পেয়েছেন ১,৫২০ ভোট। এবিভিপির কুনাল রাই পেয়েছেন ১,৪০৬ ভোট।

যুগ্ম সম্পাদক পদে এবিভিপির বৈভব মীনা ১,৫১৮ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আইসার নরেশ কুমার পেয়েছেন ১,৪৩৩ ভোট এবং পিএসএর নিগম কুমারী পেয়েছেন ১,২৫৬ ভোট।

বামপন্থী জোটের তিনটি পদে জয়লাভের বিষয়টি আইসা কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজের রায় বলে ব্যাখ্যা করেছে। অন্যদিকে এবিভিপি তাদের জয়কে ‘জেএনইউয়ের রাজনৈতিক বাতাবরণে ঐতিহাসিক পরিবর্তন’ বলে দাবি করেছে। তারা বলেছে, এটা বামপন্থীদের তথাকথিত ‘লাল দুর্গ’ ভেঙে ফেলার শুরু। নবনির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক বৈভব মীনা বলেন, ‘এটা আমার ব্যক্তিগত জয় নয়, এটা আদিবাসী চেতনা ও জাতীয়তাবাদী ভাবনার বিজয়।’

সংসদের সভাপতি পদে বিহারের গরিব পরিবারের সন্তান নীতীশ কুমারের জয় নিয়েও উদ্বেল হতে দেখা গিয়েছে বাম শিবিরকে। অনেকেই সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, তবে কি দিল্লির রাজনীতিতে আর এক নীতীশ কুমারের উদয় হতে যাচ্ছে! বৈভব মীনার জয় এবিভিপির কাছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ২০১৫-’১৬ সালের পর আবার তারা কেন্দ্রীয় প্যানেলে কোনও পদে জয় পেল।

এবিভিপি শেষবার ২০০০-’০১ শিক্ষাবর্ষে সভাপতির পদে জয় পেয়েছিল। তাছাড়া তিনটি প্রধান পদে বিজেপির পড়ুয়া শিবির হেরে গেলেও প্রতিটিতেই তারা সমান তালে বাম প্রার্থীদের সঙ্গে লড়েছে। আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বামেদের সঙ্গে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে এবারের ভোটের ফল যে গেরুয়া শিবিরের পড়ুয়াদের মনোবল বাড়াবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এটা বাম শিবিরের পক্ষে উদ্বেগের কারণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে ২৬ রাফাল কিনতে চুক্তি ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : বায়ুসেনার পর এবার রাফাল যুদ্ধবিমান পেতে চলেছে ভারতীয় নৌসেনা। সোমবার ২৬টি রাফাল-এম (নৌবাহিনীর জন্য তৈরি রাফালের বিশেষ সংস্করণ) কিনতে ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তি করেছে কেন্দ্র। এজন্য খরচ পড়বে ৬৩ হাজার কোটি টাকা। ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য এত বড় অঙ্কের যুদ্ধবিমানের বরাত নজিরবিহীন। বিমানগুলি হাতে পেলে নৌসেনার বিমানবহর আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে বলে প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

সূত্রের খবর, এদিনের চুক্তি অনুযায়ী ২৬টি রাফাল-এমের মধ্যে ২২টি হল এক আসনবিশিষ্ট যুদ্ধবিমান এবং ৪টি দুই আসনের প্রশিক্ষণ বিমান। ২০৩১-এর মধ্যে সবকটি বিমান নৌসেনার সঙ্গে যুক্ত হবে। বিমানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ, লজিস্টিক সহায়তাও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, রাফাল-এম বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌ-যুদ্ধবিমান। বর্তমানে এই বিমান একমাত্র ফরাসি নৌবাহিনীই ব্যবহার করে। ক্যাটোবার প্রযুক্তির সাহায্যে যুদ্ধজাহাজ থেকে অনায়াসে ওঠা-নামা করতে পারে বিমানগুলি। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে হামলা চালাতে রাফাল-এমের জুড়ি মেলা ভার। ভারতীয় নৌসেনায় রাফালের ব্যবহার শুরু হলে শুধু পাকিস্তান নয়, চিনও চাপে পড়বে।

২০১৬-য় ফরাসি বিমান সংস্থা দাসোঁ অ্যাভিয়েশন থেকে ৩২টি রাফাল যুদ্ধবিমান কিনতে চুক্তি করেছিল ভারত। হরিয়ানার আম্বালা এবং পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারায় বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিমানগুলি মোতায়েন রয়েছে।

অনলাইনে অশ্লীলতা, কড়া কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : অনলাইনে অশ্লীলতা তথা আপত্তিকর দৃশ্য দেখানোর অভিযোগ নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহি চেয়ে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। যৌনতাধর্মী বিষয়গুলি বিভিন্ন ওটিটি (ওভার দ্য টপ) সংস্থা ও সমাজমাধ্যমে দেখানোর অভিযোগ উঠেছে। মামলাটির শুনানি হয়েছে বিচারপতি বিআর গাভাই ও বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহের বেঞ্চে।

মামলার মূল দাবি হল, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় খোলামেলা দৃশ্যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হোক। সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, যে অভিযোগ এসেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট ‘লাইভ ল’ অনুসারে তালিকায় যাদের নাম রয়েছে তারা হল অ্যামাজন প্রাইম, নেটফ্লিক্স, অলটবালাজি, উল্লু ডিজিটাল, গুগল, মেটা, অ্যাপল, এক্স ও মুবি।

আইনজীবী বিষ্ণুশংকর জৈন পাঁচ আবেদনকারীর পক্ষে সওয়ালে জানিয়েছেন, ওটিটি ও সমাজমাধ্যমে অশোভন দৃশ্য দেখানোয় উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়ে বিচারপতি গাভাই কেন্দ্রীয় সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে বলেছেন, আইনগত কোনও পদক্ষেপের ব্যবস্থা করুন। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মেহতা জানিয়েছেন, কিছু অনুষ্ঠান এতটাই ‘বিকৃত’ যে, দু’জন একসঙ্গে বসে তা দেখতে পর্যন্ত পারেন না। তিনি জানান, কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আরও কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের চিন্তাভাবনা চলছে।

জনস্বার্থ সংক্রান্ত এই মামলার আবেদনে এও বলা হয়েছে, আদালত ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স ও ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে অশ্লীলতা রোধে বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ তদারকি ও নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য একটি জাতীয় বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করুক। এর উত্তরে দুই বিচারপতির বেঞ্চ আবেদনকারীকে জানিয়েছে, এই বিষয়টি আইনসভার আওতাধীন।

সোনার দোকানে লুট

কামাখ্যাগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : রাজ্য সড়কের পাশে থাকা সোনার দোকানে দুঃসাহসিক লুটপাটের ঘটনা ঘটল। সোমবার রাত ৮টা নাগাদ কামাখ্যাগুড়ি শহরের শান্তিনগর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, স্বর্ণ ব্যবসায়ী দীপক দেবনাথকে অজ্ঞান করে দোকানে থাকা সমস্ত গয়না, নগদ টাকা সহ তাঁর গলার মালা, আংটি সবকিছু লুট করেছে এক বা একাধিক দুষ্কৃতী।

রবিবার এই শান্তিনগর এলাকাতেই এক আইনজীবীর বাড়ি থেকে সোনার গয়না চুরি হয়েছিল। পরপর দু'দিন চুরির ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা সরব হয়েছেন। এবিষয়ে ওই সোনার দোকান সংলগ্ন আরেক ব্যবসায়ী শান্তনু সাহা বলেন, 'রবিবারই শহরে একটা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এদিন আবার এভাবে লুটের ঘটনায় আমরা রীতিমতো আতঙ্কিত। আমরা এই ঘটনার দ্রুত পুলিশি পদক্ষেপের আর্জি জানাচ্ছি।'

স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যবসায়ীকে ইতিমধ্যে বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনার পর কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'একজন সিনিয়ার পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। রাত পর্যন্ত সেই ব্যবসায়ীর জ্ঞান না ফেরায় তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়নি।'

কামাখ্যাগুড়িতে পরপর এভাবে চুরি ও লুটের ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগে রয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ীরা। কামাখ্যাগুড়ির ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা বলেন, 'পরপর দু'দিন কামাখ্যাগুড়ির মতো জায়গায় এমন ঘটনা খুবই অস্বাভাবিক। আগামীদিনে দোষীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশি নিরাপত্তা এই এলাকায় না বাড়ালে আমরা কামাখ্যাগুড়ির ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।' একই সুরে কামাখ্যাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসূন দত্ত বলেন, 'এধরনের ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন।'

'অভিমান'-এর ফাঁসে কৈশোরে শেষ প্রাণ

বিশ্বজিৎ সরকার ও বিপ্লব হালদার

রায়গঞ্জ ও গঙ্গারামপুর, ২৮ এপ্রিল : অভিভাবকের সঙ্গে তর্কাতর্কি বা বকুনি। আর তাতেই নিজের জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে আনা। তাও আবার বয়ঃসন্ধিতে। এমন অস্বাভাবিক ঘটনায় স্তম্ভিত পরিজনরা। কিন্তু কমছে না এহেন মর্মান্তিক পরিণতি বেড়েই চলেছে শহর থেকে গ্রামে। যার সর্বশেষ সাক্ষী থাকল রায়গঞ্জ আর গঙ্গারামপুর।

সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু নাবালকের। এদিন অর্থাৎ সোমবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে রায়গঞ্জ শহরের দেবীনগর এলাকায়। আবার গঙ্গারামপুরে টিউশনে যাওয়া নিয়ে তাঁর বকুনি যে মেয়ের জীবনে এমন ভয়ানক পরিণতি ডেকে আনবে তা টের পাননি মা। অভিমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু সপ্তম শ্রেণির এক ছাত্রীর।

রায়গঞ্জের ঘটনায় পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত নাবালকের নাম আয়ুস দাস (১২)। শহরের করোনেশন হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। নাবালকের সুইসাইড নোটে বাবা-মায়ের উদ্দেশে স্পষ্ট করে লেখা, 'মা- বাবা তোমরা অনেক ভালো থেকো, আমি চলে যাচ্ছি আমি অনেক খারাপ ছিলাম, আমি জানি আমি পরীক্ষায় অনেক খারাপ করেছি। আর মা কালকে রাতে আমি যা বলেছিলাম সব রেগে গিয়ে বলেছিলাম আমি কিছু জেনেবুঝে বলিনি।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নাবালক এলাকায় খুব ভদ্র ছেলে হিসেবে পরিচিত। তার নেশা ছিল ক্রিকেট খেলা। দিনরাত ক্রিকেট নিয়ে মগ্ন থাকত।

সম্প্রতি স্কুলে প্রথম সামিটিভ পরীক্ষা ছিল। সম্ভবত কম নম্বর পাওয়ায় বাবা- মা পড়ার জন্য বকুনি দেয়। অভিমানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাবা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার কর্মী। মা চন্দনা দাস গৃহশিক্ষিকা। তাঁদের দুই ছেলে, আয়ুস বড়, অপর ছেলের বয়স সাত বছর।

ছবি : এআই

ঘটনার প্রসঙ্গে মৃত নাবালকের বাবা অমিত দাস বলেন, 'ছেলে সুইসাইড নোট লিখে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না।' শোকের আঘাতে মৃত নাবালকের মা বাকরুদ্ধ। ওই নাবালকের মৃত্যুতে শিক্ষকেরাও হতবাক। এদিন বিকেলে দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

গঙ্গারামপুরের ঘটনায় মৃতের নাম বিভা বর্মন (১৩)। ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার সহ গোটা গ্রাম। গঙ্গারামপুর থানার মহারাজপুর গ্রামের বাসিন্দা তপন বর্মন। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতে তপনবাবু শ্রমিকের কাজ করতে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছেন। তাঁর মেয়ে বিভা গঙ্গারামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। সোমবার সকালে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে যাত্তয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে তর্ক হয় বিভার। মা বকাবকি করে। এরপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় মেয়ে। কিছুটা সময় কেটে গেলেও বিভা বের না হওয়ায় মা ডাকাডাকি করে। পরে তিনি চ্যাঁচামেচি করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। প্রতিবেশীরা দরজা ভাঙতে নজরে আসে ঝুলন্ত দেহ। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়।

মৃতের কাকা গৌতম বর্মন শোকস্তব্ধ অবস্থায় বলেন, 'সকালে টিউশন যাওয়া নিয়ে ভাইঝির সঙ্গে বৌদির তর্কবিতর্ক হয়। মা বকাবকি করতে অভিমানে ভাইঝি নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়। এত অল্প বয়সে এমন ঘটনা ঘটাবে ভাবতে পারছি না।'

মৃতের আরেক আত্মীয় সুজন সরকার বলেন, 'বিভা শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। লেখাপড়ায় মেধাবী। হাসপাতালে এনেও বাঁচাতে পারলাম না। আমরা শোকাহত।'

বন্ধ হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস কোর্স

কোচবিহার, ২৮ এপ্রিল : সান্ধ্যকালীন কোর্সে সংস্কৃতের পর এবার বন্ধ হয়ে গেল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগ। পড়ুয়ার অভাবে তিনটি বিভাগ আপাতত দিবা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করে চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দু'বছর আগেও যেখানে স্নাতকোত্তরের সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলিতে পড়ুয়ার সংখ্যা যথেষ্ট ছিল, সেখানে হঠাৎ করে এমন পরিস্থিতি হল কেন? অভিযোগ, কোর্সগুলি চালানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সেভাবে প্রচার করা হয়নি। তাছাড়া, দিবা বিভাগের বেশ কিছু কোর্সে এখনও আসন ফাঁকাই রয়েছে। বিষয়গুলি জানা সত্ত্বেও কেন কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে নজর দিচ্ছে না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আব্দুল কাদের সাফেলির সাফাই, 'সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির ডিপার্টমেন্টাল

পিবিইউ

কমিটি মিটিং করে বিষয়টি আমাদের জানিয়েছে। পড়ুয়া কম থাকায় সান্ধ্যকালীন কোর্স তিনটি দিবা বিভাগের সঙ্গে আপাতত এক করে চালানো হচ্ছে। ডিপার্টমেন্টাল কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চলতি শিক্ষাবর্ষে আপাতত ওই তিনটি বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

মন্দিরে অবাধ প্রবেশ

দিঘা, ২৮ এপ্রিল : জগন্নাথধাম বলতে এখনও আমবাঙালি পুরীই বোঝে। তাই বারবার দিঘার জগন্নাথধামের সঙ্গে তুলনা চলে আসছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের। নামে জগন্নাথধাম। কিন্তু কাগজেকলমে এটি একটি সংস্কৃতি কেন্দ্র মাত্র।

এই নিয়ে বিজেপি বাজার গরম করার চেষ্টা করছে। স্বাভাবিকভাবেই পুরীর সঙ্গে তুলনায় বেশ কিছু বিষয় আলোচনায় আসছে। পুরীর মন্দিরে হিন্দু বাদে অন্য ধর্মের মানুষের প্রবেশাধীকার ছিল না। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকেও নাকি ফিরিয়ে দিয়েছিল পুরীর জগন্নাথ ধাম।

তবে দিঘার জগন্নাথধামে প্রবেশের বাধা থাকছে না কোনও ধর্মের মানুষেরই। শুধু তাই নয়, এখানে থাকবে না পান্ডাদের দাপটও। সরাসরি পুরীর মন্দিরের সঙ্গে এই ধরনের তুলনা টানতে নারাজ ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমন দাস। তিনি জানিয়েছেন, মায়াপুরের মন্দিরের মতো দিঘাতে সুশৃঙ্খলভাবে ও শান্তিতে আপনারা প্রভুর দর্শন করতে পারবেন।

ঝড়-বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট

প্রথম পাতার পর

জয়বীরপাড়া চা বাগানে ছায়াগাছ ছাড়াও কারখানার চালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বীরপাড়ার পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে রাঙ্গালিবাজনা, খয়েরবাড়ি, শিশুবাড়িতেও।

ঝড়-বৃষ্টির প্রভাব আলিপুরদুয়ার শহরেও পড়েছে। এদিন ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভারতনগর এলাকায় বিমল শীলের বাড়ির টিনের চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শোভাগঞ্জ এলাকায় পুরসভার বৈদ্যুতিক চুল্লির সীমানা পাঁচিলের ওপর গাছ ভেঙে পড়ে ক্ষতি হয়েছে। জেলা হাসপাতাল চত্বরে জল জমে থাকতে দেখা যায়। ৬ নম্বর ওয়ার্ডের দেবীনগরের রাস্তায় তারের ওপর সুপারি গাছ ভেঙে পড়ে। পার্ক রোডে গান্ধিমূর্তির সামনে গাছ ভেঙে পড়ে। পুরসভার তরফে দুর্গাবাড়ি মোড়ে জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তোরণ লাগানো হয়েছিল। সেটা ভেঙে পড়ে। হলদিবাড়ি রোডে রেলের আন্ডারপাসে জল জমে যায়।

এই ঝড়বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে ভুট্টা চাষে। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে বিস্তীর্ণ এলাকার ভুট্টা গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাছ নুইয়ে পড়ায় ফলন মার খাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মহাকালগুড়ি, টটপাড়া, শামুকতলা সহ বেশ কিছু এলাকায় ভুট্টার চাষে ক্ষতি হয়েছে।

ফালাকাটা ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রাতের ঝোড়ো হাওয়াতে অনেকের ভুট্টা গাছ নেতিয়ে পড়ে। ভুট্টাখেতে জল জমে যায়। গুয়াবরনগর ও জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেও ভুট্টা চাষে ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাষিরা।

কুমারগ্রাম ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা রাজীব পোদ্দার জানান, ধান সহ অন্যান্য ফসলের তেমন একটা ক্ষতি হয়নি। তবে সেখানেও ভুট্টাখেতের আংশিক ক্ষতি হয়েছে।

দখলদারই নাকি মালিক

ওয়াকফ এস্টেটের জমি যাঁরা দখল করেছেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাস কিন্তু তুঙ্গে। কেউ দখলদারির অভিযোগ মানতেই তো রাজি নন। এদিকে, প্রশাসনের সমীক্ষা তো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কোথায় কতখানি জমিতে দখলদারদের রামরাজত্ব। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ দ্বিতীয় কিস্তি।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড ও জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন জেলায় সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল নিয়ে সমীক্ষা করেছে। জেলা প্রশাসনের সেই সমীক্ষাতেই উঠে এসেছে জমি দখল করে জলপাইগুড়ি শহরের বেগুনটারি মোড়ের এক বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স নির্মাণের কথা। সেই নির্মাণ রয়েছে ১১.০৫ একর জমির ওপর। এদিকে, বেগুনটারির সেই বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সের মালিক অশোক জিন্দালের সাফ কথা, 'এই জমির মালিক তো আমি নিজেই। ওয়াকফের সম্পত্তি বলে কোনও কথা আমার জানা নেই।'

বাস্তব ছবিটা কিন্তু এটাই। দখলদারির বিষয়টি মানতে রাজিই নয় কেউ। জলপাইগুড়ির সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি দখল করে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স থেকে খেলার মাঠ, সরকারি সাহায্যপুষ্ট উচ্চতর বিদ্যালয়, চা বাগান, চাষাবাদের জমি থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, সবই রয়েছে। আর দখলদারদের সকলেরই দাবি, জমি তাদের মালিকানাধীন।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ড থেকে সোনাউল্লার সার্বিক জমির উপর সমীক্ষা রিপোর্ট ২০২২ সালে প্রকাশ করা হয়। আর তার আগে ২০০৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর শুধু জলপাইগুড়ি শহরে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের ১১.৩৭ একর দখল হয়ে যাওয়া

জলপাইগুড়িতে বেগুনটারি মোড়ে ওয়াকফের জমিতে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স।

জমি নিয়ে সমীক্ষা করেছিল। ২০১৭ সালে সেই জমির সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে তারা।

সরকারি সমীক্ষায় যা-ই বলা হোক না কেন, নির্মাণকারীরা তো কিছুতেই অভিযোগ মানছেন না। শহরের ওল্ড পুলিশ লাইনে মিলন সংঘের মাঠ সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জমি। খেলাধুলো থেকে নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি এই মাঠেই করা হয়। মিলন সংঘ ক্লাবের কর্মকর্তা সত্যব্রত দে জানালেন, তিনি যতদূর জানেন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের থেকেই নাকি এই মাঠ লিখিতভাবে তাদের দেওয়া হয়েছে বহু বছর আগেই।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের রিপোর্টে সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন খড়িয়া এলাকায় ৫১.৩২ একর জমি, পাহাড়পুরে ১৫৪.২ একর জমি, ক্রান্তির চ্যাংমারিতে ৯.৭৬ একর জমি, মালবাজারের ডামডিমে ২৪.৫৪ একর জমি, মালবাজারের এক চা বাগান এলাকায় ৪৯ একর জমি, পাতকাটা এলাকায় ২১৭.৭৭ একর জমি দখল হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের মোতয়ালি লুৎফর রহমান জানিয়েছেন, যে জমি বা সম্পত্তি প্রথম থেকে ওয়াকফ এস্টেটের অধীনে ছিল, সেই জমি বা সম্পত্তি কখনও হস্তান্তর হতে পারে না। তা ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবেই থাকে।

রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানান, ওয়াকফ সম্পত্তি যে বা যাঁরা দখল করেছেন, ওয়াকফ আইন অনুসারে তাঁদের সেই জমি এস্টেটকে ফিরিয়ে দিতেই হবে। আর যবে থেকে দখল করে রয়েছেন, তবে থেকে রাজস্ব দিতে বাধ্য হবেন। খুব শীঘ্রই এই নিয়ম কার্যকরী হতে চলেছে।

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পাতকাটায় যে প্রায় দুশো একর জমি দখল হয়ে রয়েছে, তা পুনরুদ্ধার করার জন্য ২০২১ সালে সংশ্লিষ্ট দখলদারকে নোটিশ ইস্যু করেছিল বোর্ড। সেখানেই শেষ। পরবর্তীতে জমি উদ্ধার করতে আর কোনও সরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভীন বলেছেন, 'জেলার ওয়াকফ এস্টেটের জমির হিসেবপত্র খতিয়ে দেখা হবে। তবে তার আগে জেলা প্রশাসনের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ আসতে হবে।'

সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের পাশাপাশি পারিবারিক সূত্রে যুক্ত থাকা নুরুল হোসেন এবং জুম্মা বক্স ওয়াকফ এস্টেটের জমি নিয়েও খোঁজখবর শুরু করেছে ওয়াকফ বোর্ড। জলপাইগুড়ি শহরের বুকে এই দুই ওয়াকফ এস্টেটের প্রচুর জমি বেদখল হয়ে রয়েছে।

আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও, ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবীদের চেম্বার ঘেরাও করে বিক্ষোভের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে বললেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। আদালত ও বিচারপতিকে কুমন্তব্যের অভিযোগে সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি চৈতালি চট্টোপাধ্যায় (দাস)-এর ডিভিশন বেঞ্চে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আদালত ও বিচারপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের আচরণ করা যায় না। রায় পছন্দ না হলে উচ্চতর আদালতে আবেদন করা হোক। কিন্তু এভাবে বিক্ষোভ দেখানো হল কেন? স্পষ্ট ভাষায় বলছি এদের সকলকে চিহ্নিত করতে হবে।' শুক্রবার আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও তাঁর জুনিয়ারদের চেম্বার চত্বর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ২০১৬ সালের এসএলএসটি শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার অতিরিক্ত শূন্যপদে সুপারিশপ্রাপ্ত চাকরিপ্রাপ্তরা। রাতের দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। আইনজীবীদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন চাকরিপ্রার্থীরা।

রোবট-সার্জনে ভরসা নেই

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠছে, তবে কি চিকিৎসা ব্যবস্থায় সার্জনদের প্রয়োজন ফুরোবে? যন্ত্রমানবের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে অপারেশন থিয়েটার? পিছিয়ে পড়বে মানব বুদ্ধিমত্তা? চিকিৎসকরা অবশ্য এটা মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, যন্ত্রকে পরিচালনা করতে হয়। আর সেই পরিচালনার কাজটি করতে সার্জনদের প্রয়োজন পড়বে সবসময়। তবে, রোবটের ব্যবহারে অপারেশন আরও নিখুঁতভাবে হবে, মত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিকের ব্যাখ্যায়, 'ইনস্ট্রুমেন্ট এবং রোবট যতই আসুক সার্জন ছাড়া অপারেশন সম্ভব নয়। তাহলে তো কম্পিউটার আসার পর মানুষের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যেতে পারত। এআই স্কুল-কলেজে এলেও শিক্ষকদের প্রয়োজন হচ্ছে, হবে। আমার মনে হয়, মানবসম্পদ অতুলনীয়। আরও উন্নত রোবট আসবে, নতুন নতুন প্রযুক্তি-মেশিন আসবে, কিন্তু সার্জনদের প্রয়োজন ফুরোবে না।'

সম্প্রতি মেডট্রনিকের হুগো রোবোটিক সহায়তাপ্রাপ্ত সার্জারি (র‍্যাস) সিস্টেম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে, সম্প্রতি র‍্যাস ১৩৭টি ইউরোলজিক্যাল সার্জারি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে প্রোস্টেট, কিডনি এবং মূত্রাশয়ের জটিল অপারেশনও ছিল। তবে, রোবোটিক ত্রুটির কারণে দুটো অস্ত্রোপচারের জন্য পুরোনো পদ্ধতিতে ফিরে যেতে হয়েছিল। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, হুগোর রোবট সার্জারিতে প্রাথমিকভাবে ৮৫ শতাংশ সফল হতে পারে বলে অনুমান করা হলেও বাস্তবে সাফল্য এসেছে ৯৮ শতাংশের বেশি। প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এলন ওই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

যদিও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ইউরোলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তর যুক্তি, 'রোবট অপারেশনকে আরও নিখুঁত করবে, সেটা নিশ্চিত। কারণ, একটা বয়সের পর চিকিৎসকদের হাত কাঁপা সহ নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। রোবটের ক্ষেত্রে তা হবে না। যন্ত্রমানব আদতে উন্নত চিকিৎসায় চিকিৎসকের সহযোগী হতে পারে।' রোবটের দৌলতে অপারেশনে লোকবল কম লাগতে পারে, তাই বলে সার্জনদের পেছনে ফেলতে পারবে না বলে বিশ্বাস বিশ্বজিতের। তাঁর সঙ্গে একমত শহরের অপর বিশিষ্ট সার্জন ডাঃ শৈলজা গুপ্ত।

বদলি ডিআই

আলিপুরদুয়ার, ২৮ এপ্রিল : বদলি হলেন আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) আশানুল করিম। সোমবার শিক্ষা দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিআই আশানুল করিমকে হাওড়ায় কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় আলিপুরদুয়ারের ডিআই হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন রবিন তামাং। তিনি জলপাইগুড়ি জেলায় শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পরমাণু বোমা

প্রথম পাতার পর

বাইরের চাপ যখন বাড়ছে, তখন ঘরে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পাক সরকার। সোমবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের প্রধান শহর ওয়ানায় সরকারপন্থী একটি শান্তি কমিটির দপ্তরে ঘটা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৬। অভিযোগের তির পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন তেহরিক-ই-তালিবানের দিকে। রবিবার ৫৪ জন তেহরিক জঙ্গিকে হত্যার দাবি করেছিল পাক সেনা। এদিনের বিস্ফোরণ তার জবাব বলে মনে করা হচ্ছে। গত সপ্তাহে বালোচিস্তানে সেনা কনভয়ে হামলায় ১০ জওয়ান প্রাণ হারান। ওই ঘটনার দায় নিয়েছে বালোচ বিদ্রোহী জোট।

কোঠিদাড়ার চোখ জুড়োনো সৌন্দর্য মন মাতাচ্ছে প্রকৃতিপ্রেমিকদের।

প্রাণ ভরে শ্বাস নিরিবিলি কোঠিদাড়ায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : পাহাড়ি হাওয়া মন ভালো রাখার অব্যর্থ দাওয়াই। ছুটির দিনে সঙ্গী হোক পরিবার বা প্রিয়জন। দিনে গিয়ে ফিরে আসতে হবে আবার, তাই বেশি দূরে যাওয়ার উপায় নেই। রোহিণী লেক বা পার্কে এখন বড্ড ভিড়। অ্যাডভেঞ্চারে ইচ্ছুক না হলে প্যারাসুট গ্রাউন্ডে যাওয়ার মানে হয় না। চাই নতুন ঠিকানা। নিরিবিলি। দু'চোখ জুড়িয়ে যাবে যে পথে গেলে।

তেমন একটি কোঠিদাড়া। রোহিণী টোলগেট পেরিয়ে বাঁদিকে উঠে যায় খাড়া রাস্তা। সেই পথে উঠতে শুরু করলে কিছুক্ষণ পর দু'পাশে সবুজ গালিচা। ধাপে ধাপে লাগানো চা গাছ। আরও কিছুটা এগোলে রয়েছে ভিউপয়েন্ট। সেখান থেকে নীচে তাকালে রোহিণী লেকটি দেখা যায়। কিছুটা নজর ঘোরালে অনেকটা দূরে সমতলের জনপদ। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোঠিদাড়ার ভিডিও দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন হায়দরপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ দে। রবিবার সপরিবারে এসেছিলেন বেড়াতে। বললেন, 'এত বছর ধরে শিলিগুড়িতে আছি, এই প্রথমবার এলাম এদিকে। স্ত্রী আর বোন তো ছবি তুলেই যাচ্ছে। ভারী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য।'

পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে যত ওপরে ওঠা যায়, প্রাণ খুলে শ্বাস ভরে নেওয়া যায় তত। শিলিগুড়ি শহরের অদূরে রোহিণী জায়গাটি আমাদের প্রত্যেকের কমবেশি চেনা। রোহিণী লেক, পার্ক ছাড়াও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে প্যারাস্যুট গ্রাউন্ড। কেউ কেউ আবার রাস্তার দু'ধারে থাকা ক্যাফে, রেস্তোরাঁগুলোতে একান্তে সময় কাটাতে ভালোবাসেন। এখন কোঠিদাড়া ভ্রমণপিপাসুদের নজর কাড়তে শুরু করেছে। পর্যটকদের দেখে মুখে হাসি ফুটছে এলাকাবাসীর। স্থানীয় অর্থনীতির হালে পানি আসছে। কেউ খুলেছেন ফাস্ট ফুডের ছোট দোকান, কেউবা বিকোচ্ছেন চা।

ভিউপয়েন্টে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলেন দেব দে। তিনি শিলিগুড়ির প্রধাননগরের বাসিন্দা। এই জায়গাটি খুব বেশি প্রচারের আলোয় না আসুক, চাইছেন তিনি। কেন এমন ভাবনা? যুক্তি দিলেন, 'যখন কোথাও আনাগোনা বাড়ে, তখন জায়গাটি নিজস্ব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এখন যে শান্ত, স্নিগ্ধ বাতাবরণ রয়েছে, তা আর থাকবে না।'

তারপর 'তবে মনে হয় না বেশিদিন আড়ালে রাখতে পারব কোঠিদাড়াকে' বলেই হেসে ফেললেন তিনি। এখানে হাতেগোনা কিছু খাবারের দোকান আছে। তবে পর্যটকদের আগ্রহ দেখে অনেকেই ক্যাফে খোলার পরিকল্পনা করছেন। কথা হল স্থানীয় শিরিন লামার সঙ্গে। বলছিলেন, 'মাসছয়েক আগেও এই পথে তেমন বাইরের লোককে দেখতাম না। তুলনামূলকভাবে রোহিণীর অন্যত্র পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ে। তবে এখন ধীরে ধীরে লোক আসতে শুরু করেছে।'

বাড়ির সামনে মোমো, আলুমিমি আর নুডলসের দোকান দেবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছেন সুরোজ দোরজি। তাঁর কথায়, 'বাড়ির সামনে জায়গা রয়েছে। সেখানেই দোকান খুলব। পর্যটকরা এসে খাবারের দোকানের খোঁজ করেন। আশা করছি, আরও ভিড় বাড়লে আমাদের আর্থিক লাভ হবে।' কোঠিদাড়ায় একটি ক্যাফে রয়েছে স্বপন থাপার। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আমাদের ক্যাফে থেকে সমতলের ঘরবাড়ি দেখা যায়। রাত বাড়লে আলোকমালা চোখ জুড়িয়ে দেয়।'

শহর শিলিগুড়ি থেকে ৪৫-৫০ মিনিটের দূরত্ব। ভিউপয়েন্ট ছাড়িয়ে আরও দূরে চলে যায় রাস্তাটি। একাধিক জায়গা থেকে নীচের মনোরম দৃশ্য চোখে পড়ে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন ওঁরা।

ভিডিও পোস্ট করে ধৃত

প্রথম পাতার পর

থানা চত্বরে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। বেলা বাড়তেই বিজেপির নেতা-কর্মীরা আদালত চত্বরে জড়ো হতে থাকেন। দলের নেতার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'বারবিশার এক ব্যবসায়ী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপির একাধিক মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করলে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ হন। তাঁদের রোষ থেকে বিপ্লব সেই ব্যবসায়ীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। অথচ পুলিশ শাসকদলের নেতাদের কথামতো বিপ্লবকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া ব্যবস্থা নেয়নি। পুলিশ দলদাসের

ধৃত বিজেপি নেতা।

মতো কাজ করছে।'

আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী অবশ্য বলেছেন, 'অভিযুক্ত ব্যবসায়ী ও বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপ্লবের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়। উসকানিমূলক মন্তব্য করার মতো অভিযোগ রয়েছে। এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সময় বিপ্লব দাবি করেন, এসবই পুলিশ ও তৃণমূলের চক্রান্ত।

সম্প্রতি একটি সভা থেকে তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বিপ্লবের ভিডিও নিয়ে সরব হয়েছিলেন। বিজেপির অভিযোগ, প্রকাশের নির্দেশেই নাকি পুলিশ পদক্ষেপ করেছে। তবে প্রকাশ বলেন, 'কেউ দোষ করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেই বিজেপির নেতা তা না করে আইন নিজের হাতে নিয়েছেন। একজনকে এলাকা ছাড়তে বলেছেন। তারপরেই পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নিয়েছেন।'

ইতিহাস পালটে দিতে মরিয়া

প্রথম পাতার পর

যাঁরা মনে করেছিলেন রাম মন্দির হয়ে যাওয়ার পর বিজেপি এবার হিন্দুবাদী 'কারিয়াক্রমে' ক্ষান্তি দেবে তাঁরা ডাহা ফেল। তাদের মাথা সতত সচল। মাথা খাটিয়ে নানারকম পন্থা খুঁজে বের করায় নাগপুরের জুড়ি মিলবে না। একটার পর একটা ইস্যু ঝুলি থেকে বেরোতে থেকেছে। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ করা থেকে তিন তালাক, ওয়াকফ- বলতে গেলে এক হিন্দুরাষ্ট্র বাদে প্রায় সব অ্যাজেন্ডা পুরো হয়েছে। যখন এসব ভেবে মনে করা হচ্ছে অতঃকিম, তখনই আসছে অন্য কিছু।

এবার হিন্দুত্ব এসেছে সনাতনী চেহারায়। আদর্শ হিন্দু বাস করবেন হিন্দু নামের শহরে। মাছমাংস বর্জন করে হবেন শাকাহারি। মদ ছোঁবেন না। নিত্য গঙ্গাস্নান করবেন। যদি কখনও ভেবে থাকেন এইবার হিন্দুত্বের জিগিরে টান পড়তে চলেছে তাঁরা ভুল ভেবেছেন। একদিকে তাদের 'এক' তত্ত্ব -- এক দেশ, এক নির্বাচন, এক নেতা, এক ধর্ম, এক জীবনযাপন, অন্যদিকে দেশজুড়ে নাম বদলের হিড়িক। যেখানে যত মোগল আমলের শহরের নাম আছে সব বদলে দাও। মুসলিম নাম বদল করে ইতিহাসের শুদ্ধিকরণ চলছে। আগেই যোগীজির রাজ্যে এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই হয়েছে দীনবন্ধু উপাধ্যায় স্টেশন, ফৈজাবাদ মুছে অযোধ্যা, মুস্তাফাবাদ হয়েছে রামপুর, গুরগাঁও গুরুগ্রাম। বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় সেখানে একই কায়দা। তাদের মতে, এটা হিন্দুদের সাংস্কৃতিক অতীতকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা। জনগণ এটাই চাইছে।

তবে যোগীজির রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে পুষ্কর সিং ধামির উত্তরাখণ্ড। সে রাজ্যে নাম বদলের হিড়িক অনেক বেশি। ইংরেজ নাম ম্যাকলয়েডগঞ্জ অবিকৃত রয়ে গেলেও রেহাই নেই মহম্মদপুরের। তার নতুন নাম হয়েছে গুরু গোবিন্দ সিং নগর। মহম্মদপুর জাট এখন মোহনপুর জাট। খানপুর কুরসালি হয়েছে আম্বেদকরনগর। ইদ্রিসপুর এখন নন্দপুর, খানপুর শ্রীকৃষ্ণপুর, আকবরপুর ফজলপুর এখন বিজয়নগর। নবাবি রোডের নাম বদলে অটল মার্গ, সুলতানপট্টিনগর পঞ্চায়েতের নতুন নাম কৌশল্যাপুরী। উত্তরাখণ্ডের চার জেলায় অন্তত পনেরো জায়গা বা রাস্তার নাম পালটে গিয়েছে। নাম বদলের উদ্যমে এখন গেরোয় পড়েছেন পুষ্কর।

উত্তরাখণ্ডের মিয়াওয়ালার নাম বদলাতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়েছেন তিনি। নবাব, সুলতানের মতো মিয়াও মুসলিম বলে ধরে নিয়েছিল সে রাজ্যের প্রশাসন। সেখানকার রাজপুতরা বেজায় ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলছেন, মিয়াওয়ালা মোটেই মুসলিম নাম নয়। রাজপুতদের উপাধি। গাড়োয়াল, কুমায়ুনের রাজারা মিয়াওয়ালা রাজপুতদের নিয়োগ করতেন কঠিন যুদ্ধ জেতার জন্য। তাঁরা হইচই বাধিয়েছেন। নাম বদল নতুন কিছু নয়। ক্যালকাটাকে কলকাতা, মনুমেন্টকে শহিদ মিনার, ধর্মতলা স্ট্রিটে লেনিন সরণি করা হয়েছে। বিস্তর রাস্তা, পার্কের নামও বদলানো হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় এসে কলকাতা বন্দরের নাম দিয়েছে শ্যামাপ্রসাদের নামে, চাপা পড়ে গিয়েছে আগের সুভাষচন্দ্র বসুর নাম। তবে বেছে বেছে মোগল বা মুসলিম নামের শহরগঞ্জের নাম বদলানোর এই অভিযান একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনেই। বিশদে বলা নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা ভেবেছিলেন বিজেপি ফুরিয়ে যাবে, তাদের কর্মসূচি একটা সময়ে ফুরিয়ে যাবে, তাঁরা ভুল বুঝেছেন। তাদের আইডিয়ায় টান পড়েনি। আর হাতের পাঁচ পহলগাম তো রইলই।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
CAJS 13
২৯ এপ্রিল ২০২৫

স্টার্ক-রাহুল ‘কাঁটা’ নিয়ে নাইটদের আজ দিল্লি অভিযান

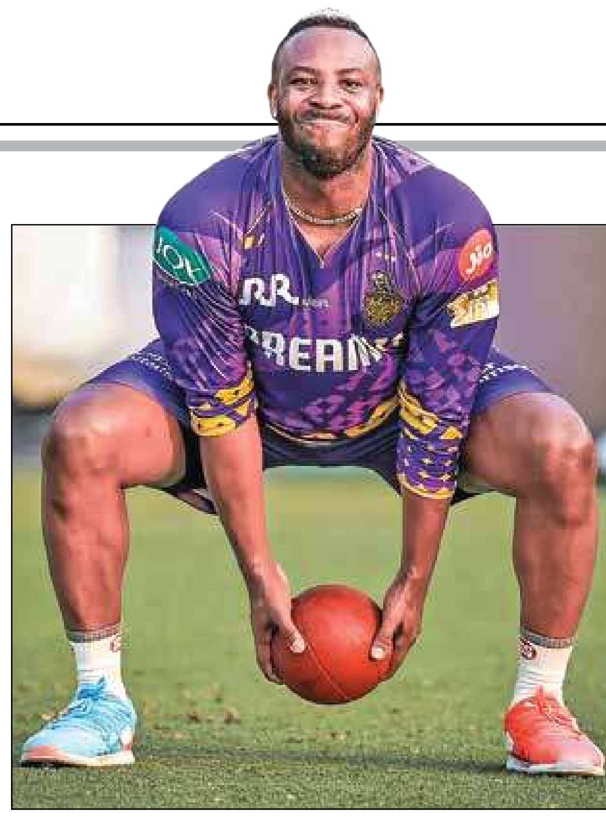

দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচের আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে আন্দ্রে রাসেল। নয়াদিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সোমবার।

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন। প্রায় ভেন্টিলেশনে ঢুকে গিয়েছে রোগী। এহেন রোগীর বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

কিন্তু কথাতেই তো রয়েছে, আশায় বাঁচে চাষা। সেই ‘চাষা’ এখন আজিঙ্কা রাহানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে রাহানের দলের কিছুই ঠিকমতো চলছে না। সাজঘরের ক্রিকেটীয় পরিকল্পনা মাঠে কার্যকর হচ্ছে না। কখনও প্রকৃতির রোষেও পড়তে হচ্ছে। যার উদাহরণ, ঘরের মাঠে দিন দুয়েক আগে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ। যেখানে খেলা বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার ফলে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় কেকেআর-কে। সঙ্গে দলের ব্যাটিংয়ের ‘শনির’ দশা কেটেছে কিনা, সেই প্রশ্নের জবাবও জানে না ক্রিকেটমহল।

এমন অবস্থার মধ্যে মঙ্গলবার রাজধানীর অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে কেকেআর। কালকের ম্যাচের আগে দুই দলের পরিস্থিতি, আবহ সম্পূর্ণ আলাদা। গত রাতে ঘরের মাঠে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে গিয়েছেন অক্ষর প্যাটেলরা। সেই হারের ‘খলনায়ক’ হিসেবে সামনে এসেছে দিল্লি শিবিরে থাকা বাংলার দুই প্রতিনিধি অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার। অভিষেক বাউন্ডারিতে ফিল্ডিংয়ের সময় ক্রুণাল পান্ডিয়ার সহজ ক্যাচ মিস করেছিলেন। আর ডেথ ওভারে নিয়মিতভাবে ফুলটস বোলিং করে বেঙ্গালুরুর জয় নিশ্চিত করে দেন দিল্লির মুকেশ। কেকেআরের বিরুদ্ধে রাজধানী ফ্র্যাঞ্চাইজির দলে থাকা বাংলার দুই প্রতিনিধি কেমন করেন, সেদিকে নিশ্চিতভাবেই নজর থাকবে ক্রিকেট সমাজের।

যদিও ক্রিকেটীয় বিচারে নাইটদের সামনে ‘কাঁটা’ হিসেবে হাজির লোকেশ রাহুল ও মিচেল স্টার্ক। চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে রাহুল দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। নিয়মিতভাবে ভরসা দিচ্ছেন দিল্লি ক্যাপিটালসকে। ৮ ম্যাচে ৩৬৪ রান যার প্রমাণ। এহেন রাহুল মঙ্গলবারও নাইটদের সামনে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য তৈরি। আর রয়েছেন প্রাক্তন নাইট স্টার্ক। শেষ মরশুমে স্টার্ক ছিলেন কেকেআরে। অদ্ভুতুড়ে কারণে স্টার্ককে রিটেইন করেনি নাইট কর্তৃপক্ষ। সেই স্টার্ককে আগামীকাল সামলাতে হবে রাহানে, ভেঙ্কটেশ আইয়ারদের। পারবেন ছন্দহীন নাইট ব্যাটাররা? আজ সন্ধ্যার দিকে অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে কেকেআরের জোরে বোলার হর্ষিত রানা খুব একটা ভরসা দিতে পারেননি। বলেছেন, ‘দল হিসেবে খুব একটা ভালো জায়গায় নেই আমরা। এমন অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য জয় প্রয়োজন আমাদের। দেখা যাক আগামীকাল কী হয়।’

গম্ভীরকে ‘মিস’ করছেন হর্ষিত

হর্ষিতের কথাতেই স্পষ্ট, নাইট শিবিরের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। শুধু তাই নয়, শেষবার দল যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই সময় মেন্টর গৌতম গম্ভীরের ভূমিকা ছিল বিশাল। গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর। ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের বাইরে নাইটদের অন্দরে গম্ভীরকে এখন ‘মিস’ করছেন হর্ষিত। তাঁর কথায়, ‘আমাদের দলে অনেক বদল হলেও কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরা প্রায় একই রয়েছেন। অভিষেক নায়ারও ফিরে এসেছেন। শুধু গোতিভাই নেই। দলের অন্দরে ওঁর একটা প্রভাব ছিল। সেটা এবার নেই। যদিও এমন ভাবনাটা একেবারেই ব্যক্তিগত আমার। কিন্তু এটাই আমার বিশ্বাস।’ গম্ভীরের অনুপস্থিতি নাইটদের অন্দরে যে প্রভাব ফেলেছে ভালোরকম, সেই কথা কারও অজানা নয়। হর্ষিত বিষয়টি নিয়ে আজ শুধু মুখ খুলেছেন। তাছাড়া হর্ষিত তাঁর ঘরের মাঠে (দিল্লির ছেলে হর্ষিত) খেলতে নামার আগে নাইটদের নয়া শুরুর বার্তাও দিয়েছেন আজ। কিন্তু সেই বার্তার পরও কোচ চান্দু স্যরের সঙ্গে মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ক্রিকেট দর্শনের বিভাজন দলের অন্দরে বিস্তর সমস্যা তৈরি করে দিয়েছে। যার শেষটা কী হয়, সেটাই দেখার।

৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্টে থাকা কেকেআর কীভাবে আগামীকাল নয়া শুরু করবে, সময়ই তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে কুলদীপ যাদবদের বিরুদ্ধে দলের ব্যাটিং অর্ডার থেকে শুরু করে কম্বিনেশন, সবকিছু নিয়েই প্রবল অস্বস্তিতে রয়েছেন রাহানেরা। কোচ পণ্ডিতের স্ট্র্যাটেজিরও সমালোচনা চলছে। সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তীর রহস্য স্পিনে যে রোজ সাফল্য আসবে না, সেটাও প্রমাণিত। তাই ‘মঙ্গলে শনির দশা’ কেটে নাইটদের নতুন শুরু হয় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ
দিল্লি ক্যাপিটালস
বনাম
কলকাতা নাইট রাইডার্স
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

মুখোমুখি
ম্যাচ ৩৪
কলকাতা নাইট রাইডার্স ১৮
দিল্লি ক্যাপিটালস ১৫
একটি ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছিল

ভারতের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন আফ্রিদি

ইসলামাবাদ, ২৮ এপ্রিল : পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তলানিতে। দুই দেশই এখন যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়ে চলছে। এরমধ্যে পহলগাম হত্যাকাণ্ড নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন পাক তারকা শাহিদ আফ্রিদি। তিনি পরিষ্কার ভারতের ওপরে দোষ দিয়েছেন। এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি বলেছেন, ‘এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা পহলগামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আট লক্ষ ভারতীয় সেনার একজনকেও সেইসময় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে। পরে দোষটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘কোনও দেশ বা ধর্ম সন্ত্রাষবাদকে সমর্থন করে না। আমরা সবসময় শান্তি চাই। ইসলাম আমাদের শান্তির শিক্ষা দিয়েছে। আর পাকিস্তানও এই ধরনের কার্যকলাপকে সমর্থন করে না।’

এদিকে, পহলগাম হত্যাকাণ্ডের জেরে ১৬টি পাকিস্তানি চ্যানেলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারমধ্যে প্রাক্তন পাক তারকা শোয়েব আখতারের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলটিও রয়েছে।

পহলগাম হত্যাকাণ্ড

এক ঘণ্টা ধরে সন্ত্রাসবাদীরা পহলগামে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আট লক্ষ ভারতীয় সেনার একজনকেও সেই সময় সেখানে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত নিজেরাই নিজেদের লোককে হত্যা করেছে। পরে দোষটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

শাহিদ আফ্রিদি

খুচরো রানে ভরসা রেখেছিলাম : কোহলি

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : আইপিএল ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে টানা ছয়টি অ্যাওয়ে ম্যাচ জয়। ১০ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছে প্লে-অফের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া। এবারের আইপিএলে রূপকথা লিখছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তাদের এহেন রঙিন কাহিনীর অন্যতম লেখক বিরাট কোহলি। ১০ ম্যাচে হাফডজন অর্ধশতরানের সঙ্গে ৪৪৩ রান নিয়ে বর্তমানে কমলা টুপির মালিক তিনি। ছয়টির মধ্যে বিরাটের পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরি এসেছে রানতাড়ায় নেমে।

রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ২৬/৩ পরিস্থিতি থেকে নিজে অর্ধশতরান করার পাশাপাশি ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে ১১৯ রানের জুটিতে বৈতরণি পার করে দেন বিরাট। ম্যাচ শেষে ছোটবেলার কোচ রাজকুমার শর্মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। ঘরের মাঠে জয়ের সঙ্গে দিল্লির বিরুদ্ধে বদলা নেওয়ার স্বস্তি নিয়ে বিরাট বলেছেন, ‘পিচ ও পরিস্থিতির বিচারে দুর্দান্ত জয়। অন্য ম্যাচের চেয়ে এদিন পিচের চরিত্র একেবারে আলাদা ছিল। জানতাম বাউন্ডারি মারা কঠিন হবে। তাই সিঙ্গলস, ডাবলসে ভরসা রেখেছিলাম। যাতে রানতাড়ায় পিছিয়ে না পড়ি। মানুষ পার্টনারশিপের গুরুত্ব ভুলে যায়। কিন্তু আমরা পার্টনারশিপের মাধ্যমে বিপক্ষের উপর চাপ বজায় রাখতে চেয়েছিলাম।’

২০১৬ সালের পর আইপিএলে পঞ্চাশের গণ্ডি পার করলেন ক্রুণাল। হার্দিক পান্ডিয়ার দাদার প্রশংসা করে বিরাট বলেছেন, ‘ক্রুণাল অসাধারণ খেলল। জানতাম ম্যাচে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা ওর রয়েছে। সেটা সঠিক সময়ে এল। রানতাড়ার সময় ক্রুণাল বলেছিল, সুযোগ পেলে ও বড় শট নেবে। যা আমার চাপ কমিয়ে দেয়।’

২০ বার ইংল্যান্ড সেরা হয়ে মাঠেই শ্যাম্পেন-স্নানে কোচ আর্নে স্লটকে ভেজালেন লিভারপুলের ভার্জিল ভ্যান ডায়েক-রায়ান গ্রাভেনবার্চরা।

ক্লপকে ‘ধন্যবাদ’ জানালেন স্লট

লিভারপুল, ২৮ এপ্রিল : গত বছরের জুন মাস। লিভারপুল কোচ হিসেবে নিজের বিদায়ি ম্যাচে পরবর্তী কোচ আর্নে স্লটের নামে স্লোগান দিয়েছিলেন জুরগেন ক্লপ। এবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জেতার পর পালটা সম্মান জানালেন বর্তমান লিভারপুল কোচ স্লট। টটেনহাম হটস্পার ম্যাচের পরেই তাঁর গলায় শোনা গেল জুরগেন ক্লপের জয়ধ্বনি।

এখানেই থেমে থাকেননি, ম্যাচের পর ক্লপকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন স্লট। তিনি বলেছেন, ‘এই দলটা ক্লপের হাতে তৈরি। দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে গিয়েছেন তিনি। এটা আমাকে খেতাব জিততে অনেক সাহায্য করেছে। তাই ক্লপকে ধন্যবাদ জানানোর দরকার ছিল।’ ইপিএলে নিজের প্রথম মরশুমেই খেতাব জিতেছেন স্লট। ইপিএলের ইতিহাসে তিনিই পঞ্চম কোচ হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

‘রেডস’ কোচ হিসেবে নিজের প্রথম শিরোপা জেতার পর উচ্ছ্বসিত স্লট বলেছেন, ‘আমি প্রচণ্ড খুশি। লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য এই মরশুমে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। তারই ফল পেয়েছি।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অনুভূতিটাই আলাদা। কয়েক বছর আগে আমি স্বপ্ন দেখতাম, একদিন লিভারপুলের কোচ হব। যখন দায়িত্ব পেয়েছিলাম, তখন নিজেকে গর্বিত মনে হয়েছিল। আর এখন এই ক্লাবের ইতিহাসের একটা অংশ হয়ে গিয়েছি।’

লিভারপুলে আসার পর এটাই মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহর দ্বিতীয় লিগ খেতাব। প্রথমবার জিতেছিলেন ২০২০ সালে। তখন করোনার জন্য সমর্থকদের সঙ্গে উৎসব করতে পারেননি তিনি। তবে এবারের লিগ জয়কে স্পেশাল মনে করছেন মিশরীয় তারকা। সালাহ বলেছেন, ‘এইবারের খেতাব জয়টা গতবারের থেকেও বেশি আনন্দের। এই অনুভূতিটা শুধু আমার একার নয়, সমর্থকদেরও।’

ম্যাচ বেড়ে ৯৪ হওয়ার ইঙ্গিত ধুমলের

নয়াদিল্লি, ২৮ এপ্রিল : সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি এখনও। বড় অঘটন না হলে ২০২৮ সালের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দলের সংখ্যা না বাড়লেও ম্যাচের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। ৭৪ থেকে বেড়ে মোট ম্যাচের সংখ্যা ৯৪ হতে পারে বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের প্রধান অরুণ সিং ধুমল আজ এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘বিসিসিআইয়ের অন্দরে আমরা এই ব্যাপারে কথা বলেছি। আইসিসি-র সঙ্গেও কথা চলছে। হয়তো এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে ২০২৮ সালের আইপিএল থেকে ম্যাচের সংখ্যা বেড়ে ৯৪ হতেই পারে।’ ম্যাচের সংখ্যা বাড়লেও দলের সংখ্যা আপাতত বাড়ানো হচ্ছে না বলেই জানা গিয়েছে।

২০২২ সাল থেকে আইপিএল দশ দলের প্রতিযোগিতা। মাঝে কয়েক বছর পার। সময়ের সঙ্গে দশ দলের আইপিএল আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কিন্তু দশ দলের প্রতিযোগিতায় ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর দাবি উঠছিল শুরু থেকেই। না হলে হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে সব দল একে অপরের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছিল না। সেই সমস্যা মেটানোর জন্যই আপাতত আইপিএলে ম্যাচের সংখ্যা বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ধুমল বলেছেন, ‘ম্যাচের সংখ্যা ৭৪ থেকে বাড়িয়ে ৯৪ করতে হলে আমাদের আরও বেশি সময় প্রয়োজন হবে। আইপিএলের জন্য উইন্ডোর সময় আরও দীর্ঘ করতে হলে বোর্ডের পাশাপাশি আমাদের আইসিসি-র সঙ্গেও আলোচনা করে ওদের অনুমতি নিতে হবে। দ্রুত বিষয়টা চূড়ান্ত করার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।’

আইপিএল ২০২৮

আইপিএলের জন্য উইন্ডোর সময় আরও দীর্ঘ করতে হলে বোর্ডের পাশাপাশি আমাদের আইসিসি-র সঙ্গেও আলোচনা করে ওদের অনুমতি নিতে হবে। দ্রুত বিষয়টা চূড়ান্ত করে ফেলার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।

অরুণ ধুমল

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে সবাধিক উইকেট সংখ্যায় লাসিথ মালিঙ্গাকে পেরোনোর পর সাজঘরে আদর্শের সঙ্গে জসপ্রীত বুমরাহ।

মালিঙ্গা এখনও আমার চেয়ে ভালো : বুমরাহ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ২০১৪ সালে বিরাট কোহলিকে এলবিডব্লিউ করে শুরু। মাঝের সময়ে শুধু আইপিএল বা ভারত নয়, ক্রিকেটেরই মহার্ঘ সম্পত্তি হয়ে উঠেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। রবিবার শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন তারকা লাসিথ মালিঙ্গাকে টপকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে সর্বাধিক ১৭৪ উইকেটের মালিক হয়ে যান তিনি। নতুন কীর্তি গড়েও প্রাক্তন সতীর্থ ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বর্তমান বোলিং কোচ মালিঙ্গাকে নিজের চেয়ে ভালো মানছেন বুমরাহ।

লখনউ সুপার জায়েন্টসকে হারিয়ে আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে ১৫০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড গড়েছে মুম্বই। এবারের লিগে টানা পাঁচ জয়ে প্লে-অফের স্বপ্নকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে তারা। রবিবার ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের জন্য ড্রেসিংরুমে বুমরাহকে সেরা বোলারের পুরস্কার দেন ট্রেন্ট বোল্ট। বুমরাহকে জড়িয়ে ধরেন মালিঙ্গাও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের তরফে যে ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। আলিঙ্গনের মাঝে বুমরাহ বলেছেন, ‘মালিঙ্গা এখনও আমার চেয়ে ভালো।’ যা শুনে মালিঙ্গা বলেছেন, ‘বুমরাহই বিশ্বের সেরা।’

এদিকে, সমালোচকদের একহাত নিলেন বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন। লখনউয়ের বিরুদ্ধে বুমরাহ উইকেট নেওয়ার পরেই গ্যালারিতে বসে থাকা সঞ্জনা ও তাঁর ছেলে অঙ্গদের দিকে ক্যামেরা তাক করে। সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদের দুই হাত উপরে তুলে ধরেন সঞ্জনা। এই ঘটনার পর অঙ্গদকে নিয়ে অনেকে মশকরা করেন। যার জবাবে সঞ্জনা লিখেছেন, ‘আমাদের ছেলে আপনাদের বিনোদনের বিষয় নয়। আমি ও জসপ্রীত অঙ্গদকে সমাজমাধ্যম থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। আমি জানি ক্যামেরাভর্তি একটা স্টেডিয়ামে একটা বাচ্চাকে নিয়ে যাওয়ার ফল কী হতে পারে। কিন্তু সকলকে বুঝতে হবে যে আমি আর অঙ্গদ শুধুমাত্র জসপ্রীতকে সমর্থন করতেই স্টেডিয়ামে যাই।’

নিজের ফর্ম নিয়ে ভাবছেন না ঋষভ

মুম্বই, ২৮ এপ্রিল : ৯ ম্যাচে ১১০ রান। গড় মাত্র ১২.২২। স্ট্রাইক রেট ৯৮.২১। আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে দামি (২৭ কোটি) ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের চলতি মরশুমে ব্যক্তিগত পারফরমেন্স এটাই।

প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে চেকের বড় অঙ্কই কি চাপে ফেলেছে ঋষভকে?

লখনউ সুপার জায়েন্টস অধিনায়ক অবশ্য ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নিয়ে কাটাছেঁড়া ভালো চোখে দেখছেন না। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের পর বলেছেন, ‘দল যখন ভালো খেলছে না তখন সেটা নিয়েই ভাবনাচিন্তা করা উচিত। কারণ শেষপর্যন্ত ক্রিকেট দলগত খেলা। হ্যাঁ, একজন ক্রিকেটার ফারাক গড়তে পারে। তবে আমার মনে হয় না বারবার একজনের ওপর প্রশ্ন তোলা ঠিক হবে।’

তবে সময় যে খারাপ তা মানছেন ঋষভ, ‘ফর্ম নিয়ে খুব বেশি ভাবছি না। কারণ কোনওকিছুই যখন ঠিক যায় না, তখন নিজের মধ্যেই নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেটা আপনি করতে চাইবেন না।’

মুম্বই ম্যাচে হারের সঙ্গে গোদের উপর বিষফোড়া হিসেবে ঋষভের চিন্তা বাড়িয়েছে মন্থর ওভার রেট। তাঁকে দিতে হবে ২৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ। তবে খারাপ সময়ে ঋষভ পাশে পেয়েছেন মেন্টর জাহির খানকে, ‘ও দলের নেতা। তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমি নিশ্চিত ব্যাটিংয়ে দল ওর থেকে যে নির্ভরতা চাইছে তা দ্রুত পাওয়া যাবে।’

টানা দুই ম্যাচে দুই অঙ্কের রান পাননি ঋষভ পন্থ। এবারের আইপিএলে ৯ ম্যাচে করেছেন ১১০ রান।

মেন্টর এনরিকের সামনে আজ আর্তেতা

লন্ডন, ২৮ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে জয়। তাও ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজা’ রিয়াল মাদ্রিদের বিরুদ্ধে। আর্সেনাল খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে প্যারিস সাঁ জাঁ-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলতে নামছে মিকেল আর্তেতার ছেলেরা। ক্লাবের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত ইউরোপ সেরার স্বাদ পায়নি আর্সেনাল। এবার কিন্তু সেই সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে রিয়ালকে হারানোর পর আলাদা আত্মবিশ্বাস নিয়েই মাঠে নামবে ডেকলান রাইসরা।

তবে প্রতিপক্ষের নাম পিএসজি। যার কোচ আর্তেতারই মেন্টর লুইস এনরিকে। এনরিকের অধীনে তারাও খেতাবের লক্ষ্যে দৌড়াচ্ছে। কয়েক বছর আগে ফাইনালে উঠেও শেষরক্ষা হয়নি ফরাসি ক্লাবটির। এবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে বর্তমান ইপিএল জয়ী লিভারপুল এবং অ্যাস্টন ভিলাকে হারিয়ে শেষ চারে উঠেছে এনরিকের দল। সেমিফাইনালে আরেক ইংলিশ জায়েন্টদের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসী তারাও। বিশেষ করে দলে যখন বড় কোনও চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। পূর্ণশক্তির দল নিয়েই লন্ডনের মাটিতে পা রেখেছে ফরাসি ক্লাবটি।

এদিকে রিয়ালকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী হলেও দলে চোট-আঘাতের সমস্যা রয়েছে আর্সেনালের। এমনিতেই লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে রয়েছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস, কাই হাভার্জের মতো তারকারা। নির্ভরযোগ্য মিডিও জর্জিনহোকেও পাবেন না মিকেল আর্তেতা। এছাড়াও সাসপেনশন থাকায় এই ম্যাচে নেই থমাস পার্টি। এছাড়াও বেন হোয়াইটের খেলা নিয়েও সংশয় রয়েছে। এতকিছুর পরেও ঘরের মাঠে জয় পেতে মরিয়া মিকেল আর্তেতার দল। রিয়ালের বিরুদ্ধে ‘বেন্ড ইট লাইক ডেকলান’ এর সৌজন্যে কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে দাপুটে জয় পেয়েছিল আর্সেনাল। এই ম্যাচেও ডেকলান জাদু দেখার অপেক্ষায় আর্সেনাল সমর্থকরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
আর্সেনাল বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

প্রস্তুতিতে বাগান

কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : সুপার কাপের সেমিফাইনালের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সোমবার বিকেলে ভুবনেশ্বরে কোচ বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে গা ঘামালেন সুহেল আহমেদ বাটরা। এফসি গোয়া-পাঞ্জাব এফসি কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচ দেখেছিলেন মোহন কোচ। মানোলো মার্কুয়েজের দলের শক্তি-দুর্বলতা তাঁর নোটবুকে উঠে গিয়েছে। সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন বাস্তব রায়। এদিন সেই অনুযায়ী অনুশীলন করিয়েছেন তিনি।

বিরোধীগোষ্ঠীর প্রচারে নামতে চলেছেন টুটু বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ এপ্রিল : মোহনবাগান ক্লাবের নির্বাচনি প্রচারে সরাসরি অংশ নিতে সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা স্বপনসাধন বসুর (টুটু)।

ক্রমশ চড়ছে সবুজ-মেরুনের পারদ। বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর সচিব দেবাশিস দত্ত ও বিরোধীপক্ষ অর্থাৎ প্রাক্তন সচিব সৃঞ্জয় বসুর কেউই যে এবার বিনা যুদ্ধে ক্লাবের জমি ছাড়তে রাজি নন, তা ক্রমশ পরিষ্কার হচ্ছে। মঙ্গলবার পর্যন্ত সদস্যপদ নবীকরণ প্রক্রিয়া জারি রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন পরিচালন কমিটি। তবে তার জন্য বসে না থেকে ইতিমধ্যেই প্রচারের কাজ শুরু করে দিয়েছেন দেবাশিস ও সৃঞ্জয় গোষ্ঠী। প্রায় প্রতিদিনই মোহনবাগান সদস্য অধ্যুষিত অঞ্চলে দুই পক্ষই সভা করে চলেছে। শুধু তাই নয়, ক্লাবের নেতৃত্ব স্থানীয়দের বাদ দিলে অনুগামীদের দলবদলও চলছে পাল্লা দিয়ে। আজ এই পক্ষের সভায় যোগ দিয়েই অন্যপক্ষের দিকে চলে যেতে দেখা যাচ্ছে বহু অনুগামীকে। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও চলছে চাপানউতোর ও একে অন্যকে দোষারোপ।

এসবের মধ্যেই ‘কাহানি মে টুইস্ট’-এর মতো উঁচুতলাতেও হঠাৎই যেন সুর-তাল কাটা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বসু পরিবারের অন্দরের ভাঙন প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সৃঞ্জয়ের ছোট ভাই সৌমিক বসু বর্তমান কমিটিতে শুরু থেকেই আছেন। এবার সৌমিক প্রচার শুরু করেন দেবাশিস গোষ্ঠীর হয়ে। এমনকি একদিন আগে এরকমই এক সভায়, তিনি এই বর্তমান কমিটির সাফল্যের কথা তুলে ধরে কেন এই কমিটিরই ফের ক্ষমতায় থাকা উচিত সেকথাও বলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত টুটু বসুর এই পদত্যাগ এবং সরাসরি নির্বাচনি প্রচারে নামার সিদ্ধান্ত বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছে। এদিন ক্লাব সচিব ও কমিটির সদস্যদের পাঠানো এক চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘আমরা সবাই জানি যে মোহনবাগান ক্লাবে নির্বাচন আসন্ন... এই আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে আমি একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাই... মোহনবাগান ক্লাব আমার কাছে মাতৃসম... মোহনবাগান চিরকাল আমার হৃদয়ের বাঁদিকে ছিল, আছে, থাকবে। আমি এতদিন একনিষ্ঠ সেবায়েতের মতো ক্লাবের নিত্যপুজো করেছি... ক্লাবের নির্বাচন যেহেতু দোরগোড়ায় তাই সদস্যদের উদ্দেশ্যে আমারও কিছু বলা দরকার। কারণ কোন কমিটি আসবে, তাতে কারা থাকবেন, তা ঠিক করবেন সদস্যরা। কিন্তু সভাপতির চেয়ারে বসে থেকে সেই কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আসলে সভাপতির চেয়ার থেকে কোনও এক পক্ষের প্রচার করা উচিত নয়... তাই ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে তা আমি নির্দ্বিধায় আমার প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।’

তাঁর এই চিঠির পরেই বিরোধী গোষ্ঠীতে উল্লাস চোখে পড়ছে। সৃঞ্জয় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘টুটু বসু আমাদের হয়ে যদি প্রচারে নামেন, সেটা অবশ্যই আমাদের সৌভাগ্য।’ তবে তিনি সৌমিক-প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাননি। দেবাশিস দত্তর বক্তব্য জানা যায়নি কারণ তিনি ফোন ধরেননি। টুটু বসুর বক্তব্যেই পরিষ্কার তিনি সৃঞ্জয় গোষ্ঠীর হয়ে সরাসরি প্রচারে নামতে চলেছেন। এদিনের এই পদত্যাগপত্র বিরোধী গোষ্ঠীর মাস্টারস্ট্রোক বলে মনে করা হচ্ছে।

মোহনবাগান-সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা

ঠিক করেছি, মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেব আমি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, দয়া করে আমার ইস্তফাপত্র গ্রহণ করবেন। যাতে আমার মন যা বলছে তা আমি নির্দ্বিধায় আমার প্রিয় সদস্যদের বলতে পারি।

-টুটু বসু

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

Dear Arjun / Daidu : Many Happy Returns of the Day. God Bless You. Deb Roy / Dutta Family.

রিও-র (তনিষ্ক) : শুভ জন্মদিনে অনেক আদর ও আশীর্বাদ রইল। -বাবা ও মুনামুনা।

বিবাহবার্ষিকী

সুবোধ পাল (৮৯) ও প্রতিমা পাল (৮২) : তোমাদের ৬৫তম বিবাহবার্ষিকীতে বক্সিরহাট সুভাষপল্লির পাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। বিকাশ পাল ও প্রকাশ পাল (পুত্র), কণা পাল ও সীমা পাল (কন্যা), মানসী পাল, মনীষা পাল (পুত্রবধূ), রাজদীপ, সৈকত, শুভদীপ, অনির্বাণ (নাতি), বাসন্তী, বাবলি (নাতবৌ), মৌমিতা, মধুমিতা, ইপ্সিতা, বিদিশা, দীপশিখা, বিদীপ্তা (নাতনি)।

ভারতের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন আফ্রিদি -খবর তেরোর পাতায়

ঘোষণা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে সংশ্লিষ্ট সবার জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আজ, ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে আলিপুরদুয়ারের অসীম দত্ত উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে আর কোনও ভাবে যুক্ত নন। ফলে, কেউ যদি উত্তরবঙ্গ সংবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোনও বিষয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, সেটা তিনি নিজ দায়িত্বে করবেন এবং তার দায় এই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ নেবে না।

প্রকাশক
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিস্ময় বৈভব

গুজরাট টাইটান্স-২০৯/৪
রাজস্থান রয়্যালস-২১২/২ (১৫.৫ ওভারে)

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল : ভারতীয় ক্রিকেট প্রতিভার খনি। আইপিএল ক্রিকেটার তৈরির কারখানা। কথাটা এখন বিদেশিরাও মেনে নেন। সোমবার বিহারের কিশোর বৈভব সূর্যবংশীর ৩৮ বলে ১০১ রানের ইনিংস দেখার পর তাঁদের অন্য কোনও পথও নেই। সঞ্জু স্যামসন চোট পাওয়ার পর রাজস্থান রয়্যালস একাদশে সুযোগ পেয়ে প্রথম দুই ম্যাচে ৩৪ ও ১৬ রানের ইনিংসে ট্রেলার দেখিয়েছিলেন বৈভব। আজ পুরো সিনেমাটা দেখিয়ে ১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে শতরান করে তিনি আইপিএলে নজির গড়লেন। টি২০ ক্রিকেটেও যা রেকর্ড। এদিন বৈভব নিজের খেলা দ্বিতীয় বলটাতেই মহম্মদ সিরাজকে বিশাল ছক্কা হাঁকান। তিন অঙ্কের রানে তাঁর পা দেওয়া রশিদ খানকে ওভার বাউন্ডারি মেরে। যার সুবাদে ৩৫ বলে শতরানে পা রাখেন বৈভব। যা আইপিএলে দ্বিতীয় দ্রুততম তিন অঙ্কের রান। বৈভবের ব্যাটিংয়ের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল তাঁর মারা শটের তীব্রতা। এভাবেই এদিন শতরানের পথে তিনি ১১টি ছক্কা ও ৭টি বাউন্ডারি মেরে ৯৪ রান তুলেছেন। তবে তারপরও তাঁর খিদে কমেনি। প্রসিধ কৃষ্ণার বলে আউট হওয়ার পরও এদিন তিনি ফিরলেন মুখ অন্ধকার করেই।

টিনএজারের দাপটে পাঁচ ম্যাচ পরে জয় রাজস্থানের

> আইপিএল শুরুর আগে থেকে পরিশ্রম করছি। নিজের অনুশীলনে বিশ্বাস রাখি। মাঠে গিয়ে কাউকে ভয় পাইনা। খুব একটা ভাবিও না। শুধু নিজের খেলায় ফোকাস রাখতে পছন্দ করি। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেছি। ও সবসময় পজিটিভ থাকার পরামর্শ দেয়।
>
> **বৈভব সূর্যবংশী**

যদিও তাঁর শতরান আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে রাজস্থানের কোচ রাহুল দ্রাবিড়কে। রশিদকে মারা বৈভবের ছক্কার আনন্দে যেভাবে তিনি হুইলচেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন তাতে আবার তাঁকে না চিকিৎসকের কাছে ছুটতে হয়! গত বছর টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের ট্রফি পাওয়ার পর ছাড়া আর কখনও কি দ্রাবিড়কে এভাবে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভাসতে দেখা গিয়েছে? বৈভব বিস্ময়ের তাৎপর্য এখানেই।

সূর্যবংশীর আগুনে পুড়ে খাক হওয়ার আগে শুভমান গিল-বি সাই সুদর্শনের দৃষ্টিনন্দন ব্যাটিং দর্শকদের মন ভরিয়েছিল। এবারের গুজরাট টাইটান্সের মূল চালিকাশক্তি তাদের ব্যাটিংয়ের টপ থ্রি। গত আটটি ম্যাচে গুজরাটের প্রথম তিন ব্যাটারের মধ্যে কেউ একজন অর্ধশতরান করেছেন। এদিন সেই ধারা বজায় রাখলেন শুভমান (৫০ বলে ৮৪)। তাঁকে সংগত দিলেন দ্বিতীয় ওভারে জীবনদান পাওয়া সুদর্শন (৩৯)। তাঁদের ৯৩ রানের পার্টনারশিপ গুজরাটের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়।

২৯ বলে অর্ধশতরান করা শুভমান পাঁচটি চার ও চারটি ছয়ে মুগ্ধতা ছড়ালেন। এমন কিছু শট খেললেন যা উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য আদর্শ টিউটোরিয়াল হতে পারে। সুদর্শন ফেরার পর জস বাটলারকে (২৬ বলে অপরাজিত ৫০) নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান শুভমান। তাঁদের ৭৪ রানের জুটিতে গুজরাটের অন্তত ২২৫ স্কোর নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। এবার গুজরাট প্রথমে ব্যাটিং করলে শেষদিকে গিয়ে মন্থর হয়ে পড়ছে। এদিনও তারা একই সমস্যায় ভুগল। শেষপর্যন্ত গুজরাট থামে ২০৯/৪ স্কোরে।

রাজস্থান রানতাড়ায় নামার পর তাদের সেই আফসোস বাড়িয়ে দেন সূর্যবংশী। যশস্বী জয়সওয়ালের (৪০ বলে অপরাজিত ৭০) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ১৬৬ রান তুলে রাজস্থানের জয় নিশ্চিত করে দেন তিনি। যার ওপরে দাঁড়িয়ে ১৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ২১২ রান তুলে মরুভূমির দল ৫ ম্যাচ পর জয়ের সরণিতে ফিরল।

১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে শতরান করে বৈভব সূর্যবংশী।

বোলার নয়, বল দেখে খেলি বলছেন সূর্যবংশী

জয়পুর, ২৮ এপ্রিল : আইপিএল কেরিয়ার শুরুই করেছিলেন আবেশ খানকে ছক্কা মেরে। বোঝা গিয়েছিল, বাচ্চা ছেলেটার মধ্যে দম আছে। কিন্তু সোমবার জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে বৈভব সূর্যবংশী যা করে দেখালেন, তারপর বলতেই হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন তারকার জন্ম হল। এদিনও নিজের খেলা দ্বিতীয় বলকে গ্যালারিতে ফেললেন টিনএজার বৈভব। বাকি সময়টায় বৈভব বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধ হল ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ।

১৪ বছর ৩২ দিন বয়সে টি২০-তে কনিষ্ঠতম শতরান করলেন। ৩৮ বলে ১০১ রানে বিধ্বংসী ইনিংসে গড়লেন একঝাঁক রেকর্ড। টানা পাঁচ ম্যাচ হেরে ধুঁকতে থাকা রাজস্থান রয়্যালসকে জয়ের সঞ্জীবনী সুধা এনে দেওয়ার কারিগর 'কিশোর' বৈভব। যার ফলে ম্যাচের সেরার পুরস্কারের জন্য বৈভব ছাড়া দ্বিতীয় কারও নাম ভাবার দরকার পড়েনি।

মাঠে ১১টি ছক্কা ও সাতটি চারে টাইটান্সের বোলারদের ধুয়ে দিলেও ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিতে এসে বৈভবের গলায় কৈশোরের সারল্য ঝরে পড়ল। ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে বৈভব বলেছেন, 'দুর্দান্ত অনুভূতি। আইপিএল কেরিয়ারে এটা আমার প্রথম শতরান। সেটাও মাত্র তৃতীয় ইনিংস খেলেই। আইপিএলে শতরান করা স্বপ্ন ছিল। আজ পূরণ হল। আমি বোলার নয়, বল দেখে খেলি। আইপিএল শুরুর আগে থেকে পরিশ্রম করছি। নিজের অনুশীলনে বিশ্বাস রাখি। মাঠে গিয়ে কাউকে ভয় পাইনা। খুব একটা ভাবিও না। শুধু নিজের খেলায় ফোকাস রাখতে পছন্দ করি। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ব্যাটিং উপভোগ করেছি। ও সবসময় পজিটিভ থাকার পরামর্শ দেয়।'

তরুণ বৈভব প্রসঙ্গে যশস্বী বলেছেন, 'আমার দেখা অন্যতম সেরা ইনিংস। আশা করি, বৈভব দলের জন্য এভাবেই পারফর্ম করবে। অসাধারণ কিছু শট খেলল বৈভব।' গুজরাট অধিনায়ক শুভমান গিলের কথায়, 'বৈভব পাওয়ার প্লে-তে ম্যাচ আমাদের হাতের বাইরে নিয়ে যায়। দিনটা বৈভবের ছিল। কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ওর জন্য।'

নামলেন সূর্যনগর ফ্রেন্ডসের সঙ্গে অনুশীলনে

হায়দরাবাদে থাকছেন মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৮ এপ্রিল : আইএসএলের পর সুপার কাপও ভালো যায়নি হায়দরাবাদ এফসি-র। হতাশা নিয়ে তিনদিন আগে রাজগঞ্জের বাড়িতে ফিরেছেন মনোজ মহম্মদ। তারপরই আগামী মরশুমের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার মনোজ। বলেছেন, 'আমার কাছে জামশেদপুর এফসি, চেন্নাইয়ান এফসি-র প্রস্তাব ছিল। কিন্তু ২০২৭ সাল পর্যন্ত হায়দরাবাদ এফসি-র সঙ্গে চুক্তি থাকায় ওদের সঙ্গেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। চেষ্টা করব এবারের ব্যর্থতা পুষিয়ে দেওয়ার।'

মনোজের হাতে এখন লম্বা ছুটি। তিনি বলেছেন, 'দেড় মাস ছুটি পেয়েছি ক্লাব থেকে। হায়দরাবাদ এফসি থেকে জানানো হয়েছে, ডুরান্ড কাপের আগে প্রস্তুতি শুরু হবে। তার আগে ক্লাব থেকে ডেকে নেওয়া হবে।' ছুটিতে বসে না থেকে রবিবার থেকেই মনোজ রাজগঞ্জের এমএন হাইস্কুলের মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁর বেশ কিছু বন্ধু শিলিগুড়িতে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগের লক্ষ্যে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের হয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁদের সঙ্গেই যোগ দিয়েছেন তিনিও। বলেছেন, 'ওই দলে বেশ কিছু ভালো ফুটবলার রয়েছে। ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করে শুধু ফিট থাকা নয়, আমিও মজা পাচ্ছি। কথা দিয়েছি, ছুটিতে ওদের সঙ্গে প্র্যাকটিস করব। ফ্রেন্ডসের অধিনায়ক প্রদীপ রায়কে সুপার ডিভিশনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছি।'

সংবর্ধনায় আপ্লুত মনোজ মহম্মদ।

মনোজকে তাদের অনুশীলনে স্বাগত জানিয়ে ফ্রেন্ডসের তরফে সোমবার সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ফ্রেন্ডসের সচিব মদন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'মনোজের মতো দেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলা চালিয়ে যাওয়া ফুটবলারের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পেয়ে আমাদের ছেলেরাও খুশি। আশা করছি, ওর থেকে পাওয়া পরামর্শে উপকৃত হয়ে প্রদীপরা সুপার ডিভিশনে ভালো পারফরমেন্স করবে।'

স্মরণে

স্বর্গীয়া নমিতা রায়
যাওয়া 29/4/2021
মা, যেখানেই আছো ভালো থেকো, আমাদের আশীর্বাদ করো, তোমার মনা, বাবু, সলিল